







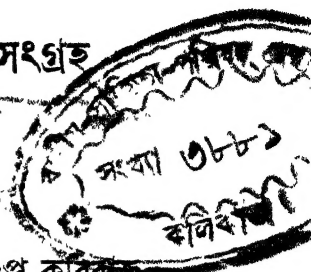






আয়র্ষেদ সারসংগ্রহ

প্রথম ভাগ।



শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ

কর্তৃক

অনুবাদিত ও সংগৃহীত

৫-৩১

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের

দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

করন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট ৩৮ নম্বর ডবলিউ, সি, বঙ্গুর

কলম্বিয়ান প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৭৮, ২২ শে আষাঢ়।



# পরমারাধ্য শ্রীযুক্তগোপালকৃষ্ণ গুপ্ত

ফার্স্টগ্রেড সবয়্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন

বিদ্যানিবাস মহাশয় শ্রীচরণেশ্বর,

প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন মিদং

মহাশয়, অধুনা অনেকেই জানেন যে অস্বদেশীয় কোন লোক আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে বাসনা করিলে ছুপ্তাপ্য গ্রন্থ ও শিক্ষকের অভাবে তাহা সম্পন্ন হয় না। আমি তন্নিমিত্ত আয়ুর্বেদীয় বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্বেদসার সংগ্রহ নামে এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থখানি সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া দেখিলাম যে মহাশয়ই ইহার একমাত্র গুণগ্রাহী এবং আপনিই ভাল মন্দ বিচারের যোগ্যপাত্র এই নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি আপনাকেই উৎসর্গ করিলাম।

এক্ষণে ইহা আপনার সম্মিথানে পরিগৃহীত এবং জনসমাজে ব্যবহৃত ও আদৃত হইলে শ্রম দফল বোধ করিব।

আপনার নিতান্ত মেহাক্ষদন্য

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত।



## PREFACE.

This little work owes its origin to the following circumstances :—

The society of physicians at SOOKEAS Street, Muddon Mitter's Lane in Calcutta, found with deep regret the opprobrium cast upon the treatment made by KOBIRAJAS and on the Hindoo Medical Science in general.

Some even suppose that AYURVEDA only treats of the administration of some very unpalatable panchons fit only for savage state of society but wholly unsuited to civilized men. Others remark that the Hindoo system subjects poor patients, already suffering from the pains of disease, to the agonies of starvation and draught, and seldom, if ever, effect a cure. They extol the European mode of treatment as the most effectual and, at the same time, most agreeable to the patient. While a European practitioner would allow copious cooling drinks to quench the thirst and would apply ice or cold water on the burning head, a Kabiraj would scarcely moisten the lips and tongue with a pallet of wet anised and apply hot sand to the aching head. The depreciators of Hindoo Medicine have found also that most of the persons who pass under the name of Kobiraj or practitioners of Hindoo Medicine are ignorant men who having with great difficulty learnt by rote a few Sanscrit slokas repeat them as slokas from the AYURVEDA which are no-

thing but the names of a few potions, and with this learning trot before the world with the dignity of a Kobiraj and rob poor patients of their wealth and life which is against the doctrines of Ayurveda which denounces against the ignorant Kobiraj as hateful beings punishable to death by law. Though the opinions of these haters of Hindoo Medicine respecting its merits are wrong their estimate of the qualifications of many of the kobirajas is not incorrect.

Our country is greatly infested with these practitioners, and as none but those who have any knowledge of the science can rightly appreciate the merits of a truly skilful practitioner, the majority of mankind are imposed upon by these impostors. To remedy this evil and to open the eyes of the public to the genuine merits of Hindoo Medical Science, the society of physicians at once came to the resolution of publishing a compendium of Hindoo Medicine in sanscrit with Bengalee translation to assist those practitioners who have not had opportunities of gaining a knowledge of the Sanscrit, and whose time and circumstances would scarcely afford them leisure to go through the various works on Hindoo Medicine which are very rarely to be had and instruction in which very few can impart. The president of the said society Baboo Bhoobun Mohun Gangooly has imposed upon me the arduous task, of compiling the work. In undertaking this task, which I very reluctantly did knowing the thousand impediments that lie in the way, I have spared no pains in endeavouring to make the work as useful as possible and have consulted various au-

thors chiefly, Tontro, Churruck, Soosrutto, Bagbhaut Harit, Sarrungodhur &c. The result of my labor I publish under the name of AYURVEDA SUNGRAHA. It is to be divided into 14 Fourteen parts. The 1st to contain an account of the origin of the AYURVEDA, the duties of practitioners, directions for feeling the pulse and a few general remarks on the symptoms and treatment of Fever. In the second I mean to treat of the several varieties of fever with their causes, symptoms and treatment. The 3rd 4th and 5th on various diseases, their causes, symptoms and treatment. The 6th general discourse on medicine, their preparations and administration. 7th Anatomy. 8th Surgery. 9th Midwifery. 10th Chemistry. 11th Vegetables. 12th Bajicaron Tuntra. 13th Augod Tuntro 14th SantiTuntro. In all these parts shall contain quotations passages from Sanskrit works with Bengalee explanations and copious illustrations and in some cases the plan of treatment adopted by English practitioners under similar circumstances will be given

GOPAL CHUNDER SEN GUPTA

Thorbagan.

---



# বিজ্ঞাপন ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খামি নিম্ন-লিখিত কারণে উৎপত্তি হইয়াছে। কলিকাতা, মুকিয়াস স্ট্রীট, মদন নিতের লেনে ৬নং ভবনে চিকিৎসা সভার সভ্যরা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অতিশয় অনাদর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসত্য জাতির উপযোগ্য কতকগুলি বিশ্বাস পঁচন মাত্র ব্যবহৃত আছে সুতরাং সভা জাতির পক্ষে কোন ক্রমেই যোগ্য নহে এবং মহান্তর বাদীরা বিবেচনা করেন যে হিন্দুশাস্ত্র মতে চিকিৎসাতে আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং জল ও আহার বন্ধ করিয়া রোগীকে সংপারোনাতি ক্রেশ দেয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা মস্তকে শীতল তেল ও বরফ দ্বারা শিরঃপীড়া নিবারণ করেন। কিন্তু কবিরাহের নোদ্রিত পুটলী করিয়া একরূপ বারি দেন যে তাহাতে দিহ্বা ও ওষ্ঠ দ্ব্যও আগ্রহ হয় না এবং উত্তপ্ত বাসুকা পুটলী দ্বারা মস্তক দগ্ধ করিয়া দেন। হিন্দুশাস্ত্র নির্দেশিগণ দেখিরাছেন যে যাহারা চিকিৎসক নামে বিখ্যাত তাহার আয়ুর্বেদের মূলার্থ না জানিয়া কেবল মাত্র কএকটি সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাস করিয়াই সাহসকারে আপনাদিগকে কবিরাত্ত বলিয়া পরিচয় দেন এবং রোগীর প্রাণ ও ধন অকাতরে ধ্বংস করেন। কিন্তু আয়ুর্বেদের যে প্রকার উদ্দেশ্যই আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া কেবল মাত্র দুই একটি শ্লোক দেখিয়া চিকিৎসা করে, সে তদ্রূপ সনাতন অগাধ ও রাজাদের বধাই। যথা।—

বস্তুকর্মণ্যু নিবধাতো ধার্ট্রাজ্জাত্ত বহিস্কৃতঃ ।

সমৎপূজাং নাপ্নোতিবধংচার্হতি রাজতঃ ॥

যাহারা চিকিৎসা শাস্ত্র জানে তাহাদেরই কেবল চিকিৎসকের গুণাণ্ডন বিনিত হন। কিন্তু অধিকাংশ লোককেই উল্লিখিত চিকিৎসক নামধারীরা প্রবঞ্চনা করিতে পারে। এই অনঙ্গদে দূরীকরণার্থ ও হিন্দুশাস্ত্রের মূলার্থ গুণাণ্ডন অপর সাধারণকে বিদিত করিবার নিমিত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিকিৎসা সভার সভ্যরা মত করিলেন যে যাহাতে সুপ্রণা-

লীতে চিকিৎসা কার্য সম্পন্ন হয় এরূপ এক খানি আয়ুর্বেদ শীঘ্রই মুদ্রিত করা উচিত কারণ অস্বদেশীয় কোন লোকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মানস করিলে, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ ও শিক্ষকের অভাবে তাহা সম্পন্ন হয় না, অতএব সাধারণের বোধগম্যের নিমিত্ত সংস্কৃত মূল ও বাঙ্গালা অর্থের সহিত অনুবাদ করা আবশ্যিক। তন্নিমিত্ত মতান্তর সম্পাদক শ্রীমুক্ত বাবু ভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উহা প্রকাশ করিবার জন্য আমার প্রতি উক্ত আয়ুর্বেদ সংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে তারা-পত্র করেন। এ বিষয়ের বিবিধ প্রতিকল্প থাকায় আমি প্রথমতঃ প্রবর্ত্ত ইহা নাট কিন্তু সাতিশয় অনুরোধে এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলাম এবং প্রবর্ত্ত ইইয়া সাধ্যানুসারে বিবিধ প্রকার তন্ত্র, পুরাণ, চরক, মুশ্রুত, বাগভট, হরীত, নারদধর, গুড়বোধ, ভৈবল্য রত্নাবলী, রসেন্দ্র চিপ্তাবলি, নন্দরত্নাকর, চক্রবর্ত্ত, নাড়ীচক্র, নারকৌমুদী দর্পণ, খরনাদ, গরুড়পুরাণ ও কয়েকখান সংহিতাদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্বেদের সংগ্রহ নামে একখানি দ্বিত্বিত গ্রন্থ সংগৃহীত ও অনুবাদিত করিলাম এই গ্রন্থখানি এত বৃহৎ ইইয়াছে যে উহা একেবারে মুদ্রাঙ্কন করা মুকতিন স্ততরাং ১৪ভাগে প্রকাশিত হইবে, প্রথমভাগে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি, চিকিৎসকের কর্তব্য কর্ম, নাড়ী পরীক্ষা, দিহ্বা পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা এবং বিবিধ প্রকার জ্বর ও জ্বরের চিকিৎসা দ্বিতীয় ভাগেও জ্বরের চিকিৎসা, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে বিবিধ পীড়া ও তাহার চিকিৎসা, ষষ্ঠভাগে ভৈবল্যতন্ত্র, সপ্তম ভাগে দেহতত্ত্ব, অষ্টমভাগে শল্য তন্ত্র, নবমভাগে কোনার্ভূতা, দশম ভাগে রসায়ন তন্ত্র, একাদশ ভাগে ঔষ্টিজ্য তন্ত্র, দ্বাদশ ভাগে ব্যক্তিকর্য তন্ত্র, ত্রয়োদশ ভাগে অগ্নি তন্ত্র ও চতুর্দশ ভাগে শান্তি তন্ত্র ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। আমি সাধ্যানুসারে শ্রম করিতে দ্বিগুণ করি নাই এক্ষণে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইলে অথ সকল বোধ করিব ইতি।

চোরবাগান।  
সন ১২৭৮।

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত।

## উপক্রমণিকা ।

পৃথিবীতে যে কত দিন আয়ুর্ষেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কেইবা ইহার প্রথম প্রকাশক তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না আর যে কএকখানা গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কাঙ্গানিক উপাখ্যানের সহিত মিশ্রিত সুতরাং সে সকল প্রমাণ পরিত্যক্ত হইল কিন্তু পূর্বকালে এই ভারত-বর্ষে যে অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন তাহার অনেক স্থলে অনেক প্রমাণ ও তাহাদের রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় আমি সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ ইতি বর্ণনা করিব ।

সত্যকালে যমজ অশ্বিনী কুমারদ্বয় \* অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন তাহার প্রমাণ সূর্য্যবংশজ মনু নামক একজন রাজার পত্নীর প্রসব বিলম্ব হইলে অশ্বিনী কুমারেরা আসিয়া রাজ্ঞীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন । ইহা মানবীয় পুরাণের সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে ইহাদের রচিত অশ্বিনীকুমার সংহিতা নামক এক

\* এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে ইহারা দেব চিকিৎসক ও স্বর্গে বাস করেন পৃথিবীতে কোন ব্যাধি হইলে তাহারা আসিয়া চিকিৎসা করিতেন তাহার প্রমাণ মহাদেব যখন দক্ষ রাজার মস্তকচ্ছেদন করিলেন তখন উহারা দক্ষ প্রজাপতির চিকিৎসা করিয়াছিলেন ইহা মুশ্রুতের মুত্রস্থানে বর্ণিত আছে ।

শ্রুয়তেহি যথা রুদ্রেণ যক্ষস্য শিরচ্ছিন্ন  
মিতি ততো দেবা অশ্বিনাবতিগম্যোচুঃ  
ভগবন্তৌ ন শ্রেষ্ঠতমৌ সুবাং ভবিষ্যথঃ ।  
ভবদ্যাং যক্ষস্য শিরঃ সন্ধ্যাতব্যং । তাবু-  
চতুরেবমস্মিতি ॥ সুশ্রুত ।

খানি মনোহর চিকিৎসা শাস্ত্র আছে। \* ধন্বতরি নামক একজন বিশ্ব বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন, ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহার মুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ইহার রচিত কোন গ্রন্থ আমার দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহার কয়েকজন শিষ্য রচিত গ্রন্থ রাশি দেখিয়া বোধ হয় যে ইনি এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। শিষ্যেরা কেবল মাত্র তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন কেবলমাত্র এক বিষয়ে তুলনা করিলে ধন্বতরি সদৃশ চিকিৎসক পৃথিবীর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কি আয়ুর্কেন্দ্র কি জ্যোতি শাস্ত্র কি ধর্ম শাস্ত্র তিনি সর্ব শাস্ত্রে সন্মান পারদর্শী ছিলেন।

কাশিরাজ নামক তাঁহার একজন শিষ্য অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ঋষিদের অনুমত্যানুসারে বারানশীর রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু আয়ুর্কেন্দ্রে অত্যন্ত অনুরাগ থাকাতে মন্ত্রির প্রতি রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বনবাসী হইলেন, পরে বহুবিধ চিন্তা করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিতে মানস করিলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে দিবাভাগে ব্যবচ্ছেদ করিলে লোকে ঘৃণা করিবে হয়ত মহর্ষিরাও অভিশাপ প্রদান করিবেন, একার। তিনি দিবসে বিবিধপ্রকার ঔদ্ভিদ্য, ধাতব ও জান্তব দ্রব্যের গুণাগুণ অগত হইতেন এবং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে

---

\* ইহার ইতিবৃত্তে মহর্ষিরা অতি কাম্পনিক কথা প্রয়োগ করেন কেহ কেহ কহেন ঋষিরা ইহাকে কুশের দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন কেহ কহেন ইনি ক্ষীরসাগর হইতে উত্থিত হইয়াছেন, কিন্তু শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে আমি আদিদেব ও দেব চিকিৎসক। ইহা তৈষজ্য তন্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

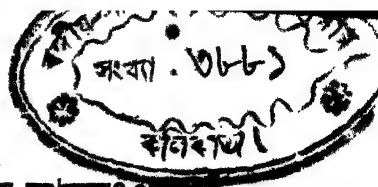
স্থানে গমন করিয়া সাংক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিতেন সাংক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় তিনি কোষাভাবে শব্দগু ও কুশির অভাবে অস্থিগু এবং কশেরুক গ্রন্থন করিয়া জপমালা করিতেন। এইরূপে বহু পরিশ্রমে শারীর স্থান রচনা করিয়া পুনরায় সেই তপবনে আশ্রম করিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশদিতে লাগিলেন। অনেকেই শারীর স্থান অধ্যয়ন করিল কিন্তু কেহই ব্যবচ্ছেদ করিতে চায় না। তন্মিমিত্ত তিনি অতিশয় ক্ষুভিত হইয়া কি উপায়ে শিষ্যেরা ব্যবচ্ছেদ করিবে অহরহ তচ্চিন্তায় মগ্ন রহিলেন, কিছুদিন পরে এক শাসন প্রকাশ করিয়া শিষ্যদের ব্যবচ্ছেদ করাইলেন। ইহার কৃত তৈষজ্য তন্ত্র শারীর স্থান ও শল্যতন্ত্র অতি বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম।

এই তিন গ্রন্থে ভিন্ন বিষয় বর্ণিত আছে। তৈষজ্য তন্ত্রে ঔষধাদির গুণাগুণ, প্রয়োগরূপ, ক্রিয়া ও নাত্রা, শারীর স্থানে দেহের আভ্যন্তরিক অস্থি, উপস্থি, বন্ধনী, পেশী স্নায়ু, শীরা, ধমনী ও অন্তকোষ্ঠ সকলের বিবরণ বর্ণিত আছে এবং শল্যতন্ত্রে, শস্ত্রচিকিৎসা, শস্ত্র সকলের আকৃতি, শস্ত্র সঞ্চালন, ছেদন, ভেদন, বন্ধন ও রক্ত মোক্ষণ বর্ণিত আছে। ঐ সময় দিবোদাস নামক একজন ধনুস্তরির শিষ্য কৌমার ভূত্য রচনা করেন এই গ্রন্থে স্ত্রীলোকদিগের ঋতুমত্যাবস্থা, গর্ভধারণ, প্রসব করণ, বালক চিকিৎসা ও প্রসূতী চিকিৎসা বর্ণিত আছে। সুশ্রুতও ধনুস্তরীর ছাত্র ছিলেন ইনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও বিবেচক ইহার রচিত সুশ্রুত গ্রন্থে আয়ুর্কেন্দ্রের অধিকাংশ বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। আত্রেয় মুনির নিকট চরক নামক ঋষি আয়ুর্কেন্দ্র অধ্যয়ন

করিয়া চরক নামে একখানি বিস্তীর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা করেন। হারীত নামক একজন ঋষি হারীত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এ ভিন্ন বহুবিধ মুনিকৃত গ্রন্থ লোপ হইয়া গিয়াছে এবং ভারতবর্ষের কোন্ স্থলে কোন্ গ্রন্থ লুকানিত আছে তাহা অবগত হওয়া সুকঠিন। পৌরাণিক অনেক গ্রন্থে ও শিব রচিত বিবিধ তন্ত্রে চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত আছে তন্মধ্যে রসায়ন তন্ত্র অতি উৎকৃষ্ট, বাগ্ভট কৰ্ণাটীয় এক জন চিকিৎসকের রচিত, শারঙ্গধর একজন বৈদ্যের কৃত, খরনাদ জনৈক চিকিৎসকের রচিত, নিদান বঙ্গদেশীয় একজন নাথবকর নামক কবিরাজের সংগৃহীত গুঢ়বোধক, রসেন্দ্রচিন্তামণি টুণ্টুনিনাথ কৃত, রসরত্নাকর নিত্য নাথ কৃত, চক্রদত্ত বঙ্গদেশ নিবাসী চক্রপাণি দত্ত প্রণীত। রসপ্রদীপ কালনাথ কৃত, তৈষজ্য-রত্নাবলী বঙ্গদেশীয় এক জন কবিরাজকৃত, সারকৌমুদী বঙ্গদেশীয় একজন কবিরাজের কৃত, দর্পণ, মৃত্যুসঞ্জিবনী, রসাসিন্ধুচিন্তামণি, রত্নাকরী, সরোৎসার ও বৈদ্যজীবন এই কএক খানা গ্রন্থ অতি প্রাচীন কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকর্তাদের নাম উল্লেখ নাই। শা-আলম বাদশাহা কায়স্থ বংশজ সনাতন তপস্বী নামক একজন চিকিৎসকের উপর সম্বন্ধ হইয়া মুকিচ্ছ গ্রাম নামক এক তালুক দান করিয়াছিলেন সেই বংশে কএক জন ব্যক্তি আয়ুর্কোদে অতিশয় পারদর্শী হইয়া ছিলেন। দেহ রক্ষার নিমিত্ত মহর্ষিরা সাধ্যানুসারে বিবিধ চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই এবং তদ্বিষয়ে নানা প্রকার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন দুর্দান্ত যবন রাজেরা তাহার অনেক গ্রন্থই অগ্নিসম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু

অবশিষ্ট যেকোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় তদ্বারাও উত্তমরূপ চিকিৎসা কার্য সম্পন্ন হয় এই সমুদায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকিতেও বঙ্গদেশের কবিরাজেরা অর্কাচীন বলিয়া পৃথিবীর অনেক স্থানে পরিচিত মুগম পথ থাকিতেও আমরা কণ্টকপূর্ণ পথে প্রবেশ করিতেছি এবং হস্তে শাণিত তরবারী থাকিতেও বিপক্ষ দিগের অসহ্য প্রহার সহ্য করিতেছি।

পূর্বোক্ত গ্রন্থ সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে অম্বু-র্দেদের মত লইয়া অনায়াসে মুপ্রণালীতে চিকিৎসা কার্য সম্পন্ন হইতে পারে যখন চারিঘণ্টার লোক এই সকল প্রণা-লীর চিকিৎসাধীন থাকিয়া আরোগ্য হইয়াছে তখন অল্প কাল হইতে যে সেই সকল মুপ্রণালীতে ও উত্তম উত্তম ভেবজে আরোগ্য হয় না ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। এদেশের ভে-বজে এদেশের পীড়া আরোগ্য হয় না এই ভ্রান্তিমূলক কুসং-স্কার আরও কতদিন আনাদিগের দেশে থাকিয়া স্বদেশীয় লোকদিগকে ভ্রান্তিসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। বঙ্গ দেশের লোকের পীড়া হইলে যে ৭ সাত সমুদ্র ১৩ তের নদী পার হইতে ঔষধ আসিবে ও সেই ঔষধ দ্বারা সকল পীড়া মুক্ত হইবে সেই আশায় সন্তুষ্ট থাকা নিতান্ত হীনবীর্যের কার্য। যে দেশের যেকোন জল বায়ু ও ধাতু প্রকৃতি এবং যে যে দ্রব্য অতীব প্রয়োজন সর্বস্বত্বপুরুষ অভাবের পূর্বেই তাহা সেই-স্থানে সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন অতএব দেশহিতৈষী মহো-দয়েরা একত্র হইয়া এতদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে কৃতকার্যতালাভের অনেক সম্ভাবনা নতুবা কেবল লুক্কায়িত জীর্ণ গুণি ও ভগ্নোৎসাহী লোকের দ্বারা কোন ক্রমেই উন্নতির আশা নাই।



# আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহঃ।

## সূত্রস্থানম্ ।

অথাতে। দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ইতিহস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

দীর্ঘঞ্জীবিতমস্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ ।

ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধাশরণ্যমমরেশ্বরম ॥ ১

অত্রিমুনি বলেন আয়ুর বিষয় বর্ণনা করিব। দীর্ঘায়ুর  
তত্ত্বানুসন্ধানে ভরদ্বাজ দেবরাজ ইন্দের নিকটে গিয়াছি-  
লেন । ১

ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজা-  
পতিঃ । জগ্ৰাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু  
পুনস্ততঃ ॥ ২

ব্রহ্মা ভৈষজ্য বিদ্যা। যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎ  
সমুদায় প্রজাপতি প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি হইতে উক্ত বিদ্যা  
জমজ অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রাপ্তহন । ২

অশ্বিত্যাম ভগমান শত্রুঃ প্রতিপেদেহ-  
কেবলম্ । ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজতস্মচ্ছত্র-  
মুপাগমৎ ॥ ৩



অশ্বিনীকুমারদিগের নিকট ইন্দ্র প্রাপ্ত হন। এই কারণেই  
তরবার ঋষিদের অনুমত্যানুসারে ইন্দের নিকট গিয়াছিলেন। ৩

বিঘ্নভূতা যদারোগাঃ প্রাচুর্ভূতাঃ শরী-  
রিণাম্ । জপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যব্রতা-  
য়ুযাম্ ॥ তদাভূতেষুনুক্রোশং পুরস্কৃত্য  
মহর্ষয়ঃ । সনেতাঃ পুণ্যকর্মাণঃ পার্শ্বে  
হিমবতঃ শুভে ॥ ৪

যখন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া ধর্মসংক্রান্ত কার্যাদি বি-  
দ্যাভ্যাস ও মনুষ্য জীবনের স্থায়ীত্বের প্রতিবন্ধক হইল  
তখন ঋষিদের মনে অত্যন্ত অনুকম্পা হইল। তৎকালে  
হিমালয়ের কোন পবিত্র স্থানে নিম্নলিখিত ঋষি সমূহে নি-  
লিত হইলেন। ৪

অঙ্গিরা যামদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কশ্যপো ভৃগুঃ ।  
আত্রেয়ো গোতমঃ সাঙ্খ্য পুলস্ত্য নারদো-  
হসিতঃ ॥ অগস্ত্যো বামদেবশ্চ নার্কণ্ডেয়া-  
শ্বলায়নৌ । পারিক্শি তিস্কুরত্রিশ্চ তরঙ্গা-  
জঃ কপিষ্ঠলঃ ॥ বিশ্বামিত্র অরণ্যোচ তা-  
র্গবশ্চ্যবনোহতিজিৎ । গার্গ্য শাণ্ডিল্য কো-  
ণ্ডিল্য ব্রাহ্মদেবল গালবৌ ॥  
সাক্ষ্যো বৈজবাশিষ্ঠ কুশিক বাদরাশ্রমঃ ।

বড়িশ শরলোমাচ কাপ্যকাত্যায়না-  
 বুভৌ ॥ কাঙ্কায়নঃ কৈকশেয়ো ধোম্যো  
 মারীচি কাশ্যপৌ । শর্করাক্ষো হিরণ্যা-  
 ক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেবচ ॥ শৌনকঃ  
 শাকুনেয়শ্চ মৈত্রেয়ো মৈমতায়নিঃ । বৈথা-  
 ননা বালিখিল্যা স্তথাচান্যে মহর্ষয়ঃ ॥  
 ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো দমস্য নিয়মন্যচ ।  
 তপসস্তেজসা দীপ্তা হ্রয়মানা ইবাগ্নয়ঃ ।  
 সুখোপবিষ্ঠান্তে তত্র পুণ্যাং চক্ৰু কথামি-  
 মাং ॥ ৫

যথা অঙ্গিরা, যামদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়,  
 গোতম, সম্ব, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মা-  
 র্কণ্ডেয়, অশ্বলাজ, পরীক্ষি, তিক্ষু, অত্রি, তরঙ্গাজ, কপিষ্ঠল,  
 বিশ্বামিত্র, স্মরণ, ভার্গব, চ্যবন, অতিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য  
 কোণ্ডিল্য, ব্রাহ্মি, দেবল, গালব, সাক্ষ্য, ত্য, বৈজাপি, কুশিক,  
 বাদরায়ন, বড়িশ, শরলমা, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন,  
 কৈকশেয়, ধোম্য, মারীচি, কাশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ,  
 লোকাক্ষ, পৈঙ্গিশৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, মৈমতায়ন,  
 বৈথানস ও বালিখিল্য ইত্যাদি ।

ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মা শাসন ও ধর্ম্যচরণ বিদ্যার আধার হো-

মাগ্নি সদৃশ তপাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি  
হইলেন ও নিম্নলিখিত জ্ঞানবাক্য প্রয়োগ করিলেন । ৫

ধর্মার্থ কামমোক্ষাণা মারোগ্যং মূলমুক্তম্ ।

রোগান্তস্যাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ ॥

প্রাচুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্ ।

কঃ স্যাতেষাংশ মোপায় ইতুত্বা ধ্যান-

মাত্রিতাঃ ॥ ৬

ধর্ম, অর্থ, ইচ্ছা ও আত্মার পবিত্র করণে স্বাস্থ্যই মূল  
কারণ । স্বাস্থ্য ঐশ্বর্য ও জীবনহন্তা পীড়া মনুষ্যদিগের অ-  
ত্যন্ত ধ্বংসকারী হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রতিকার কি ? এই  
বলিয়া সকলেই ধ্যানে রত হইলেন । ৬

অথতে শরণং শত্রুং দদৃশু জ্ঞান চক্ষুষা ।

সবক্ষতি শমোপায়ং যথা বদমরপ্রভুঃ ॥

কঃ সহস্রাক্ষ ভবনং গচ্ছেৎ প্রক্টুং শচী-

পতিম্ । অহমর্থো নিযুজ্যেয় মত্রেতি প্র-

থমং বচঃ । ভরদ্বাজোহব্রবীতস্মাৎ ঋষি-

তিঃ স নিয়োজিতঃ ॥ ৭

পরে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে অনররাজ ইন্দ্রই রক্ষা  
কর্ত্তা ও তাঁহার নিকট প্রতিকারের উপায় আছে । কে সেই  
সহস্র লোচনের ভবনে যাইতে সমর্থ ও কে দেবরাজকে প্রশ্ন  
করিতে সক্ষম হইবে ? সর্বাঞ্চে ভরদ্বাজ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত

হইতে প্রার্থনা করিলেন, ঋষিরাও তাঁহাকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত করিলেন । ৭

শক্রভবনং গত্বা সুর্য্যগণ মধ্যগম্ ।  
দদর্শ বসহস্তারং দীপ্যমান মিবানলম্ ॥  
সোহতিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বর-  
ম্ । প্রোবাচ তগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং  
বাক্যমুত্তমম্ ॥ ৮

শক্রভবনে উপস্থিত হইয়া । তরঙ্গাজ দেবর্ম্মিণ্যে জলন্তানল  
সদৃশ বলা হস্তারক দেবরাজকে দেখিলেন ও তন্মুখে উপ-  
স্থিত হইয়া আশীর্বাদ করনান্তর ঋষিদের বার্তা কহিলেন । ৮

ব্যাধয়োহি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণি ভয়-  
ঙ্করাঃ । তদ্ব্রুহিমে শমোপায়ং যথা  
বদমরপ্রভো ॥ ৯

জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভয়ঙ্কর পীড়াসমূহ উপস্থিত হইয়াছে  
হে অমরেন্দ্র ! তাহার সম্যক প্রতিকারের আজ্ঞা করণ । ৯

তন্মৈ প্রোবাচ তগবানায়ুর্বেদং শত-  
ক্রতুঃ । পদৈরুপৈর্মতিং বুদ্ধা বিপুলং  
পরমর্ষয়ে ॥ হেতু লিঙ্গৌষধজ্ঞানং মুস্থা-  
তুর পরায়ণম্ । ত্রিসূত্রং শাস্ত্রতং পুণ্যং  
বুবুধে যং পিতামহঃ ॥ ১০

দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহর্ষিকে অতিশয় বুদ্ধিমান দেখিয়া

চিরস্থায়ী পবিত্র তৈষজ্য বিদ্যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন এই তৈষজ্য বিদ্যা তিন অংশে বিভক্ত যাহার এক এক খণ্ডে পীড়ার কার। লক্ষণ ও প্রতিকার বেরূপ ব্রহ্মা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অবিকল তাহাই প্রকাশ করিলেন । ১০

সোহনন্তপারং ত্রিকঙ্ক মাযুর্বেদং মহা-  
মতিঃ । যথা বদচিরাং সর্বং বুধে  
তন্মনামুনিঃ ॥ তেনায়ুরমিতং লেতেভর-  
দ্বাজঃ সুখান্বিতং । ঋষিত্যোহনধিকং তন্তু  
শশংসানবশেষয়ন্ ॥ ১১

মহর্ষি অতিশয় যত্নসহকারে দুর্লভ ও বহুবিস্তারিত তৈষজ্য বিদ্যা স্বপ্নকাল মধ্যে শিক্ষা করিলেন এবং যেরূপ শিদ্ধিত হইয়াছিলেন ঋষিসমাজে তদ্রূপ অবিকল প্রকাশ করিলেন । ১১

ঋয়ন্তু ভরদ্বাজা জ্জগৃহস্তং প্রজাহিতম্ ।  
দীর্ঘায়াশ্চিকীষন্তো বেদং বর্দ্ধনমাযুষঃ ।  
তেনবয়ন্তে দদৃশুযথা বজ্জ্ঞান চক্ষুষা ॥ ১২

ঋষিদিগেরও দীর্ঘায়ু আকাঙ্ক্ষায় ভরদ্বাজ প্রণীত উপকারিণী ও আয়ুর্বৃদ্ধি কারিণী বিদ্যা প্রাপ্তে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইল । ১২

## সূত্রস্থানম্ ।

উতয়জ্জোহি তিষগাহো ভবতি ।

হিতাহিতং সুখং দুঃখ মাযুস্তস্য হিতা-

হিতং । মানসতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদ  
স উচ্যতে ॥ ১৩

যে শাস্ত্রে মঙ্গলামঙ্গল আয়ুর বিষয় জীবনের সুখ, দুঃখ ও  
স্থায়ীত্বের হেতু জানা যায় তাহাকে আয়ুর্বেদ কহে ৷ ১৩

প্রাতঃকৃত সমাচারঃ কৃত্যচার পরিগ্রহঃ ।  
সুখাসীনঃ সুখাসীনঃ পরীক্ষার্থ মূপাচ-  
রেৎ ॥ ১৪

বৈদ্য প্রাতঃকৃত্যাদি অর্থাৎ আহ্নিকাদি করিয়া ও স-  
মাজোচিত বেশভূষা করিয়া সুখেতে আসনে বসিয়া রোগীকে  
পরীক্ষা করিবেন ৷ ১৪

## রোগোৎপত্তি ।

রোগোৎপত্তি করো ব্রহ্মা পথ্যেন পা-  
লতে হরি । রোগ সংহার হেতুর্থে ঔষ-  
ধ মকরোচ্ছিবঃ ॥ ১৫

ব্রহ্মা রোগের উৎপত্তিকারক, বিষ্ণু পথ্যদাতা ও পাতা ;  
রোগবিনাশের নিমিত্ত মহাদেব ঔষধের সৃষ্টি করিলেন । ১৫

দুজ্জৈয়ো দুর্জয়ঃ কুরো দুঃসহঃপ্রাণ ভ-  
ঞ্জনঃ । তিষক্ সর্বপ্রকারেণ রোগমাদৌ  
চিকিৎসতে ॥ ১৬

যাহাকে অত্যন্ত কষ্টে জানা যায়, সহজে জয় করা যায় না, নির্দয়, দুঃসহ ও প্রাণ নাশক চিকিৎসক অগ্রেই এরূপ রোগের চিকিৎসা করিবেন । ১৬

শাস্ত্রং গুরুমুখোদগীর্ণনাদায়োপস্যচা-  
সক্লুৎ । যঃকর্ম্য কুরুতে বৈদ্য স বৈদ্যো-  
হন্যেতু তস্করাঃ ॥ ১৭

গুরুপদেশ দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া যে বৈদ্য চিকিৎসা করেন তিনিই চিকিৎসক তন্নিম্ন চিকিৎসাকারী ও চিকিৎসক নামধারীদিগকে নরঘাতক বা চোরের ন্যায় বলা যায় । ১৭

যস্ত কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃকর্ম্যস্ব পরিনিষ্ঠিতঃ ।  
সমুহ্য ত্যা তুরন্ত্রাপ্য প্রাপ্য ভীকুরিবাহবৎ ॥ ১৮

যিনি কেবল শাস্ত্র জানেন কিন্তু কিছুমাত্র কর্ম্য \* জানেন না ভীকুব্যক্তি সনরে যাইলে যেরূপ ভয় পায় তিনিও রোগিকে পাইলে তদ্রূপ ভয় পান । ১৮

যস্ত কর্ম্যসু নিষণাতো ধার্ট্যাজ্জাত্ত বহি-  
স্কৃতঃ । স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধৎ  
চাইতি রাজতঃ ॥ ১৯

অথবা যে ব্যক্তি কর্ম্য নিপুণ আর কিছুমাত্র শাস্ত্র জানেন। সে ভদ্র সনাজে অগণ্য ও রাজাদের বধাই । ১৯

উত্তাবেতাবনিপুণাবসমর্থো স্বকর্মণি ।

অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবি দ্বিজো ॥২০

উভয়ের মধ্যে যে লোক কেবল এক বিষয়ে নিপুণ সে এক পক্ষ হীন পক্ষির ন্যায় অর্দ্ধ শাস্ত্র জানিয়া নিজকার্যে অসমর্থ হয় । ২০

চ্ছেদ্যাদিষ্মনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ  
কর্মসু । স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্য  
নৃপদোষতঃ ॥ ২১

চ্ছেদ্যাদি অর্থাৎ মনুষ্যদেহে শাস্ত্র সঞ্চালনে ও স্নেহাদি যথা যত তৈলাদি প্রয়োগ বিষয়ে যে অপারক সে কুবৈদ্য লোভবশতঃ লোকের প্রাণ নাশের কারণ হয়, ইহা প্রায় রাজদোষেই ঘটে । ২১

যন্তুতয়জ্ঞো মতিমান স সমর্থোভ  
সাধনে । আহবে কর্মনিবোধুঃ দ্বিচক্র  
স্যান্দনো যথা ॥ ২২

দ্বিচক্র রথের ন্যায় উভয়জ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয় \*সাধনে অর্থাৎ চিকিৎসা করণে ও ধনোপার্জনে সমর্থ । ২২

রোগমাদৌ পরীক্ষেত তদনন্তরমৌষধং ।

\* চিকিৎসা শাস্ত্র ও ঔষধাদি প্রস্তুত করণ ।



ততঃ কৰ্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূৰ্বং  
সমাচরেৎ ॥ ২৩

অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া পরে ঔষধ দিবে পশ্চাৎ  
রোগীর পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবেক । ২৩

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায়  
কম্পতো সচৈব ভিষজ্ঞাংশ্চেষ্ঠে। রোগেভ্যো  
যঃ প্রমোচয়েৎ ॥ ২৪

যিনি রোগ নিগারণ করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ  
চিকিৎসক এবং যাহাতেই রোগ আরোগ্য হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ  
ঔষধ । ২৪

আদৌ সৰ্ব্বেষু রোগেষু নাড়ী চিহ্নাচ  
মূত্রকং । পরীক্ষেত ভিষগ্নৃণাং পশ্চা-  
দ্রোগং চিকিৎসতে ॥ ২৫

প্রায় সকল রোগের প্রথমেই নাড়ী, জিহ্বা ও মূত্র পরীক্ষা  
করিয়া পরে রোগের চিকিৎসা করা উচিত । ২৫

দর্শনং স্পর্শনং প্রস্নং ব্যাধিজ্ঞানং ত্রিধা-  
যতং । দর্শনে মূত্র জিহ্বাদৌ স্পর্শনে  
নাড়ীকাদিভিঃ ॥ ২৬

রোগ নির্ণয়ের তিন উপায় আছে যথা দর্শন, স্পর্শন

ও প্রাণ । মল, মূত্র, জিহ্বাদি দর্শন এবং নাড়ী প্রভৃতি স্পর্শন করিবে । ২৬

যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণাঃ যাবন্নাস্তি নিরিন-  
দ্রিয়ং । তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্য কালস্য  
কুটিলগতি । ২৭

যে পর্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিবে ও ইন্দ্রিয়াদি অবশ্য না  
হইবে, মৃত্যুর বক্রগতির নিমিত্ত তদবধি চিকিৎসা করা  
অত্যাৱশ্যক । ২৭

অথাতো নাড়ী পরীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অর্থাৎ নাড়ী পরীক্ষা ।

ত্বচ সূক্ষ্মাদি ভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচ-  
ক্ষণৈঃ । স্বর্গেপি দুর্লভা বিদ্যা গোপনীয়  
প্রযত্নতঃ ॥ ২৮

বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা স্বক্ষ্মানুরূপে বিবেচনা করিয়া  
নাড়ী পরীক্ষা করিবেন যেহেতু এই বিদ্যা স্বর্গেতেও দুর্লভ  
ও অত্যন্ত গোপনীয় । ২৮

সার্দ্ধৈত্রিকোট্যা নড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ

দেহিনাং । নাভিকন্দ নিবন্ধান্তা স্থিৰ্য্য-  
গুৰ্দ্ধ মধঃস্থিতাঃ ॥ ২৯

মনুষ্য দেহে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে স্থূল হৃক্ষ এবং  
নাভিমূলনিবন্ধা সেই সকল নাড়ী, বক্র, উৰ্দ্ধ ও অধ-  
স্থিতা । ২৯

তৰ্পয়ন্তি রুসৈর্দেহং নদ্যন্তোন্নৈরিবার্ণবং ।  
দ্বাসপ্ততি সহস্রন্ত তাসাং স্থূলাঃ প্রকী-  
ৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩০

নদী সকল যেমন জলদ্বারা সমুদ্রকে তৃপ্ত করে, সেইরূপ  
নাড়ী সকল রসদ্বারা দেহকে তৃপ্ত করিতেছে তন্মধ্যে এক  
হাজার বাওয়াস্তর নাড়ী স্থূলা । ৩০

দেহেধমন্যো ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণা  
বহাঃ । নাভিকন্দ স্থিতাস্তান্ত নাভৌ  
চক্রে প্রবেক্ষিতাঃ ॥ ৩১

ধমনী সকল দেহ মধ্যে ধন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় গুণ বহন করে  
অর্থাৎ রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, বহন করে নাভিমূলস্থিতা  
ও নাভিচক্রে প্রকৃতরূপে বেষ্টিত । ৩১

তাসাঞ্চ সূক্ষ্মশুষ্কিরাণি শতানি শপ্তমুস্তা  
নিয়ৈরসরূদগ্নরসং বহুভিঃ । আপ্যায়্যতে  
বপুৰিদংহি নৃণামমীষামন্তুঃ অবন্তিরিব  
সিদ্ধুশািতৈঃ সমুদ্রঃ ॥ ৩২

জল স্রবণী শত নদীর দ্বারা সমুদ্র যেরূপ তৃপ্ত হয় সেই-  
রূপ নাড়ীগণ সূক্ষ্ম শতছিদ্র ও সপ্ত শত নির্মল যে সকল ছিদ্র  
বারম্বার অন্নরস বহন করে তাহাতেই মনুষ্যদেহের স্বাস্থ্যতা  
সম্পন্ন হয় । ৩২-

ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুমাচ সরস্বতী ।  
গাঙ্কারী হস্তী জিহ্বাচ কুপূষাচ যশস্বিনী ॥  
চাৰ্ণাণালম্বুষা বিশ্বা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ।  
এতা প্রাণবহা নাড়্যো জীবকোষে প্রতি-  
ষ্ঠিতা ॥ ৩৩

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা, গাঙ্কারী, হস্তীজিহ্বা, কুপূষা,  
যশস্বিনী, চাৰ্ণাণা, অলাম্বুষা বিশ্বা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী  
এই চতুর্দশ প্রাণবহা নাড়ী । ৩৩

ত্রিংশক্স্ত প্রমাণাত্ত্ব বিশোধরী দ্বয়াধিকা ।  
একহস্ত প্রমাণস্যাৎ কণ্ঠদেশস্য নাড়িকা ॥ ৩৪

বিশোধরী নাম্নী নাড়ী অর্থাৎ অল্প বত্রিশ হস্ত প্রমাণ উহা  
মনুষ্যদের উদর মধ্যে থাকে, আর কণ্ঠ প্রদেশের নাড়ী এক  
হস্ত প্রমাণ । ৩৪

দশহস্তান্ততঃ পশ্চাদাশায়া প্রকী-  
র্তিতা । পচ্যমানাশয়াজ্জৈয়া দশ হস্তা-  
ন্ততঃ পরং ॥ ৩৫

আমাশয় ও পকাশয় স্থিত পচ্যমানা নাড়ী দশহস্ত  
পরিমাণ । ৩৫

পকাশয়া ততঃ পশ্চাৎ দশ হস্তা প্রকী-  
র্তিতা । একহস্তা গৃহদেশে শঙ্খাবর্তা  
তু নাড়িকাঃ ॥ ৩৬

তৎ পশ্চাৎ পকাশয়স্থিতা দশ হস্ত প্রমাণ নাড়ী এক  
হস্ত প্রমাণ গৃহদেশের নাড়ী শঙ্খাবর্তের ন্যায় অর্থাৎ  
শঙ্খের বেড়ের ন্যায় কণ্ঠদেশে হইতে এক হাত আমাশয় পর্য্যন্ত  
এই আমাশয় নাড়ী দশহাত তাহা হইতে পচ্যমান অর্থাৎ  
পচ্যমানাক্রমে যোগ আছে । ৩৬

ভুক্ত মানাশয়ে তিষ্ঠেৎ পচ্যমানাশয়ে  
পচেৎ । পকং পকাশয়ে তিষ্ঠেৎ বহি  
পকাশয়োপরিঃ ॥ ৩৭

ভুক্তাহার আমাশয়ে স্থিতি করে পচ্যমানাশয়ে পক হয়  
পক পকাশয়ে থাকে পকাশয়োপরি বহি আছে । ৩৭

পচ্যমানাশয়ে পকং মলঃ পকাশয়ে  
ব্রজেৎ । রসভুক্তা দিকানাঞ্চ নাভি নাড্যা  
কলেবরং ॥ সকলং যাতি মারুতানীয  
মানঃ সমাত্রয়া ॥ ৩৮

পচ্যমানাশয়ের পকমল পকাশয়ে গমন করে, আহারা-

দির রস নাভিনাড়ীর দ্বারা নাক্ত কৰ্ত্ত্বক ব্যাপ্ত হইয়া সকল  
শরীরে যায় । ৩৮

নাভিস্ত কূর্মরূপঃ স্যাৎমহানাড্যপান্দ-  
বেৎ । ৮ চতস্রঃ পৃষ্ঠদেশেষুশ্চ তস্রঃ  
ক্রোড়দেশতঃ ॥ ৩৯

কূর্ম রূপ অর্থাৎ কচ্ছপ রূপ নাড়ী হইয়াছে, মহানাড়ী  
অষ্ট পদ তাহার হয় পৃষ্ঠস্থানে চতুর্ ক্রোড় দেশে চতুর্ । ৩৯

দ্বৈ দ্বৈ উদ্ধমধশ্চাপি নাড়িকে অন্ত  
গামিনী । উদ্ধগা গলদেশেতু ক্লিপল বা  
প্রকীর্তিতা ॥ ৪০

দুই দুই করিয়া উদ্ধ অধোগামিনী মধ্যগামিনী গলদেশে  
উদ্ধ গামিনী দুই নাড়ী পল্লব বিশিষ্ট। জানিহ ॥ ৪০

তদেকাগলতঃ পঞ্চপল্লবা নাড়িকা  
স্মৃতা । চক্ষু য় নাসিকারন্ধ্রে জিহ্বোষ্ঠে  
শ্রবণেহধরে । ৪১

পঞ্চ পল্লব যুক্ত। গলদেশে, চক্ষুতে, নাসিকারন্ধ্রে, জিহ্বাতে,  
কর্ণেতে ও অধরে এক নাড়ী আছে । জীব কোষস্থিত এই  
চতুর্দশ নাড়ী প্রাণকে বহন করে । ৪১

তাসাং তিস্রঃ প্রধানাস্ত তিস্রধেকোত্তমা

মতা । ইড়াচ পিঙ্গলাচৈব সুষুমাচ তৃতী-  
 শ্বকা ॥ ৪২

এই তিন নাড়ীর মধ্যে উক্তনাই প্রধান। এবং ইড়া পিঙ্গলাও  
 সুষুমা এই তিনের মধ্যে সুষুমা প্রধান। ৪২

তত্রৈকা বামতো যাতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে  
 তথা । মধ্যে বায়ু পথঃ বিদ্যাঃ ত্রিভি-  
 স্তল্যাঃ গতাগতঃ ॥ ৪৩

তাহাতে এক নাড়ী বামে গমন করে, দ্বিতীয় দক্ষিণে  
 যায় ও মধ্যে তৃতীয় গমনাগমন করে। এই তিনের বায়ু পথে  
 গমনাগমন আছে। ৪৩

চন্দ্র সূর্য্য মরুচৈব ত্রয়ন্তি স্ধবস্থিতাঃ ।  
 সত্ব ব্রজ স্তমশ্চৈব রাত্র্যহঃ কাল এবচ ॥ ৪৪

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই তিন তিনেতে অবস্থিত এবং সত্ব  
 ব্রজস্তম এই তিন স্থিত আর রাত্রি দিবাও কালস্থিত। ৪৪

ইড়াদোষ ময়ী প্রক্কা পিঙ্গলা বহ্নিকপিণী।  
 বায়ুগ্নেয়ী সুষুমাচ ব্রহ্মদ্বার পথানুগাঃ ॥ ৪৫

ইড়া দোষ বিশিষ্টা, পিঙ্গলা অগ্নিরূপ বিশিষ্টা, সুষুমা  
 বায়ু ও অগ্নি বিশিষ্টা এবং ব্রহ্মদ্বারের পথানুগামিনী। ৪৫।

পদ্মকোষ প্রতীকাশং শুবিরৈশ্চ বিভূ-  
ষিতং । হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াং বিশ্বস্যায়  
তনং হিতং ॥ ৪৬ ॥

হৃদয় পদ্মকোষের ন্যায় ছিদ্রেতে বিভূষিত সেই হৃদয়  
বিশ্বের আয়তন ও প্রধান স্থান । ৪৬

কচিচ্চক্রঞ্চ কোষঞ্চ কচিজ্জীব গৃহংস্থিতং ।  
অস্মিংশ্চক্রে স্থিতো জীবঃ পুণ্য পুণ্য  
প্রদেশিতা ॥ ৪৭ ॥

জীবের গৃহে স্থিতি কোন স্থান চক্রাকার ও কোন স্থান  
কোষাকার অর্থাৎ গৃহাকার এই চক্রে পুণ্যপুণ্য আদেশিত,  
ইহাতেই জীবের পুণ্যপুণ্য কর্তৃত্ব হয় । ৪৭

প্রাণানি সমাকৃঢ় দেহে ভ্রমতি সর্বদা ।  
তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থা যথা প্রমতি লতিকা ॥ ৪৮ ॥

নাকড়সা যেমন নিঃ জালের মধ্যে ভ্রমণ করে সেই প্রকার  
জীব প্রাণ সকলকে আরোহণ করিয়া দেহে সর্বদা ভ্রমণ  
করে । ৪৮

নাভিরোজো গুদং সূত্রং শোণিতং শঙ্খ-  
কোতথা । মূর্দ্ধাংশকাণ্ড হৃদয়ং প্রাণস্য-  
য়তনং দশঃ ॥ ৪৯ ॥



ওজ, নাতি, গুহ্বার, শুক্র, শোণিত, শঙ্খকর, মস্তক,  
ভূজোপরিভাগ ও হৃদয় প্রাণের এই দশ স্থান । ৪৯ .

আকুঞ্চন করীথ্যাতা এবং পৃষ্ঠাৎ প্রসা-  
রিণী । তদেকা স্কন্ধদেশেতু হস্তগা পঞ্চ  
পল্লবা ॥ ৫০

পৃষ্ঠদেশের নাড়ী সঙ্কোচন কারিণী এবং প্রসারণ কা-  
রিণী তাহার এক নাড়ী স্কন্ধদেশে হইতে হস্তগত। পঞ্চ  
পল্লব বিশিষ্ট। ৫০

অঙ্গুলীক্রোড়গা সৈব আকুঞ্চন করী  
স্মৃতা । এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্যা প্রসারণ  
কারী স্মৃতা ॥ ৫১

সেই নাড়ী অঙ্গুলি ক্রোড়স্থিত। আকুঞ্চনকারিণী পৃষ্ঠ  
হইতে আসিয়া প্রসারণকারী হয় অর্থাৎ সঙ্কুচিত ও  
প্রসারিত হয় । ৫১

অধোগা উরুসন্ধ্যানাডিকা পঞ্চপল্লবা ।  
পদাঙ্গুল গতাসৈব আকুঞ্চনকরীস্মৃতা ॥ ৫২

অধোগত। উরুসন্ধির মধ্যে ও পদের অঙ্গুলিতে পঞ্চ  
ডালাবিশিষ্ট। এক নাড়ী গিয়াছে তাহাতেই অঙ্গুলি আকুঞ্চন  
কারী হয় । ৫২

কূর্ম্যস্য নবম পাদো লিঙ্গ নাড়ীতি কীৰ্ত্ত-  
তে । মূত্রশুক্র বহেন্নাড়্যো তস্য পল্লবত  
পুনঃ ॥ ৫৩

কূর্মের নবম পদে লিঙ্গনাড়ী তার পল্লবেতে মূত্র ও  
শুক্রবহা দুইটী নাড়ী আছে । ৫৩

শকগ্রহা শ্রুতৌ নাড়ী রূপগ্রহাচ লো-  
চনে । গন্ধগ্রহা নাসিকায়াম্ রসনায়াম্  
রসবহা ॥ ৫৪

কর্ণের নাড়ীতে শকগ্রহণ, নেত্র নাড়ীতে রূপগ্রহণ, নাসা  
নাড়ীতে গন্ধগ্রহণ ও জিহ্বা নাড়ীতে রসগ্রহণ হয় । ৫৪

এবং ত্বচস্পর্শবহা শক্কক্কৃ দয়াম্মুখে ।  
মনোবুদ্ধাদিকং সর্বং হৃদয়েষু প্রতি-  
ষ্ঠিতা ॥ ৫৫

হৃদয় হইতে মুখে শক্ক করে আর মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি  
হৃদয়ে অধিষ্ঠিত । ৫৫

তির্য্যক কূর্ম্মোদেহিনাং নাতিদেশে বামে  
বক্ত্রুং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে । উক্ক'ভাগে  
হস্ত পাদৌচ বামৌ তস্যাদিস্তাং সংস্থিতৌ  
দক্ষিণৌ তৌ ॥ ৫৬

বক্ররূপ কূর্মদেহীদিগের নাভিদেশস্থিত, তাহার বামে মুখ, দক্ষিণেতে পুচ্ছ, উর্দ্ধভাগে হস্ত ও বাম পদ তাহার অধ-  
ভাগে দক্ষিণ হস্ত ও পদ । ৫৬

বক্তে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ী দ্বয়-  
স্তথা । পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম  
দক্ষিণ ভাগয়ো ॥ ৫৭

তাহার মুখে দুই, পুচ্ছে দুই, হাতে পাঁচ, পায়ে পাঁচ।  
বামে ও দক্ষিণে পাঁচ । ৫৭

সর্বোৎকৃষ্ট রোগবৃত্তিকুর্পরভাগ ভাজা, পী-  
ড্যাথ দক্ষিণ করাস্থূলিকাত্রয়েণ । অঙ্গুষ্ঠ-  
মূলমধিপশ্চিম ভাগমধ্যে নাড়ীংপ্রতঙ্গন  
গতিং সততং পরীক্ষেৎ ॥ ৫৮

নাড়ী পরীক্ষক বৈদ্য রোগ ধারণ করিয়া কপূর \*  
ভাগকে বামহস্ত দ্বারা পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-  
দ্বয় দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের পশ্চাত্তাগ বায়ুগতি বিশিষ্টা-  
নাড়ীকে সর্বদা পরীক্ষা করিবে । ৫৮

তৈনাত্যঙ্গেচ মুপ্তেচ তথাচ ভোজনান্তরে ।

---

\* অস্বাভাবিক শারীরিক পণ্ডিতের। রক্তের গতিকে  
( Circulation of the blood. ) কপূর ভাগ কহেন ।

তথা ন জায়তে নাড়ী যথা ছর্গতরা  
নদী ॥ ৫৯

তৈলাভ্যঞ্জে, নিদ্রাবস্থায় ও ভোজনান্তে নাড়ী দুর্গতরা নদীর  
ন্যায় বেগবতী হয় সুতরাং তৎকালে নাড়ী উত্তম পরীক্ষা  
করা যায় না । ৫৯

বামেভাগে ত্রিষা যোজ্যা নাড়ীপুংসস্ত  
দক্ষিণে ! ইতি প্রোক্ত অগস্তেন সর্বদে-  
হেষু দেহিনাং ॥ ৬০

অগস্ত মুনি নিজসংহিতায় বলিয়াছেন যে দেহীদিগের হস্ত  
পরীক্ষা করিবে, যথা পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীদিগের বাম । ৬০

পরীক্ষেত ত্রিষা বামং পুরুষস্য চ দ-  
ক্ষিণং । উভয়ং উভলিঙ্গস্য অগস্তেন  
উদাহৃতং ॥ ৬১

\* স্ত্রীর বাম, পুরুষের দক্ষিণ ও ক্রীবের দুই হাত  
পরীক্ষা করিবে । ইহাই অগস্ত মুনি কর্তৃক আদৃত হইয়াছে । ৬১

অক্লুষ্ঠস্য ভূমৌ যা ধমনী জীবসাক্ষিণী ।  
তস্যাগতিবশা বিদ্যাং সুখং দুঃখঞ্চ দে-  
হিনং ॥ ৬২

---

\* ইংরাজি মতে স্ত্রী পুরুষের হস্ত দেখিবার কিছু বিশেষ  
নিয়ম নাই তাঁহাদের মতে উভয় হস্তই দর্শন করা যায় ।

বৃক্ষাঙ্গুলির মূলে যে নাড়ী আছে তাহা জীবসঞ্চারিণী  
তাহার গতিহেতু রোগীদিগের সুখ ও দুঃখ জানা যায় । ৬২

স্নায়ুনাড়ীবশা হিংস্রা ধমনী ধামনীধরা ।  
তন্তুকী জীবিতজ্ঞাচ শিরা পর্য্যায়  
বাচকা ॥ ৬৩

স্নায়ুনাড়ী, বশা, হিংস্রা, ধমনী, ধামনী, ধরা, তন্তুকী ও  
শিরা এই সকল নাড়ীর নাম । ৬৩

আদৌচ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তস্তথৈ  
বচ । অস্তেচ বহতে শ্লেষ্মা নাড়ীকাত্রয়  
লক্ষণং ॥ ৬৪

নাড়ী পরীক্ষার এই তিন উপায় ; যথা আদিতে, অঙ্গুল  
মূলে বায়ু, মধ্যে পিত্ত ও অস্তে শ্লেষ্মা বহিয়া থাকে । ৬৪

বাতাধিকা বহে মধ্য ত্বগ্রে বহতি পি-  
ত্তলা । অস্তেচ বহতে শ্লেষ্মা মিশ্রিতে  
মিশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৬৫

কেহ কেহ কহেন বাতাধিক্য নাড়ী মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে  
অগ্রে তর্জ্জনীতে পিত্ত, অনাঘিকাতে শ্লেষ্মা মিশ্রিতে মিশ্রিত  
বহিয়া থাকে । ৬৫

আদৌচ বহতে পিত্তং মধ্যে শ্লেষ্মা ত-  
থৈবচ । অস্তে প্রতপ্তন জেয়ঃ সর্বশা-  
স্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ৬৬

সর্ব শাস্ত্ররিৎ পণ্ডিতেরা জানিয়াছিলেন যে অগ্নে পিত্ত  
মধ্যে শ্লেষ্মা ও অস্তে বায়ু বহিয়া থাকে । ৬৬

পিত্তশ্লেষ্মাগতির্নাস্তি বাতঃস্যাৎগমনে  
গতিঃ । তস্যাভ্বগ্নে বহেদ্বায়ুঃ জলৌকা  
বক্রগা যথা ॥ ৬৭

পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি নাই বায়ুর গতিতে গমন করে,  
অগ্নে বায়ুর গতির নিমিত্ত, পশ্চাৎ পিত্ত ও শ্লেষ্মা ক্রমশঃ  
পৃষ্ঠ হইতে গমন করে । বায়ুর গতি স্বাভাবিক প্রবল কিন্তু  
পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সাহায্য নিমিত্ত অগ্নেই জলৌকার ন্যায়  
বক্রভাবে গমন করে । ৬৭

তুণ পুরঃসরং কৃৎস্না যথা বাতোবহেদ্বলী ।  
শেষস্থং তুণমাদায় পৃথিব্যাং বক্রগোযথা ॥ ৬৮

বলবান বায়ু যেমন তুণকে অগ্রসর করিয়া বহে এবং  
পশ্চাৎ স্থিত তুণকে লইয়া যে প্রকারে পৃথিবীতে গমন  
করে । ৬৮

তথামধ্যগতো বায়ুঃকৃৎস্না পিত্ত পুরঃসরং ।  
শেষস্থং তুণমাদায় নাভ্যাং বহতি সর্বদা ॥ ৬৯

সেই প্রকার বায়ু পিত্তকে পুরঃসর করিয়া শেষস্থ কফ গ্রহণ করতঃ মধ্যগত হইয়া সর্বদা নাড়ী বহে । ৬৯

অতো বায়োরগ্রত্বাৎ পিত্তস্য চঞ্চলা গতি  
ভবতি, বায়ু পিষ্ঠত্বাৎ কফস্য মন্দগতি-  
ভবতি ॥ ৭০

সুতরাং বায়ুর অগ্রত্বহেতু পিত্তের চঞ্চল গতি হয়। ঐ প্রকার বায়ুর পৃষ্ঠত্ব হেতু কফের মন্দগতি হয় অর্থাৎ ভূগাদি যেমন বায়ুর পশ্চাতে মন্দ মন্দ ভাবে যায় তদ্রূপ বায়ুর অগ্রপশ্চাৎ গমনের নিমিত্ত পিত্ত ও কফের গমন হয় । ৭০

পিত্ত পঙ্কু কফপঙ্কু পঙ্গবোমল ধাতবঃ।  
বায়ুনা তত্র নিয়ন্তে যত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ ॥ ৭১

যেমন মেঘ সমূহ বায়ুরদ্বারা প্রবল হইয়া বরিষণ করে, তদ্রূপ পিত্ত, কফ, মল ও ধাতু ইহাদের গতি শক্তি নাই কেবল বায়ু ইহাদের অন্তে যায় বলিয়াই ইহাদের গতি হয় । ৭১

ভুলতা ভূজগপ্রায়। স্বচ্ছা স্বাস্থ্যাময়ী  
নাড়ী । সুস্থিতস্য স্থিতা জ্বেয়া তথা  
বলবতী মতা ॥ ৭২

সুস্থ লোকের এইরূপ নাড়ী থাকে যথা কঞ্চুলকের ন্যায় গতি সর্পের গতি, নির্মলা বলবতী ও স্থিতা ইত্যাদি গতি হয় । ৭২

প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতা-  
স্থিতা । সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরাদ্রোণ  
বিবর্জিতা ॥ ৭৩

বহুকাল রোগবর্জিতা নাড়ীর ন্যায় এই প্রকার গতি  
হয় যথা—প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণ ও সায়াহ্নে  
ধাবমানা হয় । ৭৩

বাতাধ্বজ গতানাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী ।  
স্থিরা শ্লেষ্মাবলা নাড়ী মিশ্রিতে মিশ্রিতা  
ভবেৎ ॥ ৭৪

বাত হইতে নাড়ীর বক্র, পিত্ত প্রধান নাড়ী চঞ্চলা, শ্লেষ্মা  
ধিকা নাড়ী স্থিরা, উভয়ে মিলিত হইলে মিশ্র লক্ষণ ও সমস্ত  
মিশ্রিতা হইলে সাকুল্যা লক্ষণা হয় । ৭৪

কুটিল কুটিলারম্ভা তরতি কুটীলাংগতিং ।  
বাতাশ্লিকা গতিং ধত্তে জলৌকাসর্পয়ো-  
রিব ॥ ৭৫

কুটীলা ও ত্বরান্বিতা নাড়ীর কুটীলা গতি হয়. জলৌকা  
অথবা সর্পের ন্যায় বাতাশ্লিকা নাড়ীর গতি হয় । ৭৫

দাহং দধাতি সর্বান্তে বিশেষং হস্ত



পাদয়োঃ । পিত্তপ্রকোপে সা নাড়ী  
কাকনণ্ডকয়োরিব ॥ ৭৬

সর্মাঙ্গে দাহ বিশেষ হস্ত পদে অধিক দাহ হয়. পিত্ত  
প্রকোপে নাড়ীর গতি কাক ও ভেকের ন্যায় হয় । ৭৬

রাজহংস ময়ূরাণাং পারাবত কপো-  
তয়োঃ । কুক্কুটাদি গতিংধত্তে ধমনী  
কফসংবৃত্তা ॥ ৭৭

রাজহংস, ময়ূর, পারাবত ও কুক্কুটাদি গতির ন্যায় কফ  
সংবৃত্তা নাড়ীর গতি হয় । ৭৭

মুহুঃসর্প গতিংনাড়ীং মুহুর্ভেক গতিস্তথা ।  
বাতপিত্তদ্বয়োদ্যুতাং ভাষন্তে তদ্বিদো-  
জনাঃ ॥ ৭৮

বারম্বার সর্পগতি অথবা বারম্বার ভেকগতি নাড়ীকে  
নাড়ীজ্ঞ পণ্ডিতেরা বায়ু পিত্তাধিক্য কহেন । ৭৮

ভূজগাদি গতিস্থানাং রাজহংস গতে-  
ধরাং । বাতশ্লেষ্মদ্বয়োদ্যুতাং ভাষন্তে  
তদ্বিদোজনাঃ । ৭৯

সর্পাদি গতি স্থিতা নাড়ী ও রাজহংস গতি নাড়ীকে নাড়ী-  
জ্ঞাতা পণ্ডিতেরা বাতশ্লেষ্মাধিক্য কহেন । ৭৯

মণ্ডুকাদি গতিং নাড়ীং নয়ূরাদি গতিং  
তথা । পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি  
মহাধিয়ঃ ॥ ৮০

ভেকগতি ও নয়ূরাদি গতি ধারিণী নাড়ীকে পিত্তশ্লেষ্মা-  
ধিকা কহে । ৮০

লাবতিস্তিরিবার্তাক গমনং সন্নিপাততঃ ।  
কদাচিৎসন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগাতবেৎ ॥ ৮১

লাব পক্ষী, তিস্তির পক্ষী ও বার্তাক পক্ষীর ন্যায় সন্নি-  
পাতিক নাড়ীর গতি হয় । ৮১

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং  
ব্যাকুলম্ভা । স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী  
যাতিনাশঞ্চ সূক্ষ্মা ॥ ৮২

সন্নিপাত বিকারে নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ গতি বিশিষ্টা  
হয়, শিথিলাগতি, ব্যাকুলাগতি ও কখন কখন সূক্ষ্মা হইয়া  
নাশ হয় । ৮২

নিত্যস্থানাং স্থলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সং-  
স্পৃশেদ্বা । ভাবৈরেবং বহুবিধ বিধৈঃ  
সন্নিপাতাদসাধ্যা ॥ ৮৩

নিত্যস্থান অর্থাৎ যগিবদ্ধস্থান হইতে স্থানান্তরিত হয় পুনরবার  
অঙ্গুলিকে স্পর্শন করে এবম্প্রকার বিবিধ ভাবদ্বারা সন্নিপাত  
অসাধ্য হইয়া উঠে । ৮৩

যাত্যুচ্চা চ স্থিরাত্যন্তং যাচেয়ং মাংস  
বাহিনী । যাচসৃক্ষাচ বক্রাচ তামসাধ্যাং  
বিহ্বরুধাঃ ॥ ৮৪

যে নাড়ী অত্যন্ত উচ্চ অথচ স্থিরা, মাংসবাহিনী, সৃক্ষা  
ও বক্রা পশ্চিমে তাই সেই নাড়ীকে অসাধ্য জানেন । ৮৪

দাহাতাপে শীতলত্বং শীতত্বে তাপিতা  
নাড়ী । নানাবিধ গতির্যস্য তস্য মৃত্যু  
র্নসংশয়ঃ ॥ ৮৫

অতিদাহে নাড়ী শীতল ও শীতল নাড়ী যাহার উষ্ণ হয়  
অথবা নানাবিধ গতি হয় তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয় । ৮৫

ত্রিদোষে স্পন্দতে নাড়ী মৃত্যুকালেপি  
নিশ্চলা । জেয়া সর্ববিকারেষু বৈদ্যঃ  
কুশল কর্ম্মতিঃ ॥ ৮৬

চিকিৎসা নিপুণ বৈদ্য জানিয়াছেন যে ত্রিদোষ  
দিকারে নাড়ী স্পন্দন বিশিষ্ট হয়, মৃত্যুকালে সর্ব প্রকার  
বিকারে নিশ্চলা হয় । ৮৬

পূর্বং পিত্তগতিং প্রতঙ্কন গতিং শ্লেষ্মা-  
ণমাবিত্রতীং । সন্তানভ্রমণং মুহূর্বিদধতীং  
চক্রাদ্যাকৃঢ়ামিব ॥ ৮৭

নাড়ী প্রথম পিত্তগতি, পরে বায়ু গতি, তৎপশ্চাৎ শ্লেষ্মা  
গতি বিশিষ্ট। চক্রাদি আকৃঢ়ের ন্যায় বারম্বার বিস্তার ভ্রমণ  
বিধারণ করে । ৮৭

তীব্রত্বং দধতীং কলাপিগতিকাম্ সূক্ষ্ম-  
ত্বমাতষতীং । নোসাধ্যাত্ ধমনীং বদন্তি ।  
সুধিয়ো নাড়ীগতি জ্ঞানিনঃ । ৮৮

কখন কখন খরতর গতি ধারণ করে। অল্প অথচ সর্প-  
গতি সূক্ষ্ম প্রাপ্ত। নাড়ীকে নাড়ীর গতিজ্ঞ পণ্ডিতের। অসাধ্য  
কহেন । ৮৮

ভূলতা ভুজগাকারা নাড়ীদেহস্য সংক্র-  
মাৎ । বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি নাসান্তে  
মরণং ভবেৎ ॥ ৮৯

কঙ্কালিকার ন্যায় অথবা সর্পাকার গতি নাড়ীদেহ ও  
যাহার দেহ ক্রমেতে বিশীর্ণ হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়  
তাহার মৃত্যু হয় । ৮৯

ক্ষণাদগচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে

কণাৎ । সপ্তাহান্নরণং তস্য বদ্যঙ্গে  
শোথ বর্জিতঃ ॥ ৯০

যাহার নাড়ী কণে বেগ ও কণে স্থির থাকে আর যদি তাহার  
অঙ্গে শোথ না থাকে তাহা হইলে এক সপ্তাহে মৃত্যু হইবে । ৯০

হিমবদ্বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাং ।  
ত্রৈদোষস্পর্শভজতাং তদা মৃত্যুর্দিন  
প্রয়াৎ ॥ ৯১

যাহার নাড়ী জ্বরদাহে তাপিত, হিম বিশিষ্টল্লানাও যদি  
ত্রৈদোষিক হয় তাহার তিন দিবস পরে মৃত্যু হইবে । ৯১

নিরীক্ষ্য দক্ষিণে পাদে তথাচৈষা বিশে-  
ষতঃ । মুখেনাড়ী বহেন্নিত্যং ততো  
দিনচতুর্থ্যকং ॥ ৯২

যাহার দক্ষিণ পদে এক নাড়ী ও মুখেতে নাড়ী নিত্য বহে  
তাহার চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হইবে । ৯২

গতিস্তু ভ্রমরস্যৈব বহেদেক দিনেনতু ।  
কক্কেন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্নগতি চা-  
ঙ্গুলৌ । মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যু  
ভবতি নিশ্চিতং ॥ ৯৩

যাহার ভ্রমরের ন্যায় গতি বিশিষ্ট নাড়ী অবচ্ছেদে দিন  
ব্যাপক গতি ধারণ করে অর্থাৎ কক্কেতে নিত্য স্পন্দন হয়

ও পুনর্বার অঙ্গুলি দ্বয়ে গমন করে তাহার দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইবে । ১৩

স্থিরা নাড়ী মুখে যস্য. বিদ্যুজ্জ্যোতি-  
রিবেক্ষতে । দিনৈকং জীবিতং তস্য  
দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবং ॥

যে ব্যক্তির মুখেতে নাড়ী থাকিয়া বিদ্যুতের প্রভাব ন্যায়  
লোকে দেখে সে একদিন বাঁচিয়া দ্বিতীয় দিনে মরিবে । ১৪

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদাবহতিবানবা ।  
জ্বালাচ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধি-  
স্থিতেঃ ॥ ১৫

যখন নাড়ী স্বীয় স্থানচ্যুতা হইয়া বহে অথবা বহেনা  
হৃদয়ে অতিশয় জ্বালা হয় সেই জ্বালা স্থিতি পর্যন্ত জীবন  
থাকে । ১৫

অঙ্গুষ্ঠ মূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলাদ্ যদি না-  
ড়িকা । প্রহরাদ্ধৈ তবেন্মৃত্যু জ্ঞানীয়াচ্চ  
বিচক্ষণঃ ॥ ১৬

যাহার অঙ্গুষ্ঠ মূলের বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে অর্থাৎ মধ্যমা অনা-  
মিকাতে যদি নাড়ী বহে বিচক্ষণ ব্যক্তির। তাহার অর্দ্ধ প্রহরে  
মৃত্যু জানেন । ১৬

সার্কধয়াঙ্গুলাবাহ্যে যদি তিষ্ঠ্যতি না-

ড়িকা । প্রহরে কাধহিমৃত্যুংজানী য়াচ্চ  
বিচক্ষণঃ ॥ ৯৭

যাহার অনানিকার অর্ধেকতে নাড়ী থাকে তাহার এক  
প্রহরে মৃত্যু হইবে । ৯৭

দ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহতে নাড়ী মধ্যে রেখা বহি-  
র্যদা । সার্কি প্রহরকা মৃত্যুর্জায়তে নাত্র  
সংশয়ঃ ॥ ৯৮

দুই অঙ্গুলির বাহ্যেতে নাড়ীর মধ্যেতে ও কখন বাহ্যেতে  
রেখা হয় তাহার অর্ধ প্রহরের সময় মৃত্যু হয় । ৯৮

মধ্যে রেখা সমা নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নি-  
শ্চলা । ষড়্ভিষ্চ প্রহরৈস্তস্য মৃত্যুজ্জৈয়ো  
বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯৯

অঙ্গুলির মধ্যেতে রেখা সমান যাহার নাড়ী নিশ্চলা  
থাকে বিজ্ঞেরা জানেন যে তাহার ছয় প্রহরের মধ্যে মৃত্যু  
হইবে । ৯৯

পাদাঙ্গুল গতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছ-  
তি । ত্রিভিষ্চ দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন  
সংশয়ঃ ॥ ১০০

যাহার অঙ্গুলিপাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী চঞ্চলা হইয়া  
গমন করে তাহার তিন দিবসে মৃত্যু হয় । ১০০

পাদাঙ্গুল গতা নাড়ী কোষা বেগবতী  
তবেৎ । চতুর্তির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন  
সংশয়ঃ ॥ ১০১

যাহার অঙ্গুলির পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী ঈষদুষ্ণ বেগ-  
বিশিষ্ট হয় চতুর্থ দিবসে তাহার মৃত্যু হয় । ১০১

পাদাঙ্গুল গতানাড়ী মন্দং মন্দং যদা ত-  
বেৎ । পঞ্চতির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি  
নান্যথা ॥ ১০২

যদি অঙ্গুলির পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী মন্দ মন্দ গতি  
হয় পঞ্চম দিবসে মৃত্যুর অন্যথা হয় না । ১০২

দুর্বলে জ্বররোগেচ অতিসারে প্রবাহি-  
কে । দুর্বলা ক্ষীণদা নাড়ী প্রবলা প্রাণ-  
ঘাতিকা ॥ ১০৩

দুর্বল জ্বরে অতিসারে ও ওলাউচায় নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্বল  
গতি হয় সেই দুর্বল নাড়ী প্রবল হইলে প্রাণ ঘাতিকা  
হয় । ১০৩

ভারপ্রবাহ মূচ্ছা তয়শোক প্রমুখকারণ  
নাড়ী । সংমূচ্ছিতাপি গাঢ়ং পুমরপি সা  
জীবিতং ধত্তে । ১০৪

ভারবহন, কুস্তন, মূচ্ছা, তয়, ও শোকাদি কারণ হইতে



নাড়ী অতিশয় সংমূর্ছিত। শুভ্রের ন্যায় হয় ও পুরস্কার  
জীবিত ধারণ করে অর্থাৎ স্বাভাবিক গতি হয় । ১০৪

পতিতো সন্ধিতোভেদী নষ্ট শুক্রশ্চযো  
ভবেৎ । শাম্যতে বিন্ময়ন্তস্য নকিঞ্চিন্ম-  
ভ্যুকারণং । ১০৫

পতীত ব্যক্তির সন্ধিস্থানে সন্ধিস্থান ভেদবিশিষ্ট ব্যক্তি  
ও যে ব্যক্তির শুক্র নষ্ট হয়। গিয়াছে সে সমতা প্রাপ্ত হয়  
তার বিন্ময় নাই । ১০৫

তথা ভূতাতিসঙ্গেহি ত্রিদোষবদ্বিপ-  
স্থিতা । সমাঙ্গা বহতে নাড়ী তথা ন  
চক্রমঙ্গতা ॥ ১০৬

ভূতাতি সঙ্গতে \* ত্রিদোষের ন্যায় নাড়ী উপহিত হয়  
ও যেমন সমান অঙ্গ বহে তাদৃশ ক্রম প্রাপ্ত। নহে । ১০৬

অপমৃত্যুর্নরোগাশ্চ নাড়ীতং সন্নিপাতবৎ ।

বহুকালাগতারোগা সা নাড়ী ধীরগামিনী ॥ ১০৭

যাহাতে অপমৃত্যু হয় রোগ নহে সেই নাড়ী সন্নিপাত  
সদৃশ। রোগ বহুকাল গত হইলে সে নাড়ী ধীরগমন করে । ১০৭

স্বস্থানহীনাঃ শোকেচ হিমাক্রান্তেচ নি-  
র্গদাঃ । ভবন্তি নিশ্চল। নাড্যো নকিঞ্চিন্ত-  
ত্রদুষণং ১০৮

---

\* অর্থাৎ বিবিধ প্রকার ভয় পাইয়া বিকৃত্যচরণ করে ।

গৌকেতে নাড়ী সকল স্বকীয় স্থানচ্যুতা হিমাক্রান্তে  
নির্জাধি নিশ্চল হয় তাহাতে কিছু আশঙ্কা নাই । ১০৮

শ্লোকঃ বাতকফঃ দুষ্টিঃ পিত্তং বহতি  
দারুণং । পিত্তস্থানং বিজানীয়াৎ ভেষ-  
জস্তস্য কারয়েৎ ॥ ১০৯

যাহার বায়ু কফ অম্প দুষ্টি ও পিত্ত অত্যন্ত বহে  
তাহার পিত্ত ভরাধি জানিয়া ঔষধ দিবেক । ১০৯

স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ধমন্যা নোপজায়তে ।

তৎস্থ চিহ্নস্যসত্ত্বোপি নাসাধ্যত্বমিতিস্থিতিঃ ॥ ১১০

নাড়ী স্বস্থানে যে পর্যন্ত না হয় স্বীয় স্থানের চিহ্ন থা-  
কিলেও অসাধ্য হয় না । ১১০

যদাযং ধাতুমান্নোতি তদা নাড়ী তথা-  
গতিঃ । তথাহি মুখসাধ্যত্বং নাড়ী  
জ্ঞানেন বোধ্যতে ॥ ১১১

যেকালে নাড়ী যে ধাতু প্রাপ্ত হয় সেই কালে সেই প্রকার  
গতি হয় তাদৃশ মুখসাধ্যত্বে নাড়ী জ্ঞানের দ্বারা বুঝিবে । ১১১

পুষ্টিশৈলে গুড়াহারে মাষেচ লগুড়াকু-  
তিঃ । ক্ষীরেচ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভে-  
কবক্ষাতিঃ ॥ ১১২

তৈল ও গুড় আহারে নাড়ী পুষ্টি হয়, মাষকলাইতে লাঠীর

ন্যায়, দুক্ষে স্নিগ্ধ গতি কিম্বা মন্দ গতি ও মধুর দ্রব্যে তেকের  
ন্যায় গতি হয়। ১১২

মধুরে বর্হিগমনা তিস্তেস্যাৎ স্ফূলতাগতিঃ।

অম্নে কোম্পাশ্চবগতিঃ কটুকৈর্ভৃঙ্গ সন্নি-

তা ॥ ১১৩

মধুর দ্রব্য তক্ষণে নাড়ীর গতি মধুরাৎ, তিস্তেতে স্ফূল-  
গতি, অম্নেতে ঈষদুষ্ণ তেজগতি ও কটুতে ভূজঙ্গর সদৃশা গতি  
হয়। ১৩

কষায়ে কঠিনা স্নানা লবণে সরলা দ্রু-

তা। এবং দ্বিত্বি চতুর্থোণে নানা ধর্ম-

বতী ধরা ॥ ১৪

কষায় রসে কঠিনাগতি অথচ স্নানা, লবণেতে সরলা এবং  
দ্রুতগতি এই প্রকার দুই তিন চারি দ্রব্যযোগেতে নানা গতি  
ধারণ করে। ১৪

দ্রবেতি কঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনা-

শনে। দ্রব্য দ্রবস্য কাঠিন্যে কোমলা

কঠিনাপিচ ॥ ১১৫

দ্রবেতে অতি কঠিনা নাড়ী, কঠিনাশনে কোমলানাড়ী,  
দ্রবদ্রব্যেতে কাঠিন্যেতে কোমলা, উভয় গতি বিশিষ্টা  
হয়। ১১৫

অগ্নৈশ্চ মধুরৈশ্চৈব নাড়ী শীতা বিশেষ-  
যতঃ । চিপিটে ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা ম-  
ন্দতরা তবেৎ ॥ ১১৬

অন্নভক্ষণে ও মধুরান্নভক্ষণে নাড়ী শীতল হয়, চিঁড়া ও  
তাজাদ্রব্য ভক্ষণেতে নাড়ী স্থিরা এবং মন্দগতি হয় । ১১৬

কুশ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দাচ নাড়ীকা ।  
শাকৈশ্চ কদলৈশ্চৈব রক্তপূর্ণৈব নাড়ী-  
কা ॥ ১১৭

কুশ্মাণ্ডে ও মূল ভক্ষণে নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ হয় শাক  
ও কদলী খাইলে রক্তপূর্ণের ন্যায় হয় । ১১৭

মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুষ্কেশীতা বলী-  
য়সী । গুড়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা  
মন্দবহা তবেৎ ॥ ১১৮

মাংস ভক্ষণে নাড়ী স্থিরবহা হয়, দুষ্কে শীতলা ও বলবতী  
হয়, গুড়, ক্ষীর ও পিষ্টকে স্থিরা ও মন্দবহা হয় । ১১৮

গুড়রস্তু মাংসরস্তু শুষ্ক তীক্ষ্ণাদি ভোজ-  
নাৎ । বাত পিত্তাদি রূপেণ নাড়ী বহতি  
নিশ্চিতা ॥ ১১৯

শুভ্র, রক্তা, মাংস, রুক্ষ, শুষ্ক ও তীক্ষ্ণাদি দ্রব্য থাকিলে নাড়ী  
বাতপিত্ত পীড়ার ন্যায় বহে । ১১৯

প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে পুষ্টাশ্বি-  
তা । সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্ৰৌ রোগ  
বিবর্জিতা ॥ ১২০

বহুকাল রোগবর্জিত নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী,  
মধ্যাহ্নে উষ্ণা, সায়াংকালে বেগবতী ও রাত্ৰিতে রোগশূন্যা  
থাকে । ১২০

প্রকৃতিস্থাতু সা নাড়ী সদাজ্জয়া তিব-  
ধ্বরৈঃ । অঙ্গগ্রহণনাড়ীনাং ভবন্তি মন্থ-  
রপ্লবাঃ ॥ ১২১

প্রাতঃকোলাবধি যে নাড়ী নিয়মানুসারিণী গতিবিশিষ্টা  
হয় সেই নাড়ী প্রকৃতিস্থা হয়, অঙ্গগ্রহণ দ্বারা নাড়ী সকলের  
স্থূল। অথচ অঙ্গ গতি ও ভেকের ন্যায় গতি হয় । ১২১

প্লব প্রবলতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূতয়ে ।  
সান্নিপাতিকরূপেণ ভবন্তি সর্ববেদনা ॥ ১২২

জলপ্লাবী ও প্রবলত্ব প্রাপ্ত নাড়ী জ্বরদাহাভিভূত ও হয় সা-  
ন্নিপাতিক রূপদ্বারা সকল বেদনা বিশিষ্টা হয় । ১২২

জ্বরকোপেন ধমনী সোষণ বেগবতী

তবেৎ । রক্তোষ্ণ শীঘ্রগা নাড়ী জ্বরেচ  
চঞ্চলা তবেৎ ॥ ১২৩

রক্ত উষ্ণ হইলে নাড়ী শীঘ্র গতি হয়, জ্বররোগেও তক্রপ  
চলে, জ্বরকোপে নাড়ী উষ্ণতা ও বেগবতী হয় । ১২৩

জ্বরেচ বক্রং ধাবন্তী তথাচ মারুতপ্লবে ।  
রমণাস্তে নিশিপ্রাত ভবেৎতপ্ত শিখো-  
পমা ॥ ১২৪

জ্বরেতে নাড়ী বক্ররূপে ধাবমানা হয় আর বায়ুপ্লবে রম  
ণাস্তে রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে নাড়ী তপ্ত শিখার তুল্য  
হয় । ১২৪

দ্রুতাচ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রপিত্ত জ্বরে ত-  
বেৎ । শীঘ্রমাহননং নাড়ী কাঠিন্যা-  
চলতে তথা ॥ ১২৫

পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুতগতি, সরলা, দীর্ঘা ও শীঘ্র গতি  
হয়, কেহ কাহাকে হননার্থ যেমন জ্বরিত গমন করে সেইরূপ  
কাঠিন্য হইতে নাড়ী দ্রুত চলে । ১২৫

মলাজীর্ণেন নিতরাং স্পন্দনং পরিকীৰ্ত্তি-  
তং । নাড়ীতন্তু সমা মন্দা শীতলা শ্লে-  
ষদোষজা ॥ ১২৬

মলের অজীর্ণে নিয়ত নাড়ীর স্পন্দন হয় আর নাড়ীশ্লেষ্মা  
দোষ পূর্ণ হইলে সূতার ন্যায় মন্দগতি, ও শীতলা হয় । ১২৬

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা ।  
ঈষচ্চ দৃশ্যতে ভূষণা মন্দাস্যাৎ শ্লেষ্মাবা-  
তজা ॥ ১২৭

বাতপিত্ত সম্ভবা নাড়ী চঞ্চল ও তরলগতি স্থূলা ও কঠিনা  
হয় ও বাত শ্লেষ্মার নাড়ী অল্প উষ্ণা, ও মন্দগতি হয় । ১২৭

নিরন্তরং খরং রুদ্ধং মন্দ শ্লেষ্মাতিবা-  
তলং । রুদ্ধবাত ভবেত্তস্য নাড়ীস্যাৎ  
পিণ্ডসন্নিভা ॥ ১২৮

অল্প শ্লেষ্মাতে ও প্রবল বায়ুতে নাড়ী নিরন্তর খর ও রুদ্ধ  
বহে । রুদ্ধবায়ুতে নাড়ী পিণ্ডাকার হয় । ১২৮

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবা-  
তজা । স্থূলাচ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে  
তীব্রমাক্রতে ॥ ১২৯

স্বাভাবিক বায়ুতে নাড়ীর গতি স্থূক্ষ্মা, স্থিরা মন্দা হয় ।  
তীব্রমাক্রতে অর্থাৎ স্বভাবের বিপরিত বায়ুপ্রকোপে নাড়ী  
স্থূলা, অকোমলা ও দ্রুতগমনা হয় । ১২৯

মধ্যে করে বহেনাড়ী যদি সম্ভাপিতা

ঋবৎ । তদানূনং মনুষ্যাণাং রুধিরা  
পুৰিতা মলাৎ ॥ ১৩০

মধ্যমাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী সম্ভাপিতা হইয়া বহিতে থাকে  
তবে তাহার দুই রুধিরের কোপ হয় । ১৩০

ঐকাহিকে নৈবচ ন প্রদূরে ঋণাস্ত গামা বি-  
ষম জ্বরেণ । দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্থে  
গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ ॥ ১৩১

বিষম জ্বরে ও ঐকাহিক জ্বরে নাড়ী কোন স্থানে ঋণাস্ত  
গামী হয় অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্বগতি করে আর যে দ্বাহিক,  
ত্র্যাহিক, চতুর্থকজ্বরে নাড়ী তপ্তা হইয়া ক্রমেতে ভ্রমপ্রায়  
ভ্রমণ করে । ১৩১

ক্রোধজে সঙ্গলগাজ্জা সঙ্গা কামজে  
জ্বরে । উষ্ণাবেগ ধরানাড়ী জ্বরকোপে  
প্রজায়তে ॥ ১৩২

ক্রোধজজ্বরে কোন কোন সময়ে আবর্জিত দেহা নাড়ী  
অর্থাৎ শরীর ছাড়ার ন্যায় গতি করে কিন্তু কামজ জ্বরে যেন  
অন্য আর একটি নাড়ী যুক্তা হইয়া গতি করে ও বিষম জ্বরে  
নাড়ী উষ্ণ হইয়া শীঘ্র গমন বিশিষ্টা হয় । ১৩২

উদ্বিগক্রোধকামেযু ভয়চিন্তাশ্রমেষু চ ।



ভাবক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্য। বৈদ্য সত্ত-

মৈঃ ॥ ১৩৩

উদ্বিগ্ন অর্থাৎ কাম, বৈরাগ্য, ক্রোধ, ভয়, চিন্তা ও শ্রমেতে নাড়ীর ভাব ক্ষীণ হয় অর্থাৎ স্বভাবাবস্থা হইতে ক্ষীণ হইয়া গতি করে এই ক্ষীণতা কেবল কুশতা দ্বারা হয় । ১৩৩

অরেচ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গ। মন্দগামিনী।

অরে কামার্ভূকপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শি-

রাঃ ॥ ১৩৪

অরেতে স্ত্রীগমন করিলে নাড়ী ক্ষীণা অথচ মন্দ গমনা হয় এবং অরেতে কামাতুর হইলে নাড়ী ইতস্ততঃ চপলা হয় । ১৩৪

ব্যায়ামে ভ্রমণেচৈব চিন্তয়া ধনশোক-

তঃ । নানা প্রকারগমনং শিরা গচ্ছতি

বিজ্বরে । ১৩৫

অনে, ভ্রমণে, শাস্ত্রাদি চিন্তনে, ধনশোকে ও বিজ্বরে নানা প্রকার নাড়ীর গতি হয় যথা ক্ষণে ক্ষণে এক এক রূপে গতি করে । ১৩৫

অজীর্ণেন ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতোজ-

ডা । প্রসন্নাত্ম দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতাচ প্র-

বর্ততে ॥ ১৩৬

অমাজীর্ণ পকাজীর্ণ উভয়েতেই নাড়ী কঠিনা আর দুই  
পার্শ্বে জড়া অর্থাৎ পৃথগ্ভূতা ও প্রসন্ন। অথচ সময়ে সময়ে  
স্থিতির গতি হয় এবং কোন কোন সময় দ্রুতগতি আর কোন  
কোন সময় শুদ্ধা দোষ রহিতা ও অতি শীঘ্র। হইয়া গতি  
করে । ১৩৬

পকাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহে-  
ত্বয়া । অস্বকপূর্ণা ভবেৎ কোষণা গুৰ্ব্বী  
নামা গরীয়সী ॥ ১৩৭

পকাজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীনা হইয়া মন্দ মন্দ গতি করে,  
রক্ত পূর্ণা হইলে ঈষদুষ, অমাজীর্ণ হইলে গুরুতরা ও স্থূল  
হয় । ১৩৭

সুখিতস্য স্থিরা জেয়া চপলা ক্ষুধিত-  
স্যচ । মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণ ধাতোশ্চ নাড়ী ম-  
ন্দতরা ভবেৎ ॥ ১৩৮

ভোজনাদি দ্বারা সুখিতনের নাড়ীর গতি স্থির ভাবে হয়,  
আর ভোজনাজীর্ণ সম্বন্ধে স্থূল হয় ও ক্ষুধার্ভের নাড়ীচপলা  
হয় । ১৩৮

ষাম্যনাসাপুটে ষস্য বায়ুর্যাতি দিবা-  
নিশং । তথাস্তমেবং তস্যায়ুঃ ক্ষিবে-  
দক্ষত্রয়েণহি ॥ ১৩৯

যাহার দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্রি বায়ু বহে তাহার  
আয়ু ক্ষয় হইয়া তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে । ১৩৯

দ্যাহোরাত্রং ত্র্যাহোরাত্রং বায়ুর্বহতি সন্ত-  
তঃ । সার্বৈক মাশান্তস্যাপি জীবিতং  
কিলহীয়তে ॥ ১৪০

যাহার নাসাদি পুটদ্বারা দুই কিম্বা তিন দিবারাত্রি পর্যন্ত  
নিরন্তর বায়ু প্রবলরূপে বহে তাহার পঞ্চ চত্বারিংশদহো-  
রাত্র থাকিয়া তদনন্তর মৃত্যু হয় । ১৪০

নরনাসাপুটযুগে দশাহানি নিরন্তরং ।  
বায়ুশ্চেৎ সহসাক্রান্তি স জীবেদ্দিবস-  
ত্রয়ং ॥ ১৪১

যে লোকের নাসিকা পুটদ্বয় দ্বারা নিরন্তর দশ দিবস  
বায়ু খরতররূপে বহে তাহার ত্রিদিবসান্তরে মৃত্যু হইবে । ১৪১

নাসাবর্ত্তদ্বয়ং হিত্বা বায়ুরুষ্মো মুখাদ্বহেৎ ।  
সংশেদ্দিনদ্বয়াদর্শ্বাক্ জীবিতং তস্য  
নিশ্চিতং ॥ ১৪২

নাসা পথদ্বয় ত্যাগ করিয়া উন্মায়ুক্ত বায়ু যদি মুখ প্রাপ্ত  
হইয়া বহে তবে দুই দিনের মধ্যে প্রাণনাশ হয় । ১৪২

সূর্য্যে সপ্তমরাশিস্থে জন্মসংস্থে নিশাকরে ।

দংষ্টারন্তং পূর্ণকালেপ্যকালে তস্য না-  
শিতাঃ ॥ ১৪৩

যেব্যক্তির জন্মরাশির সপ্তম স্থানে সূর্য্য অবস্থিতি করেন  
ও জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকেন তবে তার সেই অকালে কাল  
প্রাপ্ত হয় । ১৪৩

অকস্মাৎ বীক্ষিতে যজ্ঞে পুরুষং কৃষ্ণপি-  
ঙ্গলং । তন্মিন ক্রণে তদরুণাৎ স জী-  
বেৎ বৎসরদ্বয়ং ॥ ১৪৪

অকস্মাৎ যজ্ঞ সময়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গল-  
বর্ণ অথবা উভয় বর্ণযুক্ত পুরুষ যথা অর্ক নারীশ্বর ও নৃসিং-  
হাদি মূর্ত্তি দর্শন হয় তবে সে মৃত্যুমুখে নিপতীত হয় । ১৪৪

যস্য রেতো মলং মূত্রং ক্ষুতং যুক্তং মল-  
স্তবা । ইহৈকদা তবেৎ যস্য অঙ্গং ত-  
স্যায়ু রিষ্যতে ॥ ১৪৫

যাহার বীৰ্য্যে, বিষ্ঠাতে, মূত্রে ও হাঁচির সহিত মলযুক্ত  
হয় অর্থাৎ স্বভাবের অন্যথা হইয়া এক কালে নানাপ্রকার  
দর্শন হয় সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । ১৪৫

ইন্দুংনীলনিভং ব্যোম্নি নাগবৃন্দং যদী-  
ক্ষতে । ইতস্ততঃ প্রসরণং যন্মাসং সতু  
জীবতি ॥ ১৪৬

যেব্যক্তি আকাশে নীল আভাবিশিষ্ট চন্দ্রকে এবং ইত-  
স্ততঃ বিস্তৃত সর্পসমূহকে দর্শন করে তবে সেই ব্যক্তি হয়  
মাস জীবিত থাকে । ১৪৬

সদাচোদর পূর্ণশ্চ বারীচ্ছাচ দিবানিশাং ।  
প্রত্যস্তশ্চ চতুঃপক্ষে পশ্চাৎ যন্মাস জী-  
বতি ॥ ১৪৭

সর্বদা জলাহারে উদর পরিপূর্ণ থাকে অথচ দিবারাত্রি  
জলপানে ইচ্ছা হয় সেই ব্যক্তির যদি মাস অতীত হয় ত-  
থাপি যন্মাসে মৃত্যু হয় । ১৪৭

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষেণ দ্বীণি পদা-  
নিচ । আসন্ন মৃত্যুর্গোপশ্যেৎ চতুর্থং  
মাতুলগুলাং ॥ ১৪৮

অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুর পদত্রয় ও মাতুলগুলা এই চারি  
প্রকার গতায়ু ব্যক্তি দর্শন পায় না । ১৪৮

বেত্তি নীলানি বর্ণস্য কটুগ্নল-বণস্যচ ।  
অকস্মাদন্যথাভাবং যন্মাসেন হিমৃত্যু-  
ভাক্ ॥ ১৪৯

যে ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হয় এবং কটু, অম্ল ও লবণ  
ইত্যাদি দ্রব্যের আশ্বাদনের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার  
যন্মাসে মৃত্যু হয় । ১৪৯

সামর্থ্যেবা নিধুবনে ধ্বান্তান্তে ক্ৰোতি-  
চেমনঃ । নিশ্চিতং পঞ্চমে মাসি ধর্ম-  
রাজাতিথিতবেৎ ॥ ১৫০

স্ব সামর্থ্যে রমণী রমণান্তে যদি অন্ধকার দেখিয়া মনের  
ক্ৰোভ হয় তবে সেই ব্যক্তি পঞ্চম মাসে ধর্মরাজের অতিথি  
হয় । ১৫০

দ্রুতমারুহ্য শকটং স্ত্রীবৎ যস্যচ মন্তকং ।  
প্রয়াতি যাতি তস্যায়ুষ্মান্যাসাচ্চ পরি-  
ক্ষয়ং ॥ ১৫১

যাহার সম্মুখে অতি সঙ্গর গতিতে শকটারোহণে স্ত্রী-  
চিহ্নযুক্ত মন্তক শিষ্টা ব্যক্তি আইসে তাহার বয়সে মৃত্যু  
হয় । ১৫১

প্রত্যাষেধপি যস্যাস্তু হৃদয়ং যস্য শু-  
ষাতি । চরণেচ করৌবাপি ত্রিমাसं তস্য  
জীবনং ॥ ১৫২

প্রাতঃকালে যাহার হৃদয়, চরণ ও হস্ত শুষ্ক হয় সেই  
ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে । ১৫২

পৃথিবী দ্বি ভবেৎ যস্য পদং খণ্ডপদা-  
কৃতিঃ । পার্শ্বেচ কুণ্ডমা বাপি পঞ্চ  
মাসং স জীবতি ॥ ১৫৩

অকস্মাৎ বা স্বপ্নে যেব্যক্তি পৃথিবীকে দ্বিখণ্ড বা চতু-  
র্থাংশের এক অংশ অথবা পশ্চিমদেশে কুণ্ডাকৃতি দেখে  
সে ব্যক্তি পাঁচ মাস জীবিত থাকে । ১৫৩

দেহঃ প্রকম্পাতে দেবি দেহরক্ষ্যেপি নি-  
শ্চলে । কৃতান্তদূতো বধ্বাচ চতুর্থেমাসি-  
তং ব্রজেৎ ॥ ১৫৪

দেবি ! যাহার অকস্মাৎ দেহ কম্পিত হয় করেন  
তাহাকে কৃতান্ত দূতে ধৃত করিয়া চতুর্থ মাসে লইয়া  
যায় । ১৫৪

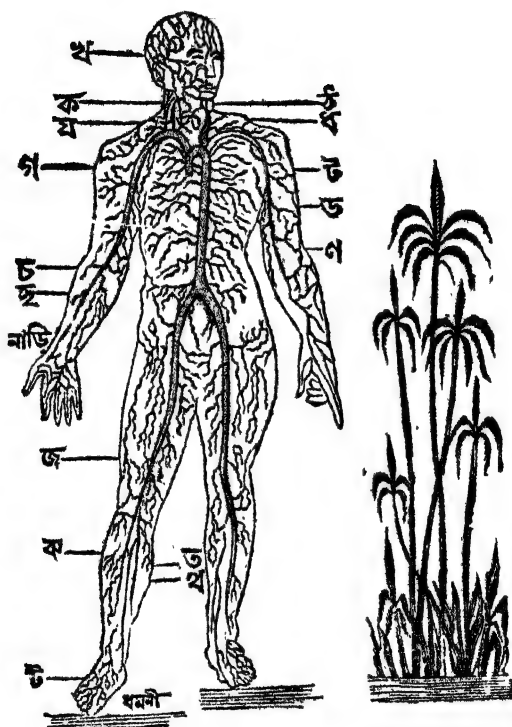
নিজস্য প্রতিবিশ্বং খনীরদাম্বুদবাদিষু ।  
উত্তমাস্ত্রং যো ন পশেৎ ষণ্মাসেন বি-  
নশ্যতি ॥ ১৫৫

যে নিজ প্রতিমূর্ত্তি ও মস্তক জলে দেখিতে না পায়  
তাহার ছয় মাসে মৃত্যু হয় । ১৫৫

দিবা বা তারকাশ্চন্দ্রং রাত্রৌ ব্যোম্নি  
বিতারকং । মতিভ্রংশেৎ স্থলেৎ বাণী  
ধনুরক্ষুং নবীকতে । রাত্রৌ চন্দ্রদ্বয়ং  
বাপি রাত্রৌ চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১৫৬

যে দিবাতে আকাশে নক্ষত্র, রাত্রিতে আকাশ নক্ষত্র-  
বিহীন দেখে যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ ও বাক্য স্থলিত হয়, আর

ধনু ও হিঙ্গু দুই হয় না, নিশাতে দুই চন্দ্র অথবা চন্দ্র হৃদ্য  
উভয়ই দেখিতে পায় । ১৫৬



ইংরাজী মতে নাড়ী পরীক্ষা ।

ডাক্তর গাই নামক জনৈক চিকিৎসক পর্য্যবেক্ষণ  
করিয়া দেখিয়াছেন যে, মুহূ যুবর প্রতি মিনিটের নাড়ী  
স্পন্দনের সংখ্যার মধ্যম পরিমাণ দশায়নানাবস্থায় ৭২,



যুগপচ্চ চতুর্দিক্ শত্রুকোদণ্ড মণ্ডলং ।

ভূধরো ভূধরাগ্রোবা গন্ধর্কবনগরালয়ং ।

দিবানিশি চন্দ্রশস্ত্র এত্যাঃ পঞ্চত্বহে-

তবঃ ॥ ১৫৭

চতুর্দিকে ইন্দ্রধনুসমুল সহিত পর্বত ও পর্বতাগ্রে  
গন্ধর্কগণের নগরালয়, দিবাতে চন্দ্র ও রাত্রে শস্ত্রের আকৃতি  
দেখে তবে পঞ্চত্বের এই সকল কারণ হয় । ১৫৭

কারাবরুদ্ধশ্রবণং ন শৃণোতি ন চক্ষ-

নিং । স্থূলং কৃশং কৃশং স্থূলং তদা

মাসানুবর্ততে ॥ ১৫৮

যাহার অকস্মাৎ হস্ত অবরোধ হয় ও শ্রবণে শব্দ শ্রবণ  
হয় না এবং স্থূল ব্যক্তি কৃশ ও কৃশ ব্যক্তি স্থূল হয় তবে  
সেই ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে পঞ্চত্ব পায় । ১৫৮

উপবেশনাবস্থায় ৭০, শয়নাবস্থায় ৬৭, এবং স্নান যুবতী  
স্ত্রীলোকের দণ্ডায়মানাবস্থায় ৮১, উপবেশনাবস্থায় ৮২,  
শয়নাবস্থায় ৮০ । ডাং গ্রেভ কহেন যে, সংস্থান পরিবর্তনে  
যদি কোন দুর্বল ব্যক্তির নাড়ীর গতি পরিবর্তন না হয়,  
তবে তাহার হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপিণ্ডের বামোদরের হাইপার্ট্রফি  
হইয়াছে জানিবেন ।

প্রত্যেক মিনিটে নাড়ীর গতি সংখ্যা ।

ভূমিকালীন ১৪০, শৈশবাবস্থায় ১২০-১৩০ বাল্যাবস্থায়

যোন পশ্যেন্নিজছায়াং দক্ষিণাশাসনা-  
শ্রিতাং । দিনানি পঞ্চ জীবাত্মা পঞ্চত্ব  
ক্ষপয়াতি স ॥ ১৫৯

যে ব্যক্তি আপন ছায়া দক্ষিণদিকে সম্যক প্রকারে দেখিতে  
পায়না সে পাঁচ দিবস জীবিত থাকিয়া পরলোক  
প্রাপ্ত হয় । ১৫৯

১০০, যৌবনাবস্থায় ৯০, প্রৌঢ়াবস্থায় (পুরুষ) ৭০-৭৫, প্রৌঢ়া-  
বস্থায় (স্ত্রী) ৭৫-৮০, বৃদ্ধাবস্থায় ৭০, অতিবৃদ্ধাবস্থায় ৭৫-৮০ ।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই দুই জাতির পরস্পর নাড়ীর গ-  
তির কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে । জীবনের প্রথমাবস্থায় উ-  
হাদিগের নাড়ীর গতির পরস্পর বিভিন্নতা তাদৃশ অনুভূত  
হয় না, কিন্তু প্রায় ১৮ বৎসর বয়সের পর পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী-  
লোকদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে প্রায় ৬ ইহিতে ১৪ বার  
অধিক স্পন্দন হয় । গর্ভাবস্থায় সচরাচর নাড়ী কিঞ্চিৎ অ-  
ধিক স্থূল ও দ্রুতগতি হয় ।

বয়মানুসারে প্রতি মিনিটে স্ত্রী পুরুষের নাড়ীর প্রভেদ ।

পুরুষের ২-৭ বৎসর ৯৭ । ৭-১৪, ৮৩ । ১৪-২১, ৭৬ । ২১-  
২৮, ৭৩ । ২৮-৩৫, ৭০ । ৩৫-৪২, ৬৮ । ৪২-৪৯, ৭০ । ৪৯-৫৬, ৬৭ ।  
৫৭-৬৩, ৬৮ । ৬৩-৭০, ৭০ । ৭০-৭৭, ৬৭ । ৭৭-৮৪, ৭১ বার হয় ।

স্ত্রীর ২-৭ বৎসর ৯৮ । ৭-১৪, ৯৪ । ১৪-২১, ৮২ । ২১-২৮, ৮০  
২৮-৩৮, ৭৮ । ৩৫-৪২, ৭৮ । ৪২-৪৯, ৭৭ । ৪৯-৫৬, ৭৩ । ৫৬-৬৩, ৭৭ ।  
৬৩-৭০, ৭৮ । ৭০-৭৭, ৮১ । ৭৭-৮৪, ৮২ বার স্পন্দন হয় ।

সপ্তম দিবসে উভয় লিঙ্গের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ১২৮ ।

মকতে তকতে বাপি পিশাচ খরগ-  
কসৈঃ । ভূতৈঃ প্রেতৈঃশ্বতীঃ খরৈর্গো-  
মায়ু গৃধ্রশুকরৈঃ । শরতৈঃ শলতৈঃ শ্বে-  
নৈরশৈরশ্বতরৈর্বকৈঃ । স্বপ্নে সংজীবি-  
তং ত্যক্ত্বা বর্ষান্তে যমমীকতে ॥ ১৬০

যে বৃক্ষেতে তকা করে, অথবা পিশাচ, রাক্ষস, খরগস,  
ভূত, প্রেত, কুকুর, গাধা, শৃগাল, শূকর, উট, ফড়িঙ্গ, সচান  
পক্ষি, ঘোটক, অশ্বতর ও বক এই সকল স্বপ্নে দেখে সে জীব-  
নাশ। পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসরান্তে যম দর্শন  
করে । ১৬০

গন্ধপুষ্পাংশুকৈঃশোনৌ সংতনুভূষিতং  
নরং । যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নসময়ে সোহকৌ-  
মাসনুজীবতি ॥ ১৬১

চন্দনপুষ্প, বস্ত্র ও মাংসবৃক্ষ নিঃশরীর ভূষিত স্বপ্ন সময়ে  
যে দর্শন করে সে অষ্ট মাসাবধি জীবিত থাকিয়া পরলোক  
প্রাপ্ত হয় । ১৬১

প্রায় অন্য কোন কারণ অপেক্ষা শারীরিক শ্রম দ্বারা  
নাড়ী অধিক দ্রুতগতি হয় । বিশেষতঃ প্রাতঃকালে শারীরিক  
শ্রম দ্বারা নাড়ী অধিক দ্রুতগতি হইয়া থাকে, যেহেতু স্ব-  
ভাবতঃ নাড়ী সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে অধিক দ্রুত-  
গতি থাকে ।

পাংশুশাশিক বন্যকং যপদণ্ড মথা-  
পিবা । যোহবরোহতি নো স্বপ্নে স বর্ষ  
মাসি নশ্যতি ॥ ১৬২

যাহার খুলিনমূহ, উইপোকাকুত মৃত্তিকাস্তম্ব, যাগস্তম্ব  
ও বর্ষি এই সকল বস্তু স্বপ্নে দর্শন হয় তবে তাহার ছয় মাসে  
মৃত্যু হয় । ১৬২

রাশভাকট মাক্সানাং তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ খণ্ডি-  
তং । নিয়মানাং স্বমালয়ে স্বপ্নে প-  
শ্যেৎ সপূর্ব্বম্ । স্বমনৌ সূতনৌ বা-  
পি যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নগোচরে । হনানি  
শুদ্ধকাষ্ঠানি বর্ষ মাসি ন তিষ্ঠতি ॥ ১৬৩

যে লোক আপন অস্ত্রকে গর্দভারোহণে, তৈলভ্যঙ্গ  
ও ছিন্নাঙ্গ এই নিয়মে স্বালয়ে স্বপ্নে সাক্ষাৎ করে ও পূর্ব্বোক্ত

পিত্ত প্রধান ধাতু অপেক্ষা রক্ত ও স্নায়ু প্রধান লোক-  
দিগের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা অধিক, পেশী চালনার সময়ে  
প্রথমে নাড়ীর সংখ্যা অধিক হইয়া পরে কম হয়, ভাষাক  
বা মদ্য পানে নাড়ী চঞ্চল হয়, ক্রোধ ও ভয়ে নাড়ীর সংখ্যা  
অধিক হয় ও মানসিক নিস্তেজস্কতায় জ্বম্প হয় এবং শয়না-  
বস্থায় ৬৭, দণ্ডায়মানাবস্থায় ৭৯ এবং উপবেশনে স্পন্দন  
সংখ্যা ৭০ বার হয় ।

গাধারোহণে শমন কিম্বা শমন পুষ্পকে ও ছিন্নকৃত শুক কাষ্ঠ  
স্বপ্নে দেখে তবে সেই লোকের ছয় মাসে মৃত্যু হয় । ১৬৩

লৌহ দণ্ডধরং কৃষ্ণং পুরুষং কৃষ্ণপিচ্ছনং ।

স্বরং অগ্রস্থিতে পশ্যেৎ সোপি মৃত্যুঃ

প্রজায়তে ॥ ১৬৪

যে ব্যক্তি লৌহ দণ্ডধারি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণ বস্ত্র পরি-  
ধান ও স্বরং অগ্রস্থিত স্বপ্নে দেখিতে পায় তাহার শীঘ্র মৃত্যু  
হয় । ১৬৪

কালীং কুমারীং যঃ স্বপ্নে বন্ধীয়াং বহু-

পাশকৈঃ । সমাসেন সমীক্ষাত নগরী

শমনোষিতাং ॥ ১৬৫

যে ব্যক্তি বহু রজ্জুতে বন্ধন কৃষ্ণাঙ্গ কুমারিকে স্বপ্নে  
দর্শন করে সে এক মাসের মধ্যে শমন নগরে গমন করে । ১৬৫

নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ধার্মিক উদ্ভেদন বা প্রদা-  
হিক লক্ষণ প্রকাশ পায় । ধর্মনির স্পন্দন সংখ্যা পর্য্যায়ক্রমে  
সুসম্পন্ন না হইয়া মধ্যে ২১বার বিলুপ্ত থাকে তবে ছত্ৰপিণ্ড ও  
ফুসুফুসের মধ্যে কোন প্রকার শোণিতের রুদ্ধ, এরোয়ারটিক  
য়ানিউরিটম, এবং নতিক্রীয় পীড়া ইত্যাদি প্রকাশ পায়,  
ও কখন কখন অজীর্ণ ব্যাধি, উদরাধ্বান এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি-  
দের দুর্বলতা ইত্যাদি সামান্য কারণেও প্রকাশ পায়, নাড়ীর  
ক্রান্তগতী হইতে স্মার্য ঘটিত দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যখন

নরো যো বানরাক্ষে প্রয়াতে প্রতীচিদি-  
শং । স্বপ্নোহক্সেন পক্ষ্মেন পশ্যেৎ সং-  
যমনীপুরী ॥ ১৬৬

যে মনুষ্য স্বপ্নে বানরাক্ষ হইয়া পশ্চিমদিকে গমন করে  
সে পক্ষ্ম দিবসে সঞ্জীরনীপুরে গমন করে । ১৬৬

কুপনোঃ পিবেদান্যপি বদান্য কুপনা  
যদি । প্রঘাতি বিকৃতিন্যাত্তু পক্ষ্মমুপ-  
তিষ্ঠতি ॥ ১৬৭

কেহ কুপোদক পান ও অন্যকে দান অথবা পবিত্র স্থানে  
বিকৃত দর্শন করে তবে তাহা পক্ষ্মের কারণ হয় । ১৬৭

নাড়ীর স্পন্দনতা ও বেগ পর্যায়ক্রমে সমান থাকে না তখন  
নাড়ীর রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের, শ্বাসপ্রশ্বাসের ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার  
বিকার অস্বভূত হয় । যখন নাড়ী স্থূলতা প্রাপ্ত হয় তখন  
তাহা প্লিথরা বা রক্তাধিক্যাবস্থায় দেখা যায়, সূত্রবৎ নাড়ী  
রক্তস্রাব ও নানা প্রকার দৌর্বল্য রোগে দেখা যায় । তা-  
রবৎ নাড়ী পেরিটোনিইটিশ রোগে প্রকাশ পায়, কোমল নাড়ী  
অর্থাৎ বাহ্য অঙ্গুলিতে চাপিত হয় তাহা শারীরিক দৌর্ব-  
ল্যের প্রবল লক্ষণ এবং যদি নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা দ্বিগুণতর  
ও কঠিন হয় এবং যদি জ্বরে ইহা প্রকাশ পাইয়া ২৪ ঘণ্টা  
সমভাবে থাকে তবে রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই কিন্তু  
যদি ঐ সময়ে নাসিকা দ্বি হইতে রক্ত স্রাব হয় তবে মুক্তি লা-  
ভের সম্ভাবনা থাকে ।

দেবমধ্যে করং শুক্র সোমচ্ছান্না মলিন-  
নতা । যোহি পশ্যেৎ যদি দৈবাৎ ন  
জীবেৎসরাৎ পরং ॥ ১৬৮

দেবতার মধ্যে শুক্র চন্দ্রের ছায়াকে মলিনতা করেন  
ইহা যে ব্যক্তি দর্শন করে সে এক বৎসরের উর্দ্ধ প্রাণ  
ধারণ করেন। ১৬৮

অরশ্মি বিঘ্ন সূর্য্যস্য বহ্নিচৈবঃ সুমলিনঃ ।  
জাতকা দশমাসস্ত নচোর্দ্ধং নতু জী-  
বতি ॥ ১৬৯

রশ্মিহীন নানা দিব্যবুজ স্বর্ঘ্য ও মলিনতাবুজ অগ্নি  
দেখিলে দশ মাসের উর্দ্ধ বাঁচে না। ১৬৯

কৈশিক নাড়ী।—চর্ম অঙ্গুলির দ্বারা চাপিয়া ছাড়িলে ঐ  
স্থান যদি প্রথমে শ্বেতবর্ণ পরেশীঘ্র পূর্ণবৎ হয় তবে জানিবে  
যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সুস্থ ও বলবতী আছে। কিন্তু যদি ঐ  
শ্বেতবর্ণ শীঘ্র বিলুপ্ত না হয় তবে রক্ত সঞ্চালনের স্বাস্থ্যতার  
কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে, কিন্তু যদি ঐ চাপিত স্থানের রক্ত  
তৎক্ষণাৎ প্রত্যগমন করে ও সেই স্থান অধিক লাল হয়  
তবে তথায় রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু যদি  
ঐ চাপিত স্থানের কিছু মাত্র প্রভেদ না হইয়া  
পূর্ণমত থাকে তবে জানিবে যে কৈশিক নাড়ীর রক্ত  
নির্গত হইয়া হৃদের নীচে সঞ্চিত হইয়াছে। রক্ত লোকদিগের

হন্যতে কাকপোক্তিতিঃ পাংশুবর্ষণবা  
পুনঃ । স্বছায়া অন্যথা দৃষ্টা যন্ত প-  
ঞ্চম জীবতি ॥ ১৭০

কাকের বিষ্ঠার ন্যায় ও ধূলি বর্ষণের ন্যায় যে লোক  
বিষ্ঠা ত্যাগ করে অথবা স্বছায়ার অন্যথা দেখে সে পাঁচ  
মাসের অধিক জীবিত থাকেনা । ১৭০

অনিদ্রাং বিদ্রাতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণাং দি-  
শিনাং স্থিতাং । তদৈকোপি ধনুর্বাপি  
জীবিতঞ্চ ত্রিমাसकं ॥ ১৭১

অনিদ্রাতে দক্ষিণাংশে বিদ্রাৎ দর্শন ও একটি ধনুক  
দর্শন করিলে তিন মাস জীবিত থাকিয়া মৃত্যু হয় । ১৭১

কৈশিক নাড়ীর রক্ত সঞ্চালনা রীতিমত না হওয়াতে  
ভ্রুকম্পার্শে শীতল ও দৃশ্যে কৈকাসেবর্ণ হয় ।

দৌর্জল্যকর রোগ যথা এনিমিয়া ও ক্লোরাসিস রোগে ইহা  
দেখা যায় ।

শিরা—শিরার রক্ত সঞ্চালনের দিকে চাপিলে যদি সেই  
শিরা শীঘ্র অতি স্ফীত হয় তবে শরীরে অধিক রক্ত আছে  
জানা যায় । কোনরূপে শিরা কখন ধমনীর ন্যায় সম্পন্দন  
হয় ।



ঘৃতং তৈলং দর্পণঞ্চ তোয়েবা তনুবা-  
নরীং । যঃ পশ্যেৎ শিরসস্কন্ধং মাসা-  
দূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ১৭২

যে ঘৃত, তৈল, দর্প। ও তলে বানরীর শরীর অথবা  
শিরোহীন স্কন্ধ দর্শন করে সে এক মাসের উর্দ্ধ বাঁচে না । ১৭২

যস্য বস্ত্রে স্বরেগন্ধং গাত্রে বাননয়োরপি ।  
তস্যার্কি মাসিকং জ্ঞেয়ং যোগীনাং নিজ  
জীবনং ॥ ১৭৩

যাহার বস্ত্রে কণ্ঠস্বরে গাত্রে ও মুখাদিতে গন্ধযুক্ত হয়  
সেই ব্যক্তি যোগী হইলেও অর্কি মাস জীবিত থাকিয়া পরে  
মৃত্যু মুখে পতিত হয় । ১৭৩

যস্য বৈয়ান মূর্দ্ধস্য কূপোপন বিশ্লেষ্যতি ।  
পতীতস্য জনং পেয়ং দশাহং সোপি  
জীবতি ॥ ১৭৪

যে ব্যক্তির অবসাদ হইয়া ক্রমে কূপের ন্যায় মুখ শুষ্ক  
হয় ও পতীত হইয়া কল পান করে সে ব্যক্তি দশ দিবস  
পর্যন্ত জীবন ধারণ করে । ১৭৪

শক্য বানরোযানস্থো যোগংস্ত দক্ষিণা-  
দিশাং । স্বপ্নে প্রয়াতি তস্যাপি ন মৃ-  
ত্ব্য মুহুঃমুঞ্চতি ॥ ১৭৫

স্বক্ষমতায় বানর আরোহণে দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিতেছে  
যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে তাহার মৃত্যু মধ্য মৃত্যু  
হয় । ১৭৫

লগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে দৃশ্যমানং মহাবলং ।

একদ্বাবল্লিবদন্তং বিদ্যাংমৃত্যু উপস্থিতং ॥ ১৭৬

মহাদেব আয়ুস তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে যে ব্যক্তি স্বপ্নে  
উল্লঙ্ঘ্য, লজ্জাহীন মহাবলী, পুত্রকে দেখে তাহার এক বা  
দুই দিবসে মৃত্যু হয় । ১৭৬

কেশাঙ্গারান্তথা তস্য শুক্ল গান তথা

নদী । দৃষ্টা স্বপ্নে দশাহেতু মৃত্যৈকাদশ-

কেদিনে ॥ ১৭৭

চুল অঙ্গারতম্য শুক্ল গামিনী নদী স্বপ্নে দেখিলে দশ-  
দিবস অতীত হইয়া একাদশ দিবসে মৃত্যু হয় । ১৭৭

সূর্যোদয়ে শিবা যস্যাক্রোশমায়াতি সন্মু-

খং । বিপরীতং পুরীষংবা সদ্য মৃত্যু

সগচ্ছতি ॥ ১৭৮

সূর্যোদয় কালে শৃগাল সন্মুখে আইসে অথবা বাহার  
অতিশয় বিষ্ঠা নির্গত তাহার সদ্য মৃত্যু হয় । ১৭৮

যস্যবৈভূক্তমাত্রস্য জাঠরে বর্দ্ধতেক্ষুধা ।

যায়তে দন্তবর্ষশ্চ স গতায়ুর্নসংশয়ঃ ॥ ১৭৯

আহারান্তে বাহার অত্যন্ত ক্ষুধা হয় তাহার বৎসরান্ত  
না হইতে মৃত্যু হয় । ১৭৯ ।

শক্রায়ুধং চাক্ষরাণ্যে দিবা গ্রহণকস্তথা ।  
দৃষ্টমন্যোতঃ সংক্ষীণমায়ুর্জীবিত নাত্ত-  
বিৎ ॥ ১৮০ ॥

অক্ষরাণ্যে ইন্দ্রধনু দর্শন দিবাতে চন্দ্রগ্রহণ দর্শন এই  
প্রকার দেখিলে আয়ুক্ষয় হয় । ১৮০ ॥

নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োৱপি উন্নতিঃ ।  
নেত্রে বাষ্পনরেৎ যস্য তন্মৈবমেব  
উন্নতিঃ ॥ আরক্তমেতিমুখঞ্চ জিহ্বা কুপ-  
নয়ো যদা । তদা প্রাজ্ঞ বিজানীয়াৎ  
মৃত্যুমানসকমাপুয়াৎ ॥ ১৮১ ॥

নাসিকার বক্রতা, কর্ণের উন্নতি, নয়নে বাষ্প নিঃসরণ  
ও উন্নতি, রক্তবর্ণ মুখ ও জিহ্বার হাসতা বাহার এই সকল  
চিহ্ন হয় তাহার মৃত্যু একমাসের মধ্যে হয় । ১৮১ ॥

পিধায় কর্ণনির্ঘোষ ন শৃণুত্ব নিরন্তরং ।  
নশ্যয়ে চক্ষুর্যোজ্যোতি যস্য আসন্ন  
জীবতি ॥ ১৮২ ॥

কর্ণে সর্বদা শব্দ বোধ হইয়া নিরন্তর শুনিতে পায় না  
ও চক্ষুর্জ্যোতি নাশ হইলে মৃত্যু হয় । ১৮২ ॥

দীপনির্ব্বাণ গন্ধস্য মুহূৰ্দ্ধাক্যমরুন্ধতীং ।

ন জিহ্রস্তি ন শৃণুস্ति, ন পশ্যস্ति গতাযুঃ ॥ ১৮৩

দীপ নির্ব্বাণ, গন্ধ, মুহূৰ্দ্ধাক্তির বাক্য ও অরুন্ধতী নক্ষত্র এই কএকটি দ্রব্য যে ব্যক্তি আত্মাণ, শ্রবণ ও দর্শন না পায় তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে । ১৮৩

এবং সংখ্যাভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচ-  
ক্ষণৈঃ । স্বর্গেপি দুর্লভবিদ্যা গোপ-  
নীয়া প্রযত্ততঃ ॥ ১৮৪

এইরূপে সংখ্যা ভেদাদিতে পণ্ডিতেরা নাড়ী জানিয়া-  
ছেন, এই বিদ্যা স্বর্গেও দুর্লভ ও অত্যন্ত গোপনীয় । ১৮৪

জিহ্বা পরিক্ষাম ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

জিহ্বাপীতা খরম্পর্শা ক্ষুটিতামারুতা-  
হধিকা । রক্তাশ্যাবা তবেৎ পিত্তে কফে-

ইংরাজী মতে জিহ্বা পরীক্ষা ।

জিহ্বাতে যে সকল লক্ষণ পাওয়া যায় তাহার দ্বারাও  
রোগ নির্ণয় করা যায় ।

বর্ণ—শরীরে অধিক রক্ত হইলে জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ  
হয়, এনিমিয়া, অধিক রক্ত ক্ষয়, প্লীহারোগ ও অন্যান্য  
পুরাতন দৌৰ্ব্বল্যজনক রোগে জিহ্বা পাদ্মাশদৰ্ণ হয়,  
তালু, টনসিল, ফ্যারিংগের প্রদাহ ও অন্যান্য একজ্যান-

শুক্রাঘনাদ্রবা ॥ কৃষ্ণাবিশা। কটাসূক্ষ্মা  
সান্নিপাতাত্মিকা তুমা । মিশ্রিতে মিশ্রিতং

থিমেটা রোগে সমস্ত জিহ্বা অতিশয় রক্ত বর্ণ হয়, পাকস্থলী সম্বন্ধীয় পৈশান্তিকদ্বারে ও কঠিন অজীর্ণ রোগে কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ ও ধার রক্তবর্ণ হয় । • পাকস্থলী বা অন্ত্রের প্রদাহে জিহ্বার সমস্ত অংশ বা অগ্রভাগ এবং পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল বর্ণ হয়, উক্ত বস্ত্রদ্বয়ের উত্তেজনায় উহা কাঁচের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গলাভ্যন্তরের প্রদাহে গাঢ় রক্তবর্ণ হয় । কৃসকৃস বা হুৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাতে অঙ্গ নীলী বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, বালকদিগের থ্রুস (Thrush) নামক রোগে, যুবা দিগের ক্ষয়কাশির ও অন্যান্য প্রকার পীড়ার শেষাবস্থায় জিহ্বায় গ্যাপথী (Apthae) নামক এক প্রকার ক্ষত হয় ।

প্রদাহ, শৈগ্মিক বিল্লির উত্তেজনা, মস্তিষ্ক ও তাহার আবরক সম্বন্ধীয় পীড়া, নানাবিধ জ্বর ও একিউট এবং সাংঘাতিক রোগে জিহ্বার উপর এক প্রকার পর্দা (Fur) পড়ে বাহ্যিক সকল সময় সন্নিবিষ্ট থাকে না । জ্বরের গ্যাকিউট অবস্থায় কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে কোন প্রদাহ না থাকিলে সেই ক্রম শ্বেতবর্ণ, শূল, আর্দ্র ও স্নানরূপ বিস্তৃত হয় ।

জ্বরের শেষাবস্থায় ঐ কেন্দ্রপুরু ও কটা বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, জ্বরের টাইকয়েড অবস্থায় পুরু ও শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বামল, ও দন্তশূলের নিকট কৃষ্ণবর্ণ সরডিস জন্মায় ।

কিন্তু যকৃতের পীড়া ও তদানুসঙ্গিক রক্তে অধিক

## জ্যেষ্ঠ লিপ্তা লক্ষণবর্জিতা । মনুষ্যাণাং তবেদ্যোরা জিহ্বাবিষ বিসর্পিণী ॥ ১৮৫

পিত্ত সঞ্চিত হইলে উহা পীতবর্ণ হয় । শারীরিক জীবনী শক্তির অত্যন্ত হ্রাস ও তৎসঙ্গে রক্ত বিকৃত হইলে সেই কর কটা বা কৃষ্ণবর্ণ হয় । কখন কখন শ্বেতবর্ণ ফরের নীচে রক্ত বর্ণ ও স্ফীত প্যাপিলি সকল উচ্চ হইয়া উঠে, এবং যতই কর দূরীভূত হয় ততই সেই প্যাপিলি স্পষ্টরূপে দেখা যায় এবং জিহ্বা সন্টক ও দেখিতে তুত্কলের ন্যায় হইয়া থাকে । স্কার্লেট কিবারে জিহ্বা সচরাচর এই রূপ হয় ।

অপরিমিত মদ্যপায়াদিগের জিহ্বা সদা অতিশয় ফাটায়ুক্ত হয় । কোষ্ঠবদ্ধ হেতু জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ লেপায়ুক্ত হয় ।

কর বিশিষ্ট জিহ্বা কিরূপে পরিষ্কার হয় তাহা দেখিয়া রোগের ভাবিকল অনেক স্থলে নির্দেশ করা যাইতে পারে । কর অগ্নে অগ্নে জিহ্বার অগ্রভাগ ও ধার হইতে দূরীভূত ও ক্রমশঃ পাতলা হওয়া শীঘ্র আরোগ্য হইবার লক্ষণ । কিন্তু যদি জিহ্বার মধ্যস্থল বা মূল হইতে সেই কর পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয় ও ঐ পদ্ধতির কিয়ৎপরিমাণ একেবারে উঠিয়া যায়- তবে সেই স্থান মনুণ ও রক্তবর্ণ দেখায় তাহা হইলে সেই রোগ প্রায় শীঘ্র আরোগ্য হয় না ।

কখন কখন জিহ্বা একেবারে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইবার পূর্বে সেই কর পুনঃ পুনঃ উঠে ও সঞ্চিত হয় । এইরূপ হইলে রোগীর ভাবিকল নির্ণয় করা অত্যন্ত মুকঠিন । কিন্তু

বাতস্বর রোগে জিহ্বা পাতলা ও গোজিহ্বাবৎ হয় এবং রোগী বোধ করে যেন তাহার জিহ্বা ক্ষুণ্ণিত হইতেছে ।

যদি সেই কর্ শীঘ্র দূরীভূত হওয়াতে জিহ্বা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল, ফাটা বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে রোগী প্রায় রোগ হইতে মুক্ত হয় না ।

আদ্রতা-মুহাবহায় জিহ্বা সদা আদ্র থাকে, প্রদাহ এবং জ্বরে জিহ্বা প্রায় সৰ্বদা নীরস থাকে । জ্বরাদি রোগে শুষ্ক জিহ্বা আদ্র হইতে আরম্ভ হইলে পীড়ার উপশম হইতেছে বলিতে হইবেক ।

আম্বাদন—আম্বাদন শক্তি কখন কখন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয় । হিস্টারিয়া হিপোক ন্ড্রিয়েসিস্, প্রভৃতি স্নায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া তাহার উক্তম উদাহরণ স্থল । জ্বর, গ্যাস্ট্রাইটিস্, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস্, অজীর্ণতা, কেটার ও ইন্ফ্লুয়েন্জা, প্রভৃতি শীঘ্রাতে আম্বাদন শক্তির ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু ঐ সকল রোগে উহা শীঘ্র পুনঃ প্রকৃতিস্থ হওয়া অতি মূলক্ষণ জানিবে । সংন্যাস্ ও কোন কোন মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় রোগে এই শক্তির একবারে অভাব হইলে আরোগ্য হইবার সময় যদি উহার পুনরাগমন না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল রোগ পুনর্বার হইবার সম্ভাবনা । পরিপাক যন্ত্র, জরায়ু, কুসকুস্, স্নায়ু মণ্ডল সম্বন্ধীয় অনেক পীড়ায় বিকৃত আম্বাদন একটী অতি সাধারণ লক্ষণ । কোন কোন রোগে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য আম্বাদন হীন বোধ হয়, যথা কেটার ।

পিত্তজরোগে জিহ্বা রক্ত বর্ণ হয় । কফজরোগে জিহ্বা শুষ্ক বর্ণ মোটা ও জলযুক্ত হয় সান্নিপাতিক রোগে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কুঞ্চিত হয়। টাকরায় যায় আর কটাবর্ণ ও স্ফুটন হয় ।

কখন বা আশ্বাদন তিক্ত হয়, যথা যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় যেমন পাণ্ডুরোগে হইয়া থাকে । কখন বা আশ্বাদন লবণাক্ত হয়, যথা ক্ষয়কাশে । কখন বা উহা পিউট্রীড বা গলিত হয়, যথা কুস্কুমে গ্যাংগ্রিন হইলে । কখন কখন আশ্বাদন আশ্রবৎ ধাতব হয় যথা, পারদ প্রভৃতি ব্যবহারে হইয়া থাকে । যে কারণবশতই হউক জিহ্বা শুষ্ক এবং লেপযুক্ত হইলেই আশ্বাদের স্বপ্নতা হয় । জ্বরে, অজীর্নে এবং অত্যন্ত মানসিক চিন্তায়, ও কখন বা বিনা কারণে প্রত্যুষে মুখে তিক্তাশ্বাদ হয় । কখন কখন অজীর্নে গলিত ডিম্ববৎ, আশ্বাদ হইয়া থাকে । স্নায়ুগুলের, পরিপাক যন্ত্রের, কুস্কুমের, এবং জ্বরায়ুর পীড়ায় বিকৃতাশ্বাদ একটি সাধারণ লক্ষণ বলিতে হইবে ।

আয়তন—জিহ্বার প্রদাহে, মুখমণ্ডলের কোন দুরূহ পীড়ায়, এবং পারদ সেবনে লাল। নির্গমন কালে জিহ্বার আয়তন বৃদ্ধি হয় । দৌর্জল্যকর পীড়া প্রযুক্ত শরীর শীর্ণ হইলে উহা খর্ব্ব হইয়া থাকে । কোন কারণ বশতঃ স্ফীত হইলে উহার গাত্রে দন্তচিহ্ন থাকিতে পারে । .

আকৃতি—কোন প্রকার উত্তেজনা হেতু জিহ্বা ক্ষুদ্র এবং উহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয় । দৌর্জল্যকর পীড়ায় উহা প্রশস্ত এবং কোমল হইয়া থাকে ।



দ্বন্দ্বজরোগে এই সকল মিশ্রিত লক্ষণ হয় ও জিহ্বা তয়ানক  
লম্বা হয় মুখ হইতে বহির্গত বা উল্টীয়া যায় অথবা বিকার হয়  
তাহাতে প্রায় রক্ষা পায় না । ১৮৫

## অথাতো মূত্র পরীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

রোগার্থমূত্রে সুচিভাজনস্থে তৈলং নি-  
ষিক্তং কিল বিন্দুমাত্রং । বিষারি বি-  
ক্ষোটি ঘনং নিমগ্নং বাতেতি পৈত্তেতি  
কফে ত্রিদোষে ॥

বাতেন পাণ্ডুবিগ্নমূত্রং সফেনং কফরো-  
গিণাং । রক্তবর্ণং তবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজ-  
তত্র মিশ্রিতে । ক্লম্বতং সন্নিপাতে স্যাৎ  
মূত্র বর্ণমিতি স্মৃতং ॥

পূর্বস্যাৎ বর্দ্ধতে বিন্দু রচিরাং সুখমে-  
ধতে । দক্ষিণস্যাৎ তথাজ্জৈয়ং আরো-  
গ্যঞ্চ ক্রমাদ্তবেৎ ॥

পশ্চিমে ভ্রমতে বিন্দুঃ সুথারোগ্যং প্রচ-  
ক্ষতে । উত্তরেচ তথারোগ্যং জানী-

সস্তাপ—মূচ্ছনা, এপ্নিয়া, বা ওলাউচ। পীড়ায় জিহ্বা  
সচরাচর অতি শীতল হয় । রক্তাধিক্য বা প্রদাহে উহার  
সস্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

স্নাত্ৰ ব্যাধি পীড়িতং ॥

ঐশান্যাত্ৰ বর্দ্ধতে বিন্দুঃ জ্বরী মাসি বিন-  
শ্যতি । আগ্নেয়াঞ্চ তথা জ্বেয়ং নৈষ্ক-  
ত্যাং প্রসরেদযদা ॥

### মূত্র পরীক্ষা ।

মূত্রের স্বাভাবিক বিশেষ গুরুত্ব ১০০৩ হইতে ১০৩০ কারণ  
জলীয় দ্রব্য পানে ইহা ১০০৩ হইতে ১০০৯ হয় এবং অন্নতোজ-  
নের পর ১০৩০ হয় । প্রাতঃকালের প্রস্রাবের গুরুত্ব  
১০১৫-১০২৫ এবং ২৪ ঘণ্টার একত্রের ১০১৫-১০২০ । এক জনমুখ্য  
যুবাক প্রস্রাব সমস্ত দিনে প্রায় ২০-৫০ ওন্স অর্থাৎ ১০ হইতে ২৫  
ছটাক হয় । যে যন্ত্র দ্বারা ইহার বিশেষ গুরুত্বের (Specific)  
পরিমাণ জানা যায় তাহাকে মূত্রমান যন্ত্র । (Urino-  
meter) কহে ।

মূত্রে অধিক ইউরিয়া থাকিলে উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়,  
এবং ইহাতে সমানাংশ নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে নাই  
ট্রেট অব ইউরিয়ার ঘন বিবন চতুরস্র অক্ষ সকল দৃষ্ট হয় ।  
জ্বরাদি রোগে ইউরিয়া বৃদ্ধি হয় ।

মূত্রে ইউরিক অ্যাসিড থাকিলে নীলবর্ণ কাগজ অধিক লাল  
হয় এবং অল্প নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে  
অধিক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিডের অক্ষ নিম্নস্থ হয় ।

মূত্রে অ্যালবুমেন থাকিলে উহাতে ১৭০ ডিগ্রি বা অধিক সম্ভাপ  
দিলে অ্যালবুমেন শীত হইয়া অধঃস্থ হয় । মূত্রে আর্থ্রি কস্টেট

বিচিত্রঞ্চ তবেৎ পশ্চাৎ ধ্রুবং মরণ মা-  
 দিশেৎ । বায়ব্যাং প্রসরেষিন্ধঃ সুধারি-  
 তং বিনশ্যতি ॥

থাকিলেও উষ্ণতা দ্বারা তাহা অধঃস্থ হয় কিন্তু উহাতে যবক্ষার  
 দ্রাবক দিলে কেবল অধঃপতিত কক্ষোট দ্রবীভূত হয় ।

মূত্রে নাইট্রেট অব মার্কারির সলিউসন দিয়া উদ্ভাপ দিলে  
 গ্যালবুমেন থাকিলে তাহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়, ইহাকে মিলন্স  
 টেষ্ট ( Millon's Test ) কহে ।

মূত্রে পিত্তের পরীক্ষা—মূত্রে গ্যালবুমেন থাকিলে তাহা  
 অগ্রে পৃথক করিবে । মূত্রে ২।৩ গ্রে। চিনি মিশ্রিত করিয়া  
 তাহাতে বিন্দু বিন্দু করিয়া ঐ মূত্রে দুই তৃতীয়াংশ নির্জল  
 গন্ধক দ্রাবক দিলে যদি ঐ মূত্র পিত্ত মিশ্রিত থাকে তবে ঐ  
 মূত্র ভাইয়লেট রেডবর্ণ হয়, এবং উহাতে উষ্ণতা সংলগ্ন  
 করিলে অধিক রক্ত বর্ণ হয় । অথবা মূত্রে ১ বিন্দু জল মি-  
 শ্রিত গন্ধক দ্রাবক (১ অংশ দ্রাবক ৪ অংশ জল) ও চিনির  
 পান।। (চিনি ১০জল ১০০অংশ) মিশ্রিত করিয়া সন্তাপ দিলে  
 পিত্তযুক্ত মূত্র ভাইয়লেট বর্ণ হয় । ইহাদের পেটেনককাস'  
 টেষ্ট (Patten kofer's Test) কহে । মূত্রে ২।৪ বিন্দু  
 রক্তের সিরম, অণ্ডেরশতত্ৰাংশ বা অন্য কোন গ্যালবুমেন  
 যুক্ত বস্তু দিয়া পরে কিছু যবক্ষার দ্রাবক দিলে গ্যালবুমেন  
 অধঃস্থ হয়, এবং পিত্ত থাকিলে ঐ অধঃপতিত দ্রব্য হরিত  
 বা নীল বর্ণ হয় । ইহাকে হ্যালার্স টেষ্ট ( Haller's Test )  
 বলে ।

ভাষতে মজ্জতে বিন্দ্রবতে যঃ পুনঃ  
পুনঃ । মৃতবদপি রোগীতু জীবতি নাত্র  
সংশয়ঃ ॥ ১৮৬

নূতন সরাতে রোগীর মূত্র ধরিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু  
নিষ্ক্ষেপ করিবে । রোগীর বায়ুজ ব্যাধি হইলে তৈল সরিয়া

একটি চ্যাপটা পাত্রে কিঞ্চিৎ মূত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে  
৫। ৬ ফোঁটা যবক্ষার দ্রাবক দিলে যদি ঐ মূত্র পিত্ত মিশ্রিত  
থাকে তবে ইহা পর্যায়ক্রমে হরিৎ, হরিদ্রা, ভাইয়লেট ও  
গোলাপী বর্ণ হয় । ইহাকে মেলিনসটেস্ট Meline's Test  
বলে ।

মূত্রে ক্লোরাইড পরীক্ষা-মূত্র একটি কাঁচের নলে রাখিয়া  
তাহাতে উহার এক ছয় অংশ নির্জল নাই টুক য্যাসিড  
মিশ্রিত করিয়া পরে ৮।১০ বিন্দু নাইট্রেট অব সিলভার  
সোলিউশন প্রক্ষেপ করিবেক, যদি উহাতে কোন দ্রবশীল  
ক্লোরাইড থাকে তবে তাহার ক্লোরিন সিলভারের সহিত যোগ  
হইয়া ক্লোরাইড অব সিলভার রূপে অবঃপতিত হয়, কিন্তু  
ক্লোরাইড না থাকিলে, ঐ মূত্র পরিষ্কার থাকে ।

জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়ায় মূত্রের এক্সট্রাক্টিব ও  
কলারিং ম্যাটারের আধিক্য হয় । এরূপ হইলে ঐ মূত্র স্বভা-  
বিক অপেক্ষা গাঢ় য়াযুবার কলার হয় এবং উহাকে অধিক  
উষ্ণ করিয়া উহাতে অল্প হাইড্রোক্লোরিক য্যাসিডমিশ্রিত করিলে  
রক্ত বর্ণ হয় এবং পরে ঐ মূত্র শীতল হইলে উহার নিচে,  
নীলের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ সেডিমেন্ট পড়ে ।

বেড়ায়, পিস্তুজ্ব ব্যাধি হইলে বিন্দু বিন্দু হইয়া ছড়িয়া পড়ে, কফজ রোগে তৈলবিন্দু ঘন হইয়া স্থির থাকে, সন্নিপাত রোগে তৈলবিন্দু ডুবিয়া পড়ে ও ভাসিয়া উঠে, বায়ুরোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিস্তুরোগে রক্তবর্ণ, কফরোগে কেনযুক্ত, ঘনভে

শর্করা পরীক্ষা-(১) পটাস পরীক্ষা-বে. নলীতে মূত্র পরীক্ষা করা যায় তাহাতে অর্ধেক মূত্র ও অর্ধেক লাইকর-পটাস মিশ্রিত করিয়া ফোটাইলে উহা ঘোর পিঙ্গল বর্ণ হয়, কিন্তু শর্করা না থাকিলে উহা অস্প ঘোর হয় । ইহাকে মুরস টেষ্ট (Moore's Test) কহে । (২) তাম্র পরীক্ষা-পরীক্ষা নলীতে অস্প পরিমাণে মূত্র লইয়া উহাতে ৩।৪ বিন্দু তুঁতেরজল মিশ্রিত করিলে যখন ঐ মূত্র ঈষৎ নীলবর্ণ হয় তখন উহাতে অস্প ২ করিয়া অর্ধেক পরিমাণে লাইকর পটাসী দিলে ঈষৎ নীলবর্ণ অকসাইড অব কপার অধঃপতিত হইবে, যদি উহাতে শর্করা থাকে তবে উহা তৎক্ষণাৎ পুনর্বার দ্রব হইয়া নীল বেগুনে বর্ণ হইবে । ঐ মিশ্রিত মূত্রে সস্তাপদিলে ঈষৎ পীত পিঙ্গল বর্ণ সব অকসাইড অব কপার অধঃপতিত হয়, কিন্তু যদি শর্করা থাকে তবে কৃষ্ণবর্ণ অকসাইড অব কপার অধঃপতিত হয় । ৩ । \* অন্তরুৎসেক পরীক্ষা (Fermentation Test) পরীক্ষানলী মূত্রে পরীপূর্ণ করিয়া উহাতে কয়েক বিন্দু ইয়েট বা সুরামণ্ড মিশ্রিত করত কোন পাত্রে মূত্র রাখিয়া তাহাতে ঐ নলী উপুড় করিয়া রাখিবেক, পরে ঐ নলী সহিত পাত্র কোন উষ্ণ স্থানে (৭০ বা ৮০ ডিগ্রি উষ্ণ) ২৪ ঘণ্টা স্থির ভাবে রাখিলে ঐ

মিশ্রিত বর্ণ, ও সন্নিপাতে কৃষ্ণ বর্ণ হয়, তৈলবিন্দু যদি মূত্র হইতে পূৰ্ব্বদিকে যায় তবে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়, দক্ষিণে যাইলে ক্রমশঃ আরোগ্য হয়, পশ্চিমে গমনে অম্প

মূত্রের শৰ্করা ম্যালকহল ও কারবনিক এসিডে পরিণত হইবে এবং উক্ত এসিড বিস্বরূপে উপরে উঠিবে এবং ঐ সময় উহার উপর সরের ন্যায় যে এক পদার্থ থাকে তাহা অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে অসংখ্য ইউরিটল দেখা যায় ।

৪।—মমিনেজটেষ্ট ( Maunenc's Test ) বাইক্লোরাইড অব টিনের সোলিউশনে ( বাইক্লোরাইড এক অংশ, জল দুই অংশ ) মেরুনো, ক্ল্যানেল বা অন্য কোন উর্ণানির্মিত বস্তুর টুকরা ভিজাইয়া সেই বস্তু অম্প উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিবেক ; এই বস্তু মূত্রে ভিজাইয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত ( ২৭০ বা ৩০০ ডিগ্রি ) করিলে যদি ঐ মূত্রে ড্রাক্সাশৰ্করা থাকে তাহা হইলে ঐ বস্তু তৎক্ষণাৎ ঈষৎ কটাকৃষ্ণবর্ণ হয় । এই পরীক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট ।

মূত্রে ড্রাক্সাশৰ্করা থাকিলে তাহার পরীক্ষার্থ সচরাচর নিম্নলিখিত মিক্শচর ব্যবহৃত হয় ।

|                                |     |     |          |
|--------------------------------|-----|-----|----------|
| বাইটার্টেট অব পটাস             | ... | ..  | ১৫০ অংশ  |
| ক্রিষ্টালাইজড্ কারবনেট অব সোডা | ... | ... | ১৫০ অংশ  |
| কক্টিক্ পটাস                   | ..  | ..  | ৮০ অংশ   |
| সল্ ফেট অব কপার                | ... | ..  | ৫০ অংশ   |
| জল                             | ..  | ..  | ১০০০ অংশ |

চিকিৎসাতে রোগ আরোগ্য হয়, উক্তরে যাইলেও ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হয়, কিন্তু যদি তৈলবিন্দু ঈশান কোনে বা অগ্নি কোণে যায়, তাহা হইলে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয় । বায়ুকোণে যাইলেও ঐরূপ হয়, যদি তৈলবিন্দু পুনঃ পুনঃ ডুবে ও ভাসে অথবা বিশাইয়া যায় তাহাতে মৃত্যুবৎ হইয়াও বাঁচে । ১৮৬

প্রথমে অম্প জলে ( উষ্ণ ) সোডা ও পটাস দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে সল্ফেট অব কপার চূর্ণ মিশ্রিত করিবেক ; অনন্তর উহাতে বাইটারট্রেই অব পটাস্ মিশ্রিত করিয়া ঐ লবণ উত্তম রূপে দ্রবীভূত হইলে পর অবশিষ্ট জল মিশ্রিত করত সমস্ত মিক্শচার ছাকিয়া লইবে । এই মিক্শচারের ২।৪ বিন্দু মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই মূত্রকে উষ্ণ করিলে যদি উহাতে দ্রাক্ষাশর্করা থাকে তাহা হইলে হরিত বা পীত বর্ণ সহ অক্সাইড অব কপার অধঃস্থ হয় ।

## জ্বরাদিকারং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

যতঃ সমস্ত রোগাণাং জ্বরো রাজেতি  
বিশ্রুতঃ । অতো জ্বরাদিকারোহি প্রথমং  
বক্ষতে ময়া ॥ ১৮৭

সকল রোগের জ্বরই রাজ্য এই হেতু প্রথমেই জ্বরাদিকার  
বর্ণিত হইতেছে । ১৮৭

দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধঃ রুদ্রনিশ্বাস সন্তবঃ ।  
জ্বরোহৃষ্টধা পৃথগদ্বন্দ্ব সংঘাতাগন্তুজঃ  
স্মৃতঃ ॥ ১৮৮

দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবকে অপমান করাতে তিনি অত্যন্ত  
ক্রোধান্বিত হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাহাতে অষ্ট  
প্রকার জ্বরের উৎপত্তি হয় যথা। বাতিক, পৈত্তিক, বাত-  
পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, ত্রৈদোষিক  
ও আগন্তুজ । ১৮৮

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্বরোগাগ্রজো বলী ।  
জ্বরঃপ্রধানং রোগাণামুক্তো ভগবতা  
পুরা ॥ ১৮৯

পূর্বকালে ভগবান কহিয়াছেন যে, জ্বর মন, দেহ, ও  
সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে তাপিত করে আর সকল রোগের



অগ্নেই জন্মায় এবং সমস্ত রোগাপেক্ষা অধিকতর বলবান  
মৃতরাং সর্বাপেক্ষা প্রধান । ১৮৯

জন্মাদৌ নিধনেচৈব প্রায়োবিশতি দে-  
হিনঃ । স্নাতেদেব মনুষ্যেভ্যো নান্যো  
বিবহতে ভুতং ॥ ১৯০

ডিম্বের আদিতে ও মৃত্যু পর্যন্ত দেহিদের দেহে প্রবেশ  
করে । মনুষ্য বতিত অন্যকোন ছাবর জন্মের ইহার উদ্ভাপ  
সহিতে পারেনা । ১৯০

মিথ্যাহার বিহারাত্যাম দোষাহামাশয়া-  
শ্রয়াঃ । বহিনিরস্য কোষ্ঠাগ্নিঃ জ্বরদা-  
ন্য রসানুগাঃ ॥ ১৯১

অনুচিত আহার ও বিহারে বায়ু, পিত্ত, কক, পক্ষাশয়ে  
অর্থাৎ আমাশয়ে গিয়া তথা হইতে জঠরাগ্নিকে দেহের বাহ  
প্রদেশে নির্গত করত সকল শরীরকে তাপিত করে আর  
বায়ু, পিত্ত ও কক বিরুদ্ধ হইয়া জ্বরের কারণ হয় । ১৯১

শ্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্বাক্ষ গ্রহণন্তথা ।  
যুগপদ্ যত্র রোগেচ স জ্বরোব্যপদি-  
শ্যতে ॥ ১৯২

ঘর্ম্ম রহিত, শরীর সন্তাপ ও সকল শরীর বেদনা এই সকল  
লক্ষণ এককালে যে রোগে হয় তাহাকে জ্বর কহে সন্তাপ  
দেহ ইন্দ্রিয় ও মন সকলেরই হয়, শ্বেদাবরোধ অর্থাৎ ঘর্ম্ম-

ভাব ও অগ্নিরঅবরোধ এই সমুদায় লক্ষণ একত্রে হইলে  
জ্বর কহিতে পারা যায় নতুবা ইহার কেবল এক লক্ষণে জ্বর  
কহিতে পারা যায় না ১৯২

অমোহরতি বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নশ্লবঃ ।  
ইচ্ছাৎসেবৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপা-  
দিষু ॥ জন্তাঙ্গমদৌগুরুতা, রোম হর্ষোহ-  
রুচিস্তমঃ । অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎ  
পৎস্যতি জ্বরে ॥

তৈর্বেগবন্তির্বহুধা সমুদ্ভূতৈ বিমার্গগৈঃ ।  
বিক্ৰিপ্যমাণোহনুরাগ্নি ভবত্যাশু বহিস্ত-  
রঃ ॥

রুগন্ধি চাপ্যপাং ধাতুং যস্মান্তস্মাজ্জরা-  
তুরঃ । ভবত্যতুষ্ণ গাত্রশ্চ নচ শ্বিধ্যতি  
সর্বশঃ ॥

দৌর্বল্যমবিপাকশ্চ প্রলাপশ্চ ভ্রমঃ  
ক্রমঃ । শীলবৈরুতমপ্পঞ্চ শরীরস্যাব  
সন্নতা । প্রদেঘো মুবুৰেভ্যশ্চ স্বধর্মেষু  
ন চিস্তনং । গুরুবাক্যেহত্যনুয়াচ বালেষু  
দেষ এবচ । পরিক্লেশনমত্যর্থং ভোজে  
মাল্যেহনুলেপনে । কটমূলবগোক্ষেষু

প্রিয়ত্বং দীর্ঘসূত্রতা । যুক্তস্য কর্মণো-  
হানিস্তথা কার্ষ্যে প্রতীপতা । নিদ্রা-  
ধিক্যমনিদ্রাচ বিনামো দন্তহর্ষণং । ভ-  
বন্ত্যেতানি লিঙ্গানি নরাণাং ভাবিনি  
জ্বরে ॥ ১৯৩

জ্বরের উদ্ভবে শ্রম করিতে পারেনা, অথবা বিনা শ্রমে  
শ্রাববোধ, মুখের বিরস, চক্ষুদ্রব, শীত বায়ু ও রৌদ্রাদিতে  
কখন ইচ্ছা কখন হেম হয়, অথবা অগ্নিতে ও জলেতে বাष्ণা-  
শূন্য, হাই উঠে, অঙ্গগ্রহ, শরীরভার ও লোমাঞ্চ, ভোজনদ্রব্যে  
স্পৃহা শূন্য, হর্ষাভাব, শীত বোধ, অন্য পথাবলম্বী, বেগবৃত্ত  
উদ্ধগামী, বায়বাদি কর্তৃক বিক্ষিপ্যমান, উচ্চাশ্ব শরীরে বর্হি-  
দেশে গমন করে এবং ডলকে বদ্ধ করে । এজন্য জ্বরার্তি  
ব্যক্তির শরীর উষ্ণ অথচ সর্পাঙ্গেতে বেদ বাহির হয়, দেহের  
দুর্মলতা ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক, বিনা কারণে বাক্যবিন্যাস,  
কার্য্য করণেতে ভ্রম, ভাবের অস্প বিপরীত ভাব, কার্য্যকরণে  
অপ্রবৃত্তি, মধুর দ্রব্যেতে ইচ্ছাভাব, স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও স্ব-  
ভাতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে অনিচ্ছা, গুরুজনের হিত বাক্য শ্র-  
বণে অপ্রবৃত্তি, বালকের জনতা বিষয়ে অসহ্যতা, নিয়মিত  
ভোজনে, মাল্য ধারণে ও চন্দনাদি লেপনে, অতিশয় বিরাগ  
ঝাল, অম্ল, লবণ দ্রব্যে ও গরম দ্রব্যে রুচি হয়, আশু কর্তব্য  
কর্ম্মে বহু বিলম্বে প্রবৃত্তি, নিবৃত্ত কার্য্যের হানি, কর্তব্য কর্ম্মে  
প্রতিবদ্ধকতা, অতিশয় নিদ্রা অথবা অনিদ্রা, মস্তকোত্তলনে  
অক্ষমতা ও দন্তকড়নড়ানি, ভবিষ্যৎ জ্বরেতে এইসকল লক্ষণ হয় । ১৯৩

বেপথু বিষমোবেগঃ কঠৌষ্ঠ পরিশো-  
 ষণং । নিদ্রা নাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রা-  
 গাং রৌক্ষমেবচ । শিরোহৃদগাত্র কণ্ঠ-  
 ত্ত্বৈরস্যং গাঢ় বিট্ কতা । শূলধ্বানে  
 জন্তুগণ্ড ভবত্যনিলজে জ্বরে । ভবন্তি  
 বিবিধা বাতবেদনাঃ পাদমুপ্ততা । পি-  
 ণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণশ্বনো বক্তৃকষায়তা ।  
 উরুসাদোহনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজা-  
 নুনোঃ । শুষ্ককাসবমী লোমদণ্ড হর্ষঃ  
 শ্রমভ্রমো । অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্-  
 প্রলাপোষকামিতা । নৃণামেতানি লি-  
 ঙ্গানি জানীয়াদ্বাতিকে জ্বরে ॥ ১৯৪

বাতবাহী নাড়ীতে শৈত্যাধিক হইলে শরীরে কম্প হয়।  
 রক্তের শৈত্যাধিক সংযোগবশতঃ রক্তবাহিনাড়ী অতিশয়  
 বাহিত হয়, হৃৎপদ্ম স্থানে উর্দ্ধ জনের অধঃপতনভাবে কণ্ঠ  
 এবং ওষ্ঠের মুকাবস্থা হয়, জলেতে বিষ সংযোগ দ্বারা নিদ্রা  
 হয় না, বায়ুর উর্দ্ধগতিবশতঃ হাঁচি হয় না, সর্বশরীরে বায়ুব  
 বল, রক্তপ্রাকৃতগাত্রতে কর্কশ ভাব হয়, মস্তক, হৃদয় ও গাত্রতে  
 যষ্ট্যাঘাতের ন্যায় পীড়া, মুখেতে দ্রব্য-স্বাদাভাব মনের  
 কঠিনতা, উদরে শূলবিক্রের, ন্যায় পীড়া এবং কঁপ হয় স-  
 র্বদা হাই উঠে, বায়ুজন্য জ্বরেতে এই সকল লক্ষণ হয় । 'নান'-  
 প্রকার বেদনা হয়, পাদদেশে স্পর্শজ্ঞানভাব, জজ্বাদেশহ

নাংসপিণ্ডের উর্দ্ধগতি, কর্ণে গম্ভীর শব্দ বোধ হয়, মুখেতে কষায় রসের স্বাদ বোধ, উরুদেশে বল হানি, হনুদেশে মুখ-  
ব্যাদনে শক্তির অভাব, সন্ধিস্থানে এবং জানুহয়ে সন্দিবাহী-  
তের ন্যায় ভাব, শুষ্ককাসি এবং বমি হয়, লোমসকল সোজা  
হয়, অঙ্গসংযোগে যার দন্তের ভাব কাষ্ঠ্যভাবে শ্রমবোধ  
কাষ্ঠ্যবিষয়ে মনোযোগাভাবও মূত্র, নেত্র বিষ্ঠাদিবর্ণ হয়, তৃষ্ণা  
হয়, অনর্থক বাক্যকথন, উষ্ণ বস্তু বাসনা এই সকল লক্ষণ বা-  
তিক জ্বরে জানিবে । ১৯৪

বেগন্তীক্ষ্ণোহতিসারশ্চ নিদ্রাপ্পত্ত্বং তথা  
বমিঃ । কঠৌষ্ঠ মুখনাশানাং পাকঃ  
শ্বেদশ্চ জায়তে ॥ প্রলাপো বক্তৃকটুতা  
মূর্ছাদাহৌ মদস্তৃষা । পীত বিমূত্র  
নেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রমএবচ ॥ তীব্রোন্মাদ  
রক্তকোঠাশ্চ শীতেচ্ছারুচিরেবচ । পি-  
ত্তোদ্ভবে জ্বরে লিঙ্গং প্রাহুরেতন্নী-  
ষিণঃ ॥ ১৯৫

নাড়ীতে বেগের তীক্ষ্ণতা, ভেদ, বমন, নিদ্রাভাব, কণ্ঠ-  
ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকা দক্ষ প্রায় হয়, প্রলাপ, মুখ তিক্তরস,  
মূর্ছা, শরীর দাহ এবং বমনেচ্ছা, পিপাসা, মল, মূত্র ও চক্ষু  
পীতবর্ণ, গাত্র ঘূর্ণায়মান, গাত্র অতিশয় উষ্ণ হয়, কাহা-  
রওবা, গাত্রে রক্তবর্ণ ঢাকা ঢাকা বাহির হয়, মহর্ষিরা পিত্ত-  
জ্বরে এই সকল লক্ষণ কহেন । ১৯৫

স্তমিত্যং স্তিমিতো বেগঃ আলস্যং মধু-  
 রাস্যতা । শুক্লমূত্র পুরীষত্বং শুভ্রতৃপ্তি-  
 রথাপিচ ॥ গৌরবংশীতমুৎক্রেদো  
 রোমহর্ষোহতি নিদ্রতা । প্রতিশ্যায়ে  
 হরুচিঃকাসঃ কফজেক্ষৌশচ শুক্লতা ॥ অ-  
 ত্যর্থং পিডকাদেহে প্রসেকঃ শ্লেষ্মনো  
 বমিঃ । শ্বসনং মূত্ৰতা বক্লেন্থাস্যাক্ষিমু  
 শুক্লতা । উষ্ণাতিলাষিতা চোপল্লেখো  
 হৃদি কফজ্বরে ॥ ১৯৬

কফজ্বরে রোগী এরূপ বোধ করে যেন কেহ জলযুক্ত বস্ত্র  
 দেষ্টন করিয়া দিয়াছে, নাড়ীর বেগ অল্প, অলসতা, মুখ সরস  
 শুক্ল, মূত্র ও মল শুভ্রিত হয় এবং ভোজন না করিয়াই আহার  
 তৃপ্তি বোধ, শরীর ভার, শীত, বমন, গাত্র রোমাঞ্চ, অতিশয়  
 নিদ্রা, মুখ ও নাসিকা হইতে জল নির্গত হয়, অরুচি, কাসি,  
 চক্ষু শুক্লবর্ণ, দেহেতে ঘাম রুদ্ধের ন্যায় অতিশয় পীড়া চক্ষু  
 ও নাসিকা হইতে জল পড়ে মুখ হইতে শ্লেষ্মা বমন হয়, না-  
 সিকাধার হইতে অতিশয় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে জঠরের অগ্নি  
 মান্দতা, মুখ ও নক্ষত্রে শ্বেতবর্ণ আভা প্রকাশ পায় ও ভর্জিত  
 দ্রব্যেতে অভিলাষ, শ্লেষ্মা অধিক জন্মিয়া হৃদয়ে অচলের ন্যায়  
 থাকে এই সকল লক্ষণ থাকিলে কফজ্বর কহে । ১৯৬

তৃষ্ণামুচ্ছ্রা। অমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শি-  
রোরুজা। কণ্ঠাস্য শোষবমথু রোম  
হর্ষোরুচিস্তমঃ। পর্বদেশচ জুস্তাচ বাত  
পিত্ত জ্বরাকৃতিঃ। অতি প্রবৃ্ত্তির্বা ক্যা-  
নাং বাত পিত্ত জ্বরে ভবেৎ ॥ ১১৭

তৃষ্ণা, মুচ্ছ্রা, অন ও দাহ হয়, নিদ্রা হয় না মস্তক বেদনা  
করে, গাল ও হস্তপাদাদির গ্রন্থি সকল যেন ছিঁড়িয়া বাইতেছে  
এরূপ বোধ আর হাইউচে, অতিশয় বাচালতা হয়, বাতপিত্ত  
জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। ১১৭

শৈমিত্যং পর্বণান্তেদো নিদ্রা গৌরব  
এবচ। শিরোগ্রহ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ-  
শ্বেদা প্রবর্তনং। সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ  
বাত-শ্লেষ্ম জ্বরাকৃতিঃ ॥ ১১৮

নাড়ীতে অস্প বেগবোধ, পর্বসকল ভাঙ্গিয়া গেল এমনত  
বোধ, নিদ্রা অধিক, মস্তক বেদনা করে, মুখ ও নাসিকা হইতে  
জল পড়ে, কাসি ও ঘর্ম্ম অধিক হয় না শরীরের তাপ অধিক  
হয় না এই সকল লক্ষণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মা জ্বর নিরূপণ  
হয়। ১১৮

কফপিত্ত প্রবৃ্ত্তিশ্চ শ্বেদস্তম্ভো মুহমুহঃ।  
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে চিহ্নান্যেতান্যপি ভব-  
ন্তিহি ॥ লিপ্ত তিক্তাস্যতা তন্না মোহাঃ

কাসোহরুচি স্তৃষা । মূহুর্দাহো মূহঃ-  
শীতং পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরাকৃতিঃ ॥ ১৯৯

মুখ হইতে বারম্বার কফ ও পিত্ত নিসৃত হয় ঘর্ম্ম হয় না  
পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরের এই সকল চিহ্ন এবং মুখ তিক্তরস, তন্দ্রা,  
মোহ, কাসি, অরুচি, তৃষ্ণা, মূহুর্মূহ শরীরের দাহ ও শীত  
অরু কথ কখন রোগীর নাড়ী স্তম্ভিতা হয়, কফপিত্তের প-  
রিবর্তন অর্থাৎ কোন সময়ে শ্লেষ্মা অধিক বোধ কখন বা  
পিত্ত অধিক বোধে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয় । ১৯৯

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থি সন্ধি শিরো-  
রুজা । সাস্রাবে কলুষে রক্তে নিভূর্ণে  
চাপি লোচনে । সম্বনৌ সন্ধৌ কণৌ  
কঠঃশুকৈরিবারুতঃ ॥

তন্দ্রামোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোহ-  
রুচিভ্রমঃ । পরিদক্ষা খরম্পর্শা জিহ্বা  
অস্তাঙ্গতাপরং । ঠীবনং রক্তপিত্তস্য  
কফেনোন্মিশ্রিতস্যচ । শিরসৌ লোঠনং  
তৃষ্ণা নিদ্রা নাশো হৃদিব্যথা । শ্বেদমূত্র  
পুৰীবাণাং চিরাদর্শনম্পশঃ । কৃশত্বং  
নম্রাতি গাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনং ।  
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাক্ষ-  
দর্শনং । সূকত্বং শ্রোতসাং পাকো



গুরুত্বমুদরস্যচ । চিরাৎ পাকশ্চ দোষা-  
 গাৎ সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ । দোষে বি-  
 দক্ষে নষ্টেহগ্নৌ সর্ব সৎপূর্ণ লক্ষণঃ ।  
 সন্নিপাত জ্বরোহসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য স্ততো-  
 হন্যথা । সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে  
 দ্বাদশেহপিবা ॥

পূর্ণঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হস্তিবা ।  
 সপ্তমী দ্বিগুণাটৈব নবম্যেকাদশী তথা ।  
 এষা ত্রিদোষমর্যাদা মোক্ষায়চ বধায়চ ।  
 সন্নিপাত জ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ ।  
 শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমু-  
 চ্যতে । এয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃ-  
 শ্রোতোহনুগামিনঃ ॥

তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং  
 নিশি । সদাবা নৈববা নিদ্রা মহান্  
 স্বেদোহথবা নবা । গীতনর্তন হাস্যাদি  
 বিকৃতেহা প্রবর্তনং । লিঙ্গান্যে তানি  
 মুনয়ঃ সন্নিপাতজ্বরে বিদ্যুঃ । দ্ব্যুলগ্নে  
 কোলুগ্নেষ্ট সূ্যহীন মধ্যাধিকৈশ্চষট্ ।  
 সমশ্চৈকো বিকারান্তে সন্নিপাতা জ্বয়ো-

দশঃ । ভ্রমঃপিপাসা দাহশ্চ গৌরবং  
 শিরসোব্যথা । বাতপিত্তোলুণে বিদ্যা-  
 লিঙ্গং মন্দকফে স্থরে । শৈত্যং কা-  
 সোহরুচিস্তম্ভা পিপাসা দাহরুখ্যথাঃ ।  
 বাতশ্লেষ্মোলুণে বিদ্যালিঙ্গং পিত্তাবরে  
 বিদুঃ । হৃদিঃশৈত্যং মুচ্ছদাহস্তৃষ্ণা মো-  
 হোহস্থি বেদনা । মন্দবাতৈ ব্যবস্যান্তি  
 লিঙ্গং পিত্ত কফোলুণে । সন্ধ্যস্থি শি-  
 রসঃ শূলং প্রলেপো গৌরবং ভ্রমঃ ।  
 বাতোলুণে স্যাদ্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্য-  
 শুষ্কতা । রক্তবিগ্নুত্রতা দাহঃ শ্বেদস্তৃ-  
 বলসংক্ষয়ঃ । মুচ্ছাচেতি ত্রিদোষে স্যা-  
 লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি ॥

আলস্যারুচি হ্রাস দাহবম্যরতি ভ্রমৈঃ ।  
 কফোলুণং সন্নিপাতং তম্ভা কাসেন চা-  
 দিশেৎ ॥

প্রতি শ্যাচ্ছৃদিরালস্যং তম্ভারুচ্যগ্নিমাদ-  
 বং । হীন বাতে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং শ্লে-  
 ষ্মাধিকেমতং ॥

শিরোরুক্ বেপথুঃ শ্বাসঃ প্রলাপশ্ছৃদ্য-

রোচকৌ । হীন পিত্তে মধ্যক্কে নিঙ্গং  
বাতাধিকেমতং ॥

শীতকৌ গৌরবং তন্দ্রা প্রলাপোহস্থি  
শিরোহতিরুক্ । হীন পিত্তে বাত মধ্য  
নিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকেমতং ॥

বাত বর্জ্যোহগ্নি দৌর্বল্যং তৃণ দাহোহ-  
রুচিভ্রমঃ । কফহীনে বাতমধ্যে নিঙ্গং  
পিত্তাধিকেমতং ॥

শ্বাসঃ কাসঃ প্রতিশ্যাযো মুখশোষোহ-  
তি পার্শ্বরুক্ । কফহীনে পিত্তমধ্যে  
নিঙ্গং বাতাধিকেমতং ॥

এতদ্বালুকিতদ্বাদাবন্যাথা পঠিতং যথা ॥  
বাতপিত্তাধিকৌ যস্য সন্নিপাতঃ  
প্রকুপ্যতি । তস্য জ্বরে হৃঙ্গমর্দস্তৃট্  
তালুশোষ প্রমীলকাঃ ॥ আধান তন্দ্রা  
রুচয়ঃ শ্বাসকাস ভ্রমশ্রমাঃ ॥ পিত্তশ্লেষ্মা-  
ধিকৌ যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি ।  
অন্তর্দাহো বহিঃশীতং তস্য তন্দ্রাচ ব-  
ভতে ॥ ভুদ্যতে দক্ষিণং পার্শ্বমূরঃশীর্ষ  
গলগ্রহাঃ । নিষ্ঠীবেৎ কফপিত্তঞ্চ তৃণ

কণ্ঠশ্চ দূয়তে ॥ বিভ্ভেদশ্বাস হিক্কাশ্চ  
 বাধন্তে সপ্রমীলকাঃ ॥ বন্ধুকন্ধুচতো  
 নাম্না সন্নিপাতা বুদাহতো ॥ শ্লেষ্মানি-  
 লাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি ।  
 তস্য শীতজ্বরো নিদ্রা ক্ষুভ্ৰণ পার্শ্বসং-  
 গ্রহঃ । শিরোগৌরবমানস্য সন্ধ্যান্তে  
 প্রমীলকাঃ ॥ উদরং দহ্যতে চান্য কটী-  
 বস্তিষ্চ দূয়তে । সন্নিপাতঃ সবিজ্ঞেয়ো  
 নকরীতি সুদারুণঃ ॥ বাতোল্লগঃ সন্নি-  
 পাতে যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি । তস্য  
 ভৃগুজ্বরশ্বানিষাৎপার্শ্বকণ্ঠবিলক্ষয়াঃ ।  
 পিণ্ডকাদ্বেষ্টনং দাহ উকমাদো বলক্ষয়ঃ ।  
 সরক্তশ্বাস্য বিগ্নুত্রং শূলং নিদ্রা বিপ-  
 র্যয়ঃ । নির্ভিদ্যতে গুদশ্বাস্য বস্তিষ্চ  
 পরিশুষ্যতি । আযম্যতে তিদ্যতেচ হি-  
 ক্তে বিলপত্যতি । মুচ্ছতি ক্ষায়তে  
 রোতি নাম্না বিক্ষুরকঃ স্মৃতঃ । পিত্তো-  
 ল্লগঃ সন্নিপাতে যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি ।  
 তস্য দাহ জ্বরো ঘোরো বহিরন্তশ্চ বর্দ্ধ-

তে । শীতঞ্চ সেবমানস্য কুপ্যতঃ  
 কফমাক্রতো । ততশ্চৈনং প্রবোধন্তে হি-  
 ক্বাস্থাস প্রমীলকাঃ । বিসৃচিকা পর্ব-  
 ভেদঃ প্রলাপো গৌরবংক্রমঃ । নাতি  
 পার্শ্বরুজা তস্য স্মিন্নস্যাশু প্রবৰ্দ্ধতে ।  
 স্মিদ্যমানস্য রক্তঞ্চ শ্রোতোভ্যঃ সংপ্রব-  
 র্ততে । অসাধ্যঃ সন্নিপাতাহয়ং শীঘ্র-  
 কারীতি কথ্যতে । নহি জীবত্যহোরা-  
 ত্রমেতেনারিষ্টবিগ্রহঃ ॥ ককোলণঃ

সন্নিপাতো বস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি । তস্য  
 শীতজ্বর স্বপ্ন গৌরবানস্য তন্দ্রয়ঃ । ছ-  
 দ্দিমৃচ্ছা তৃষা দাহ তৃপ্ত্যরোচক হৃগ্-  
 দ্রহাঃ । জীবনং মুখনার্ষ্যং শ্রোত্রেবা-  
 গ্নুদুষ্টিনিগ্রহঃ । শ্লেষ্মণো নিগ্রহাস্য  
 যদা প্রকুরুতেতিবকং । তদা তস্য ভৃশং  
 পিত্তং কুর্য্যাৎ সোপদ্রবং জ্বরং । নি-  
 গৃহীতেচ পিত্তেতু ভৃশং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ।  
 নিরাহারস্য সোহিত্যর্থং মেদো মজ্জাস্থি  
 ধাবতি । অথাত্র দ্বাতি ভুঙক্তেবা ত্রিরা-  
 ত্রং ন স জীবতি ॥ মেদোগতঃ সন্নিপা-

তঃ কফণঃ সমুদাহৃতঃ । কামাগ্রোহাজ  
লোভাজ তয়্যাক্ষৈবং প্রপদ্যতে ॥ হীন-  
মধ্যাধিকৈর্দোষৈঃ সন্নিপাতো যদা ত-  
বেৎ । তস্য রোগান্ত এবোক্তাঃ প্রায়ো  
দোষবলাশ্রয়াঃ ॥ ওজোবিস্রংসতে য-  
স্য পিত্তানিল সমুচ্চয়াৎ । স্ফুগাত্তস্ত-  
সীতাত্যাং শয়নে স্যাৎ চেতনঃ । অপি-  
জাগ্রৎ স্বপন্ জন্ত স্তম্ভানুশ্চ প্রলাপবান্ ।  
সংহৃষ্ঠরোমা স্তন্ধাক্ষে মন্দ সম্ভাপ বে-  
দনঃ । ওজো নিরোধজং তস্য জানী-  
য়াৎ কুশলোতিষক । সন্নিপাত জ্বরং  
কৃচ্ছ্রমসাধ্য মপরে বিদুঃ ॥ ২০০

### সন্নিপাত ।

কখন কখন দাহ, কখন কখন শীত, অস্থি ও সন্ধিস্থানে  
বেদনা, মস্তক বেদনা, চক্ষু বসিয়া যায় ও চক্ষুর কোন হইতে  
রক্ত নির্গত হয়, কর্ণের ভিতর বিবিধ প্রকার শব্দ বোধ, কণ্ঠ  
দেশে কাঁটা কাঁটা বোধ, তন্দ্রা, মুচ্ছা, অনর্থক বাক্যব্যয়, কাসি,  
অত্যন্ত ঘন ঘন নিশ্বাস, অরুচি, ভ্রান্তি, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ,  
খরস্পর্শ অর্থাৎ জিহ্বাতে অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিলে কাঁটা  
কাঁটা বোধ হয়, সর্বশরীর অবসন্ন হয়, আর মুখ হইতে জল  
রক্ত ও কফমিশ্রিত পিত্ত নির্গত হয়, শিরোনুষ্ঠান, অতিশয়  
তৃষ্ণা, নিদ্রা রহিত, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মলের অবরোধ

অনাহারে কৃশ হয়না, গ্রীবামধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ, তলপেটে লাল কিঞ্চিৎ কাল চক্রাকৃতি দাগ হয়, বাক্য রহিত, শ্রোত পথে ক্ষুদ্র ক্ষোটক হয়, পেট ভার বোধ ও দীর্ঘকালে দোষপাক ইত্যাদি লক্ষ্য থাকিলে সন্নিপাত জ্বর কহে ।

অগ্নিনষ্ট ও দোষবদ্ধ হয় এজন্যই সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য, অন্য প্রকার জ্বর ক্রমশে আরোগ্য হয়, ইহার বুদ্ধিকাল সপ্তম, নবম, একাদশ, চতুর্দশ, অষ্টাদশ ও দ্বাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত । এই ত্রৈদোষিক জ্বরে কেহবা রক্ষা পায় কাহারও বা মৃত্যু হয় ।

সন্নিপাত জ্বরে কর্ণমূলে ভয়ানক শোথ হয় তাহাতে কদাচিত্ কেহ রক্ষা পায়, আরো গাত্রে শীত হয়, দিবসে ঘোর-তর নিদ্রা হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয়না কিঞ্চিৎ সর্পদাই নিদ্রা হয় অথবা একেবারেই নিদ্রা হয়না, কখন অনেক ঘর্ম্ম হয় কখন কখন একেবারেই ঘর্ম্ম হয় না । বিকৃতরূপগান, নৃত্য ও হাস্যেতে প্রবৃত্তি ও বিকার বর্জন দ্রব্যোতে ইচ্ছা ।

মুনিরা সন্নিপাত জ্বরে এই সকল লক্ষ্য কহেন ।

এক প্রধানে তিন প্রকার, দ্বন্দ্বোতে তিন প্রকার, অর্দ্ধাংশে তিন প্রকার, অর্দ্ধাংশে অধিক তিন প্রকার ও সমভাবে, এক প্রকার এইরূপ সন্নিপাত বিকার ত্রয়োদশ প্রকার যথা বাতোলুন, পিত্তোলুন, কফোলুন, বাতপৈত্তিকোলুন, বাতশ্লেষ্মিকোলুন, পিত্তশ্লেষ্মিকোলুন, বায়ুপ্রধান, বাতপৈত্তিকোলুন, শ্লেষ্মা প্রধান বাতশ্লেষ্মিকোলুন, পিত্তপ্রধান পিত্তশ্লেষ্মিকোলুন, বায়ু পিত্ত সমান উলুন, বায়ু কফ সমান উলুন, পিত্তশ্লেষ্মা সমান উলুন, বায়ু পিত্ত সমান উলুন, এই ত্রয়োদশ উলুন কালস্বরূপ ভ্রান্তি,

জলেচ্ছা, গাত্র দাহ, মস্তকের গুরুতা ও বেদনা, বাত, পিত্ত প্রধান অঙ্গ ককবিশিষ্ট জ্বরে এই লক্ষণ হয় ।

গাত্রের শীতলতা, কাসি, ভোজনদ্রব্যে ইচ্ছাভাব, চক্ষু ক্ষণিক মুগ্ধের ন্যায় অবস্থা, পুনঃ পুনঃ জলপানেচ্ছা, মরীচাদি কাল দ্রব্য লেপনে জ্বালাবৎ পীড়া, মষ্ঠ্যাঘাতবৎ পীড়া ও শরীরের সর্কাজ্জ কামড়ায় । অঙ্গ পিত্ত বাতশ্লেষ্মা প্রধান জ্বরের এই লক্ষণ ।

উদরস্থ পদার্থের উক্ষীরণ, গাত্রে পুনঃ পুনঃ জ্বাল, অতিশয় জলপানেচ্ছা, ইন্দ্রিয় বৃদ্ধির জ্ঞানশূন্যতা ওহাড়েতে চর্কিত দ্রব্যের ন্যায় কামড়ায় । অঙ্গ বায়ুপিত্তকক প্রধান জ্বরের এই লক্ষণ ।

শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলন স্থানে, অস্থিতে মস্তকে, ত্রিশূল বিদ্ধের ন্যায় কামড়ায়, সর্কাজ্জ জললিপ্তের ন্যায় বোধ, শরীরের গুরুতা, অতিশয় জল পানেচ্ছা, গলদেশে ও জল মুখে শূন্যতা । হীনপিত্তককবাত প্রধান জ্বরের এই সকল লক্ষণ ।

মল ও মূত্র রক্ত বর্ণ হয়, শরীরের জ্বলনবৎ পীড়া, জল পানেচ্ছা, লোমকূপ হইতে শরীরস্থ জল নিঃসরণ ও জ্ঞানে-  
ন্দ্রিয়ের আবরণতা পিত্ত প্রধান ত্রিদোষ জ্বরের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে !

সর্ষদা বায়ুর উন্মাদি হইয়া শরীরকে পীড়িতকরে ভোজ্য বিষয়ে অনিচ্ছা উপস্থিত, বমনেচ্ছা, গাত্র জ্বলন, বমন ক-  
রণে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত, ব্যক্তবিষয়ে স্মৃতির অভাব, অর্জিত মূদ্রিত নয়নে নিদ্রাবস্থা, ফুসফুস অপরিপক্ব শ্লেষ্মা দ্বারা আ-



বৃত্ত থাকাতে গতি রোধের ন্যায় আগবায়ুর পুনঃ পুনরুজ্জ্বলনে প্রকাশ। শ্লেষ্মা প্রধান ত্রিদোষ জ্বরের এই লক্ষণ ।

চক্ষু ও নাসিকা দ্বারা জলশ্রাব, হৃদী, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি ও উদরস্থ অগ্নির পাচকতাব ও অল্প বায়ু মধ্যম পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রধান ত্রিদোষ জ্বরের এই লক্ষণ ।

অন্তর্দাহে দেহের বাহ্য প্রদেশে শীত বোধ, তন্দ্রা ও দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা এবং উরস্থল, মস্তক ও গলদেশ অব-রোধ । বন্ধু সন্নিপাতের এই লক্ষণ হয় ।

কক, পিত্ত বমন হয়, জল পানেচ্ছা, কণ্ঠ বেদনা, মলভ্রা, শ্বাস, হিকা ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ থাকিলে কঙ্ক ক সন্নিপাত কহে ।

বাত শ্লেষ্মা সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ হয় যথা কম্প হইয়া জ্বর হয়, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পার্শ্ববেদনা, মস্তকের গুরুতা, আলস্য, ঘাড় নাড়িতে অসমর্থ হয়, তন্দ্রা, আনাশয়ে স্থল। এবং কটিনেণে ও বস্তিদেণে বেদনা করে ইহাকে মকরীও কহে ।

বাতোল্লু সন্নিপাতের লক্ষণে তৃষ্ণা, অতিশয় শ্বাস, পরি বর্ত্তন, পার্শ্ববেদনা ও দৃষ্টিনীনতা, পায়ের দুই ডিম কানড়ায়, দাহ উরুদ্বয়ে অবসন্নতা ও বলহানি, মল মূত্ররক্তবর্ণ, স্থানে স্থানে বেদনা, অনমনয়ে নিদ্রা ও মলবার টাটায়, বস্তিদেণে চুপাষিয়া বায়, আলস্য ভাঞ্জে, হিকা হয়, প্রলাপ হয়, কখন মূর্ছা হয় কখন রোদন করে ইহাকেও বিক্ষুরক কহে ।

আলস্য, অরুচি, কক বদ্ধতা, দাহ, বমি, অনিচ্ছা, ভ্রান্তি, তন্দ্রা ও কাসি । ককোল্লু সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ হয় ।

শীরঃপীড়া ও কম্প, শ্বাস, প্রলাপ, হৃদী, অরুচি, ভোজ্য

দ্রব্যে অনিচ্ছা । বায়ুপ্রধান পিত্তহীন ককমধ্যম সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ ।

কক হীন ও বায়ু মধ্যম, পিত্তাধিক্য হইলে এই সকল লক্ষণ হয়, বাতবর্জ অর্থাৎ বায়ু ও মল নিঃসরণ হয়, অগ্নিনান্দ্য, জল পানেচ্ছা, দাহ, অরুচি ও ভ্রান্তি ।

শ্বাস কানি ও চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, মুখশোষ, পার্শ্ববেদনা, এই সকল লক্ষণ ককহীন, পিত্তমধ্যম ও বাতাধিক্য জরে হইয়া থাকে ।

ভল্লুকী তন্ত্রে অন্য প্রকার পাঠ আছে যথা বাতপিত্তাধিক অঙ্গমর্দন, তৃষ্ণা, তালুশোষ, আপান, তন্দ্রা, অরুচি, শ্বাসকাসি, ভ্রান্তি ও শ্রববোধ । পিত্তশ্লেষ্মাধিক জরে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে ।

পিত্তোল্লগ্ন সন্নিপাতের এই লক্ষণ, শরীরে বাহ্য প্রদেশে ও অভ্যন্তরে প্রদাহ হইয়া যোৱন্তর জ্বর হয়, তাহাতে শীতল করিলে কক ও বায়ু কুপিত হয়, তারপর রোগীর হিকা, শ্বাস, তন্দ্রা ও বিস্মৃচিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় যথা-হাতে ও পায়ে থিল ধরে, প্রলাপ, দেহের ভার, ক্লান্তি, নাভির পার্শ্বে বেদনা করে, রক্ত সকল জলবৎ হইয়া শীঘ্র অতিশয় ঘর্ম্মবৃদ্ধি হওয়াতে রক্তস্রোতের অবরোধ হয় । এই সন্নিপাত অসাধ্য এই নিমিত্ত ইহাকে শীঘ্রকারী কহে । ইহা দ্বারা সনস্ত দিবা রাত্রি নব্যে শরীরে মৃত্যুচিহ্ন উপস্থিত রহিয়া রোগী মৃত্যু হয় ।

বাহ্যর কফোল্লগ্ন সন্নিপাত হয় তাহার শীতবোধ হইয়া জ্বর হয়, শ্বপ্ন, দেহভার, আলস্য, তন্দ্রা, হৃদ্বি, মৃচ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, অনাহারে তৃপ্তিবোধ, অরুচি, বক্ষঃস্থলে বেদনা, হাই

উঠে, মুখের নিষ্কৃতা, শ্রবণ রহিত, দৃষ্টি রহিত ও বাকরোধ হয়। ইহাতে শ্লেষ্মা দমন করিলে পিত্ত অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া অনাহারী ব্যক্তির মেদ, অস্থি ও মৰ্জ্জাকে অনুধাবন করে। ইহাতে স্নান করুক বা অনাহারই করুক ত্রিরাত্রি মাত্র জীবিত থাকে ।

সন্নিপাত মেদগত হইলে তাহাকে কপস্বন কহে । ইহা কামেতে, মোহেতে, লোভেতে ও ভয়েতে উৎপন্ন হয় । হীন, মধ্য ও অধিক দোষেতে যে সকল সন্নিপাত উৎপন্ন হয় উহার। প্রায় দোষ আশ্রয় করিয়াই হয়, তাহাতে বাত পিত্তের বৃদ্ধি হওয়াতে যাহার বল ক্ষয় হয় সেই রোগীর গাত্র শুষ্ক ও শীতে শয্যায়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, ক্লান্ত অবস্থায় তন্দ্রালু ও মুমুপ্তাবস্থায় প্রলাপ আর সৰ্ব্ব শরীর রোনাঞ্চ হয়, শরীরে অবসন্নতা ও দেহের উদ্ভাপ অতি অল্প থাকে এই প্রকার হইলে চিকিৎসকের। বলহীন জানিবেন ।

সন্নিপাত জ্বর কখন অসাধ্য ও কখন কখন কুচুসাধ্য হয় । ২০০

নিদ্রাপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যা ক্তৌ-  
জসং । সংন্যস্তগাত্রং সংন্যাসং বি-  
দ্যাং সৰ্ব্বাঙ্গকে জ্বরে ॥ ২০১

যে জ্বরে অতিশয় নিদ্রা হয় তাহাকে অভিন্যাস কহে । অতিশয়দুৰ্বল হইলে, হতৌজস কহে । আর সকল গাত্র অব-  
সন্ন হইলে সংন্যাস কহে । ২০১

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃ শ্রোতোহ-  
নুর্গামিনঃ । অামাতিবৃদ্ধ্যা গ্রথিতা ধু-  
ক্কীন্দ্রিয়মনোগতাঃ ॥ জনয়ন্তিমহাঘো-  
র মতিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ং । শ্রুতৌ নে-  
ত্রে প্রসুপ্তিঃ স্যান্নচেষ্টাং কাঞ্চিদীহতে ।  
নচদৃষ্টির্ভবেত্তস্য সমর্থী রূপদর্শনে ॥  
নভ্রাণং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বু-  
ধ্যতে । শিরোলোঠয়তেহত্নীক্লু মাহারং  
নাভিনন্দতি । কুজতি তুদ্যতে চৈব প-  
রিবর্তনমীহতে । অম্পং প্রভাসতে কি-  
ঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্চতে ॥

নাতৃষ্ণশীতোহম্পসংজ্ঞে । ভ্রাতৃপ্রেক্ষী হত  
প্রভঃ । সাক্ষনিভূগ্নহৃদয়ো । তন্তুদেষী  
হতস্বরঃ । খরজিহ্বাঃ শুষ্ককণ্ঠঃ শ্বেদবি-  
গ্নুত্র বর্জিতঃ । শ্বসনঃপতিতঃ শেতে  
প্রলাপোপদ্রবৈষতঃ । তমতিন্যাসমি-  
ত্যাহুর্হতৌজস যথাপরে ॥ ২০২

তিন প্রকার দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া  
যথা কুসকস, যকৃত ও সমুদায় স্নায়ুগুণল স্বাধিকার্য্য করণে অসমর্থ  
হওয়াতে শ্রোত সকল বদ্ধ হয়, তাহাতে আন্দের বৃদ্ধি হইয়া

ইন্দ্রিয় ও মনের বিকার জন্মায় চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয় অসাড়, শ্রাণ ও স্পর্শন করিতে অসমর্থ, সর্ষদ। মস্তক চালে, আহার দিলে খাইতে পারে না, ঈষদ শীতোষ্ণ, অঙ্গ সংজ্ঞা, সর্ষদ। ভ্রাস্তি বোধ, দেহ লাভণ্যের হ্রাস, অশ্রু সহিত, হৃদয় নিভুগ্ন বোধ, অ-  
 ন্নে অরুচি, স্বরতঙ্গ, খরজিহ্বা অর্থাৎ শুষ্ক, কণ্ঠাশুষ্ক, ঘর্ম্ম, মল ও মূত্র রহিত, শুকাইয়া থাকে, ঘন ঘন নিশ্বাস কৈলে প্রলাপ ও পূর্বোক্ত উপদ্রব থাকিলে তাহাকে কেহ অভিন্যাস ও কোন চিকিৎসকেরা হর্তোজস কহে । ২০২

বিবিধাতিঘাতাচ্চ রোগোথানাং প্রপাকতঃ ।  
 অমাং ক্ষয়াদজীর্ণাচ্চ বিষাং সাত্ত্বার্ভুপয্যা-  
 য়াং । তত্রাতিঘাতজো বায়ুঃ প্রায়ো রক্তং  
 প্রদুষয়ন্ । সব্যথা শোথবৈবর্ণং • জ্বারপাদ  
 য়েচ্ছ শং ॥ ২০৩

বিবিধ প্রকার অতিঘাত হইতে অর্থাৎ লগুড় কিম্বা কোন অস্ত্রবার। আঘাত হইলে অথবা অতিশয় শ্রম, বলক্ষয়, অজী-  
 র্ণ, বিষ পানাদি হইতে যে ক্ষয় হয় তাহাকে অতিঘাত ক্ষয় কহে । আরও অতিঘাত ক্ষরে বায়ু কুপিত ও রক্তদূষিত ও সর্ব শরীর শোথ হইয়া দেহ বিবর্ণ হয় । ২০৪

আগন্তু জায়তে দোষো যথাস্বতং বিতাবয়েৎ ।  
 শ্যাবাস্ম্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এবচ ॥  
 তক্তারুচিঃ পিপাসাচ তোদশ্চ সহমূচ্ছয়া ।  
 ওষধি পুষ্পগন্ধাচ্চ শোকান্নক্ষত্র পীড়নাং ।

অভিচার্য্যাতিশাপাত্যাংমনোভূতাতিশঙ্কয়া ॥  
 স্ত্রীণাঞ্চৈবাপ্রজাতানাংপ্রজাতানাংতথাহিতৈঃ ।  
 স্তন্যাবতরণেচৈব জ্বর দোষৈঃ প্রবর্ততে ॥  
 কামজে চিত্ত বিভ্রংশ স্তম্বালস্য মতোজনং ।  
 ভয়াং প্রলাপঃ কোপাচ্চ শোকাচ্চতবেৎবেপথু  
 অভিচার্য্যাতিশাপাত্যাং মোহস্তৃষ্ণাচ জায়তে ।  
 ভূতাতিষঙ্গা'দুদ্বৈগো হাস্য রোদন কম্পনং ॥০৪

আগন্তুক জ্বরের তিন দোষ যথা, বায়ু, পিত্ত, কফের কোপ  
 অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্য্য না হওয়া, বিষপানে মুখ কৃষ্ণবর্ণ, জল  
 বৎ ভেদ, অমেয়রুচি, পিপাসা, মূচ্ছার সহিত বেদনা\*ওষধি  
 অর্থাৎ কোন প্রকার বিষাক্ত ভূতের ও বিষাক্ত পুষ্ণের আ  
 ভ্রাণে শোকে নক্ষত্র পীড়ন হেতু অগন্যাগমন, দুষ্ট ব্যক্তি কোন  
 করণে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে নন্দ স্বত্যয়নাদি করিলে  
 যে জ্বর হয় তাহাকে অভিষাপ জ্বর কহে । মন মধ্যে  
 ভূতান্নির শঙ্কা ।

কাম করে মনের ব্যাকুলতা, তন্দ্রা, আলস্য, আহারে অনিচ্ছা  
 হয়, ভয়জ্বরে প্রলাপ হয়, শোকজ্বরে ও ভয়জ্বরে কম্প হয়  
 অভিচার ও অভিষাপ জন্য হইলে মোহ ও তৃষ্ণা হয়, ভূতোপ-  
 স্তচিহ্ন হইলে মনের চঞ্চল্য, হাস্য, রোদন ও কম্প হয় । ২০৪

\* ওষধি অর্থাৎ শম্য সকল পক্ষ হইয়া প্রথম কদলে  
 যে সকল উদ্ভিদ মরিয়া যায় তাদের ওষধি কহে ।

কামশোকতয়া বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং এয়ো-  
হমলাঃ । ভূতাত্তিগ্ধাৎ কুপ্যন্তি ভূত সামান্য  
লক্ষণঃ ॥২০৫

কাম, শোক ও ভয়জ্বরে বায়ু প্রকুপিত হয়, ক্রোধে পিত্ত  
প্রকুপিত সামান্য ভূতাদির সম্বন্ধেই এই লক্ষণ হয় । ২০৫

দোষোৎপোহিত সংভূতোঃ জরোৎসৃষ্টান্যব  
পুনঃ । ধাতুমন্য তমংপ্রাপ্য কুরোতি বিষম  
জ্বরং ॥ সর্বাস্তদহনঞ্চৈব স্থানিদ্রাধীধৃতিক্ষয়ঃ  
ধ্যানং নিশ্বাস বহুলং লিঙ্গংকামজ্বরে স্মৃতং ।  
শোকজে বাষ্পবহুলং জ্বাস প্রায়ং ভয়জ্বরে ।  
ক্রোধজে বহু সংরক্তং ভূতাবেশে ভুমানুবৎ ।  
যঃস্যাদনিয়তাং কালং শীতোক্তাত্যাং  
তথৈবচ । বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ  
স বিষমঃ সূতঃ ॥ ২০৬

অহিত জন্য জাত অপি প্রকুপিত দোষ প্রণমাবস্তাতেই  
হউক বা জ্বামুক্ত হইয়াই হউক অন্য কোন ধাতুকে প্রাপ্ত  
হইলে বিষম জ্বর হয় । কামজ্বরে সর্বাস্ত 'দহন', অনিদ্রা, বুদ্ধি  
ও ধৈর্য্যতাব ক্ষয় হয় । জ্বরজন্য চিন্তা, অর্থাৎ যে বিষয়  
ভাবিয়া জ্বর হইয়াছে সর্বদাষ্ট তচ্ছিন্তা ও অত্যন্ত  
নিশ্বাস বাহুল্য এই সকল থাকিলে কামজ্বর কষ্টে ।  
শোকজের আতান অশ্রু নির্গত হয় । ভয়জ্বরে অত্যন্ত

ত্রাস ও অমানুষ অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বিকৃত্যাকার  
 বিভীষিকা দর্শন করে । ক্রোধজ্বরে রোগী কখন গালি  
 দিতে থাকে ও কখন বা প্রহার করিতে উদ্যত হয় । অনিয়ত  
 কাল শীত ও উষ্ণ হইয়া নাড়ীরবেগ বিষম হইলে, অগ্নি  
 রোগে বৃহৎরোগের চিকিৎসা করণ, সাম্মিপাতিক জ্বরের দ্বাবিৎ  
 শতি দিবসের স্থিতি করণ অথবা জ্বরকালীন বীৰ্য্য স্থলন  
 স্ত্রীসঙ্গ ও স্বপ্নদোষ এই সকল কারণে জ্বর বিষমতা প্রাপ্ত  
 হয় । ২০৬

সন্তত সততান্যোদ্যন্তৃতীয়ক চতুর্থকান্ ।

সন্ততো রসরক্তস্থঃ সোন্যোদ্যঃ পিশিতা-  
 শ্রিতঃ ॥ মেদোগত স্তৃতীয়েহ্ছি অস্থি-  
 মজ্জগতঃপুনঃ ! কুর্য্যাচ্চাভুর্থকং ঘো-  
 র মন্তকং রোগ সঙ্করং ॥২০৭

সন্তত জ্বর রস ও রক্তাশ্রয় করিয়া হয়, অন্যোদ্য মাং-  
 সাশ্রয় করিয়া হয়, তৃতীয়ক মেদগত হইয়া হয় ও চতুর্থক  
 জ্বর অস্থি ও মজ্জা গত হয় । ২০৭

সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথা-  
 পিনা ; সন্ততং যোঃ বিনর্গান্যং -  
 সনিগদ্যতে ॥২০৮

সপ্তম দিবস অতর, দশ দিবস অতর, দ্বাদশ দিবস  
 অন্তর যে জ্বর হয় তাহাকে সন্ততং বিনর্গান্যং - সনিগদ্যতে



অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ততে ।

অন্যেদ্যুক্ষত্বহোরাত্র এককালং প্রবর্ততে ॥২০৯

যে জ্বর হইয়া একবার মগ্ন না হয় অথচ দিবারাত্রি অষ্ট প্রহর সমানে ভোগ হয়, দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার হয়, তাহাকে দ্বৌকালিন জ্বর কহে । আর অন্যেদ্যুঃ নামক জ্বর অহোরাত্র একই ভাবে ভোগ হয় । ২০৯

তৃতীয়কস্তুতীয়েহহ্নি চতুর্থহ্নি চতুর্থকঃ ।

কেচিদ্ভূতাভিসঙ্গোথং ব্রুবতে বিষমজ্বরং ॥২১০

তৃতীয়ক জ্বর এক দিবস অন্তর হয়, চতুর্থক জ্বর দুই দিবস অন্তর হয় আর ভূতাভিসঙ্গ জ্বরকেও কেহ বিষম জ্বর কহে । ২১০

কফপিত্তাত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাঘাতকফাত্মকঃ ।

বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাত্তৃতী-

য়কঃ ॥২১১

তৃতীয়কজ্বর তিন প্রকার । যথা-কফপিত্ত জন্য হইলে ত্রিকান্ধি বেদনা করে । বাতশ্লেষ্মিক জন্য হইলে পৃষ্ঠদেশ বেদনা করে ও বাতপিত্ত জন্য হইলে মস্তক বেদনা করে । ২১১

চাতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্ব-

\* মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে ও গুহদ্বারের উপরিভাগে যে চারিখানি ক্ষুদ্র, অগ্নি একত্রে ত্রিকোণবৎ হইয়াছে, তাহার নাম ত্রিকান্ধি ইংরাজীতে অসককসিস (Coccyx) কহে ।

রঃ । জজ্ঞাত্যাং শ্লেষ্মিকং পূর্বং শি-  
রাপোহনিলসম্ভবঃ ॥২১২

চাতুর্থক জ্বর দুই প্রকার । যথা-শ্লেষ্মিক চাতুর্থক ও বায়ুজ  
চাতুর্থক, শ্লেষ্মিক চাতুর্থকে জজ্ঞা বেদনা ও বায়ুর নিমিত্ত হইলে  
মস্তক বেদনা করে । ২১২

বিষমজ্বর এবান্যচাতুর্থক বিপর্যয়ঃ ।  
ত্রিবিধো ধাতুরেকৈকো দ্বিধাশ্চ কুরো-  
তিষৎ ॥ অস্থিমজ্জাগতো দোষশ্চতুর্থক  
বিপর্যয়ঃ । মধ্যোহহনি জ্বরয়ত্যা দাবন্তে  
চমুঞ্চতি ॥ ২১৩

বিপরীত চতুর্থজ্বরকে ও বিষমজ্বর কহে । যথা-দুই দিন জ্বর  
হয়, এক দিবস হয় না, পুনর্বার দুই দিবস জ্বর হইয়া এক দিবস  
বিশ্রাম থাকে । মজ্জাগত হইলে বিপরীত চাতুর্থক কহে । ২১৩

নিত্যং মন্দজ্বরোরুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি ।  
স্তন্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাত বলাং  
শকী ॥ ২১৪

যে ব্যক্তির বাতশ্লেষ্মিক ধাতু তাহার শ্লেষ্মা প্রধান হইয়া  
যে জ্বর হয় তাহার লক্ষণ । অম্প অম্প জ্বর, দেহ শুষ্ক ও অঙ্গ  
সকল শৈথিল্য হইয়া অবসন্ন হয়, ইহার নাম শূলক জ্বর । ২১৪

প্রলিম্পান্নিব গাত্রাণি ঘর্মেণ গৌরবেনবা ।

মন্দজ্বর বিলেপীচ স শীতঃ স্যাৎ প্রলেপ-  
কঃ ॥ ২১৫

দেহের ভার, অত্যন্ত ঘর্ম্মদ্বারা দেহ লিপ্তও সর্বদা অম্পদ  
জ্বরে শরীর শীতল থাকিলে তাহাকে প্রলেপক জ্বরকহে । ২১৫

বিদক্ষেহ্নরসে দেহেন্নে অপিত্তে ব্যবস্থিতে ।  
তেনাৰ্কিঃ শীতলং দেহে চার্কিঞ্চোষ্ণং প্র-  
জায়তে ॥ কায়ে দুৰ্ঘটং যদা পিত্তং শ্লে-  
ষ্মাচান্তে ব্যবস্থিতঃ । তেনোষ্ণত্বং শরী-  
রস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ কায়ে-  
শ্লেষ্মা যদা দুৰ্ঘটঃ পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতং ।  
শীতত্বং তেন গাত্রাণাম্ণত্বং হস্তপাদ-  
য়োঃ ॥ ত্বক্শ্চৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমা-  
দৌ জনয়তো জ্বরে । তয়োঃ প্রশান্ত-  
য়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ ॥  
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্শ্চ দাহ-  
মতীবচ । তস্মিন্ প্রশান্তে দ্বিতরৌ কুরুতঃ  
শীতমন্ততঃ ॥ দ্বাবেতৌ দাহশীতাদি  
জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ । দাহ পূর্ব-  
স্তয়োঃ কৰ্ঘ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমশ্চ সঃ ॥ গুরু-  
তাহ্মদয়োং ক্লেদঃ সদনং হৃদ্যরোচকৌ ।

রসস্থেতু জ্বরেলিঙ্গং দৈন্যঞ্চাস্যোপজা-  
 যতে ॥ রক্তনিষ্ঠীবনংদাহো মোহশ্চ-  
 র্দন বিভ্রমৌ । প্রলাপঃ পীড়কাতৃষ্ণা-  
 রক্তপ্রাপ্তেজ্বরে নৃণাং ॥ পিণ্ডিকোদ্ধেষ্ঠনা  
 তৃষ্ণা স্ফটমূত্র পূরীষতা । উষ্মান্তর্দাহ  
 বিক্ষেপৌগ্ধানিঃ স্যাম্মাসগে জ্বরে । ভৃ-  
 শংস্বেদস্তৃষামুচ্ছা । প্রলাপশ্ছর্দিরেবচ ।  
 দৌর্গন্ধ্যারোচকৌগ্ধানির্মেদস্থেচাসহিষ্ণুতা ।  
 ভেদোস্থ্যং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দি-  
 রেবচ ॥ বিক্ষেপগন্ধ গাত্রাণামেতদস্থি-  
 গতে জ্বরে । তমঃপ্রবেশনং হিকা ক্কা-  
 সংসৈত্যং বমিস্তথা । অন্তর্দাহো মহ-  
 শ্বাসো মর্ম্মভেদশ্চ মজ্জগে । মরণং প্রা-  
 প্তুয়ান্তত্র শুক্রস্থান গতে জ্বরে । শে-  
 ফসঃ স্তব্ধতানোক্ষঃ শুক্রস্যতুবিশেষতঃ ॥ ২১৬

অল্পরসে অল্প পরিপাক হইলে অথবা স্লেষ্মা ও পিত্ত এক-  
 ত্রে থাকিলে তদ্বারা দেহের অধঃভাগ শীতল ও উর্দ্ধভাগ উষ্ণ  
 হইবে। উর্দ্ধভাগ শীতল ও অধঃভাগ উষ্ণ হয় । পিত্ত যখন দেহ  
 রসাশ্রিত হয় তখন স্লেষ্মা হস্ত ও পদাদিতে প্রবেশ করে  
 তখন দেহের উষ্ণত্ব ও হস্ত পদাদির শীতলত্ব সম্পন্ন  
 করে, আর যখন মধ্য দেহের স্লেষ্মা দূষিত হয় এবং পিত্ত হস্ত

পদাদিতে প্রবিষ্ট হয় তখন দেহের শীতলত্ব ও হস্ত পদাদি শীতল হয় । জ্বরের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা ও বায়ু ত্বকস্থ হইয়। গাত্র শীতল হয় সেই শ্লেষ্মা ও বায়ুর শান্তি হইলে পরিশেষে পিত্ত জন্মায় । প্রথমে পিত্ত ত্বকস্থ হইলে দেহের অত্যন্ত দাহ হয়, সেই পিত্তের শান্তি হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা দেহকে শীতল করে । এই দুই দাহ ও শীতজ্বর উভয়ে পরস্পর মিলিত হয় তন্মধ্যে দাহ পূর্বক যে জ্বর হয় তাহা কৃচ্ছ্র সাধ্য ইহাকে 'সংসর্গজ' জ্বর কহে ।

রসস্থ জ্বর হইলে এই সকল লক্ষণ হয় । যথা— দেহের ভার, বমনেচ্ছা, বমন, অসন্নতা, ছর্দি, অরুচি ও দৈন্য অর্থাৎ জীবনেরও আশঙ্কা বোধ করে ।

রক্তস্থ জ্বর হইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ হয় । যথা—অত্যন্ত জ্বালা, ঘোহ, ছর্দি, বমন, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি প্রলাপ ও নর শরীরে রসপিত্ত বাহির হয় । .

মাংসস্থ জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয় । যথা—পায়ের ডিম বেদনা, তৃষ্ণা, মলমূত্রের নিঃসরণ পেশি সকলের আক্কেপ, শ্বাস, দেহের আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রদেশে উষ্ণ হয় ।

অতিশয় ঘর্ষা, তৃষ্ণা, মূচ্ছা, প্রলাপ, ছর্দি, দুর্গন্ধ, অরুচি ও দেহের শ্বাস ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে মেদস্থ জ্বর কহে ।

অস্থিগত জ্বর হইলে অস্থি সকল ভগ্ন বোধ, অস্থির ভিত্ত শব্দ বোধ, শ্বাস, ভেদ, বমন, ও পেশি সকলের আক্কেপ হয় ।

জ্বর শুক্রস্থান গত হইলে লিঙ্গের শুষ্কতা ও সর্বদা শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

অন্ধকারে প্রবেশ বোধ, হিকা, কাসি, দেহের শীতলতা, বমন, অন্ত্রের দাহ, অতিশয় শ্বাস বৃদ্ধি, মর্ম্মস্থান ভেদ বোধ মর্জ্জাগত জ্বর ইহলে এই সকল লক্ষণ ইহিয়া থাকে । এই জ্বর আরোগ্য হয় না ও ইহাতে প্রায় কেহই রক্ষা পায় না । ২১৬

বর্ষাশরদ্বনন্তেষু বাতাদৈ্য প্রাকৃতঃ ক্র-  
মাৎ । বৈকুতোহন্যঃ স চ্চঃনাধ্যোপ্রা-  
কৃতশ্চানিলোদ্ভবঃ ॥ বর্ষাসু নাকুতোদ্ভ-  
বঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতোজ্বরঃ । কুর্ষ্যাৎ  
পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ ॥  
তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্রানানশনান্দ্রয়ং ।  
কফোবসন্তেতনপি বাতপিত্তং ভবেদনু ॥  
কালে যথাস্বং সর্ব্বেষাং প্রবৃতি বৃদ্ধি-  
রেববা । নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরী-  
তোপশায়িতা ॥ অন্তর্দাহোহধিক স্তৃক্ষা  
প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ । সন্ধ্যাস্থি শূল-  
মশ্বেদো দোষাবর্চো বিনিগ্রহঃ ॥ অন্ত-  
র্ব্বৈগস্য লিঙ্গানি জ্বরম্যেতানি লক্ষয়েৎ ।  
সন্তাপোহধিকোবাহু স্তৃক্ষাদীনাঞ্চ মার্দ্দ-  
বং । বহির্ব্বৈগস্য লিঙ্গানি দুখসাধ্যজ্ব-  
মেবচ ॥ লালাপ্রসেকো হ্রাসাদহদয়া-

শুক্যরোচকাঃ । তন্দ্রালস্য বিপাকশ্চ  
 বৈরস্যং গুরুগাত্রতা ॥ ক্ষুধাশো বহু-  
 মুত্রস্বং শুকতা বলবান জ্বরঃ । আমজ্ব-  
 রস্য লিঙ্গানি নদদ্যান্ত্রভেষজং । ভে-  
 ষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্ব-  
 রং ॥ জ্বরবেগোহধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ  
 শ্বসনং ভ্রমঃ । মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ প-  
 চ্যমানস্য লক্ষণং ॥ ক্ষুৎ ক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ  
 গাত্রাণাং জ্বরমাদিবং । দোষ প্রবৃত্তি-  
 রুচ্চাহো বিরাম জ্বরলক্ষণং ॥ শ্বাসো-  
 মুচ্ছাহিকৃচিচ্ছর্দি স্তৃবাতিনারবিড়গাহাঃ ।  
 হিক্কা কাসাঙ্গভেদাশ্চ জ্বরন্যোপদ্রবাদ-  
 শাঃ ॥ বলবৎ স্বপ্নদোষেযু জ্বরঃ সা-  
 ধ্যোহনুপদ্রবঃ । হেতুভির্বহুভিজাতো  
 বলিভির্বহুলক্ষণঃ ॥ জ্বরঃ প্রাণান্তরূদৃষশ্চ  
 শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ । জ্বরক্ষীণস্য শৃণস্য  
 গম্ভীরোদৈর্ঘ্যরা রাত্নিকঃ ॥ অসাধ্যো বল-  
 বান্ধশ্চ কেশসীমন্তকুজ্জ্বরঃ । গম্ভী-  
 রস্ত জ্বরো জেয়োহন্তর্দাহেন তৃণয়া ॥  
 অনৌকত্বেন দোষাণাং শ্বাসকাসোগদমে-  
 নচ । আরম্ভাদ্বিমো যন্ত যশ্চস্যাদৈর্ঘ্যরা-

ত্রিকঃ ॥ ক্ষীণস্যচাতিরুক্ষস্য গম্ভীরো  
 যস্য হস্তিতং । বিসংজ্ঞস্তাম্যতে যস্ত  
 শেতে নিপতিতোহপিবা ॥ শীতাদি-  
 তোহস্তরুক্ষশ্চ জ্বরেণ মূর্যতে নরঃ ।  
 যোহুর্ষ্যরোমারক্তাক্ষো হৃদি সংঘাত-  
 শূলবান্ ॥ বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছসতি তং  
 জ্বরো হন্তি মানবং । হিক্কা শ্বাস তৃষা  
 যুক্তং মূঢ়ং বিভ্রান্ত লোচনং ॥ সন্ততো-  
 ছাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ ।  
 হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষীণ মরোচক নিপী-  
 ডিতং ॥ গম্ভীর তীক্ষ্ণ বেগার্ভং জ্বরিতং  
 পরিবর্জয়েৎ । দাহঃ শ্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা  
 কম্পবিড়্ ভিদসংজ্ঞিতা ॥ কুজনঞ্চাস্য  
 বৈগম্য মাকৃতি জ্বরমোক্ষণে । শ্বেদো  
 লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ঠ পাকো মুখস্যচ ॥  
 ক্ষবথু শ্চান্নলিপ্সাচ জ্বর মুক্তস্য লক্ষণং ।  
 দাহো লঘুব্যাপগতক্লমমোহতাপঃ ।  
 পাকোমুখে করণ সৌষ্ঠবম ব্যথত্বং । শ্বে-  
 দঃ ক্ষবঃ প্রকৃতগামি মনোহন্নলিপ্সা । ক-  
 ণ্ঠশ্চ মূৰ্দ্ধি বিগত জ্বরলক্ষণানি ॥ ২১৭  
 ইতিষ্মরাঃ সমাখ্যাতা কৰ্ম্মেদানীং প্রবক্ষ্যতে ॥



বাতিক পৈত্তিক ও শৈশ্মিক জ্বর ইহারা ক্রমানুয়ে বর্ষা, শরৎ, ও বসন্তকালে হইয়া থাকে । বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর, ও বসন্ত কালে শৈশ্মিক জ্বর হয়, ইহাদিগকে প্রাকৃত জ্বর কহে । যে সময় যে জ্বর হওয়া উচিত তাহার পরিবর্তন হইলে অর্থাৎ বর্ষাকালে শৈশ্মিক বা পৈত্তিক । বসন্ত কালে পৈত্তিক ও শরৎকালে যদি বাতিক জ্বর হয় তাহা হইলে বৈকৃত জ্বর হইবে । বর্ষাকালে প্রাকৃত বাতিক জ্বরও দুঃসাধ্য হয়, কারণ বর্ষাতে বায়ু দূষিত হইয়া পিত্তশ্লেষ্মা বৃদ্ধ হইলে জ্বর হয় । শরৎকালে পিত্ত দূষিত হইয়া কফের অনুবল লইয়া জ্বর জন্মায় । তাহার স্বভাবেতে অনশন দিতে শক্তি নাই, ঐ প্রকার বসন্ত কালেও কক দুই হইয়া বাত পিত্ত অনুবল করিয়া জ্বর জন্মায় । এইরূপ স্বস্থ কালে উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, অন্তর্দাহ, পিপাসা, প্রলাপ, ঘন ঘন নিশ্বাস, ভ্রাস্তি, ঘর্ম্মাবরোধ সন্ধি-স্থানে ও অস্থিতে বেদনা বোধ, অন্তরবেগ জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয় ।

বায়ু, পিত্ত, কফ ও মলের অবরোধ, বাহ্য প্রদেশে অধিক সন্তাপ ও তৃষ্ণার লাঘব হইলে বহির্বেগ জ্বর কহে, কিন্তু ইহা সুখ সাধ্য, মুখ দিয়া জল উঠে, বমনেচ্ছা, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখ বিষাদ, দেহ ভার, ক্ষুধা রহিত, ঘনঘন মূত্র হয়, শরীরের জড়তা ও জ্বর প্রবল বেগে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তম্ভের ন্যায় শয্যাগত হইয়া থাকে । আম জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়, এ অবস্থায় বলকারক পঁাচন ও রসায়ন অর্থাৎ শক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন । কারণ দোষ পক না করিয়া ঔষধাদিতে জ্বর বৃদ্ধি হয় । কিন্তু অক্টোহের মধ্যে যদি

আন জ্বর বিকার প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে রোগিকে ঔষধ দিতে হইবে, অষ্টাহ অপেক্ষা করিবে না, উত্তমরূপে নাড়ী পরীক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র বাহ্য লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বিকার বোধ করিবেক না । দোষ পরিপাক কালীন জ্বরের বেগ অধিক, তৃষ্ণা, প্রলাপ, ঘন ঘন নিশ্বাস, ভ্রান্তি, মলনিঃসরণ ও বমি হয়, দোষ পক অর্থাৎ পুরাতন হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে সাধারণ জ্বরে এই দশ উপদ্রব হইয়া থাকে, যথা শ্বাস, মুচ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবন্ধ, হিকা, কাসি, ও অঙ্গ বেদনা ইত্যাদি ।

অস্প দোষ ও অনুপদ্রব যে জ্বর তাহাশুসাধ্য নানা কারণে জন্মিয়াছে ও বহু চিহ্ন বিশিষ্ট যে জ্বর সে প্রাণ নাশ করে, আরও যে জ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে শীত্র অবশ করে সেও প্রাণান্তকারক হয় ।

গস্তীর জ্বরে পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইলে ও ফুলিলে তাহার সে জ্বরকে গস্তীর জ্বর কহে । সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ হইলে রোগী রক্ষা পায় না, আর যে জ্বরে কেশ সীমন্তকৃত অর্থাৎ কেশ উঠিয়া যায় সেই বলবান জ্বরও অসাধ্য ।

যে জ্বরে অন্তর্দাহ ও তৃষ্ণা হয় এবং দোষ সকল শীত্র পরিপাক হয় না, শ্বাস ও কাসের উপদ্রব হয়, আর যে জ্বর আরম্ভ পর্য্যন্ত বিষম ও সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়, অতিশয় রক্ত, ক্ষীণ ব্যক্তির গস্তীর জ্বর হইলে সে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না, নিঃশব্দ হইয়া যে রোগী দুঃখ করে ও পতিত হইয়া যে রোগী নিদ্রিত হয় অথবা যাহার বাহ্য প্রদেশ শীতল ও অভ্যন্তরে অতিশয় দাহ হয় সে রোগীর শীত্রই মৃত্যু হয় ।

যে রোগীর লোমাক্ষগাত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয়ে আঘাত জন্য বেদনা বোধ ওমুখ দিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে তাহার মৃত্যু অতি সন্নিহিত । হিকা, শ্বাস, তৃষ্ণা, সজ্জারহিত ও সর্বদা ঘন ঘন শ্বাস এই সকল লক্ষণাক্রান্ত রোগী প্রায় বাঁচে না, ইন্দ্রিয় সকলের প্রভা রহিত, অতিশয় দুর্বল, ভোজ্য দ্রব্যে স্পৃহা রহিত, নাড়ীর গতি গন্তীর ও দ্রুত হয় তবে চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেক । দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রাস্তি, কম্প, বিটভেদ গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও মুখে দুর্গন্ধ জ্বর ত্যাগের এই সকল পূর্ব লক্ষণ । দেহ শীতল সকল উপদ্রব নাশ, দেহ লঘু, আহার করিলে পূর্ববৎ মলত্যাগ, মুখেরশ্রী, জ্বরজন্য মুখ বৈজাত দূর হইয়া পূর্বের দ্রব্য সকলের রসবোধ, ঘর্ম্ম, হাঁচি, মনের স্বচ্ছন্দতা, অগ্নে রুচি, মস্তক কণ্ডূয়ন, মুখে জ্বরঠুটা হয়, ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন হয় ও স্বাভাবিক কর্ম্মে মন নিবেশ এই সকল জ্বরত্যাগের লক্ষণ ।

### নাসা জ্বরলক্ষণ ।

বাতশ্লেষ্মা রক্তের সহিত যোগ হইয়া নাসিকা কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়, পরে জ্বর প্রকাশ হয়, ইহাতে নাসিকা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে নাসা জ্বর আরোগ্য হয় ।

### জীর্ণ জ্বরলক্ষণ ।

একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত যদি জ্বর ত্যাগ না হয়, এবং যে জ্বর প্লীহাদির দ্বারা জীর্ণ ভাব হইয়া শরীরে থাকে তাহাকে জীর্ণ জ্বর কহে । এক্ষণে সমুদায় জ্বরের লক্ষণ, কারণ ও পূর্ব রূপাদি সকল বল। হইয়াছে অধুনা চিকিৎসা কথিত হইবে । ২১৭

## জরের চিকিৎসা ।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রেতু দশরাত্রেতু পৈত্তিকঃ ।

শ্লেষ্মিকোদ্ধাদশাহেতুজ্বরঃপাকমুপৈতিহি ॥২১৮

বাতিক জ্বর সপ্ত রাত্রে পাক পায়, পৈত্তিক জ্বর দশ রাত্রে ও শ্লেষ্মিক দ্বাদশ রাত্রে পাক প্রাপ্ত হয় । ২১৮

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাত্ম মনীষিণঃ ।

মধ্যং দ্বাদশরাত্রস্ত জীর্ণজ্বর মতঃপরং ॥২১৯

সপ্ত রাত্র পর্যন্ত তরুণ, দ্বাদশ রাত্র পর্যন্ত মধ্য ইহার পর জীর্ণ জ্বর কথিত কিন্তু দোষের পক্বাপক বিবেচনা দ্বারা তরুণত্ব ও জীর্ণত্ব বোধ করিবে । আমর্যাদি রাত্রি শব্দে দ্বাদশ উপলক্ষক । ২১৯

নবজ্বরীভবেদ্যত্রাং গুরুষঃবসনারূতঃ ।

যথর্তুপক্বং পানীয়ংপিবেৎকিঞ্চিন্ণিবায়ন ॥২২০

নবজ্বরী ভারি অথচ উষ্ণ বস্ত্র অর্থাৎ কষল ও বনাতাদিতে সর্বদা আচ্ছাদিত থাকিবে, এবং যে ঋতুতে যেরূপ জল পাকের বিধান আছে, তদ্রূপ জলমিশ্র করিয়া কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিবে, কিঞ্চিৎ খাইবে অর্থাৎ জলপানের যেমন আকাঙ্ক্ষা সেরূপ পান করিবে না কিন্তু কিঞ্চিৎ পান করিবে । ২২০

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নিবাত নিলয়েবনেৎ ।

• নিবাতনাযুৰ্বোবৃদ্ধি মারোগ্যংকুরুতে যতঃ ॥ ২২১

সামান্যত জ্বরাক্ত ব্যক্তির প্রথমেই বায়ুশূন্য স্থানে থাক-  
উচিত যেহেতু বায়ুশূন্য স্থান হইলে আয়ুর বৃদ্ধি ও রোগি-  
শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে । ২২১

তরুণস্ত জ্বরং পূর্ব্বং লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নয়েৎ ।

আমদোষমলিস্কাভ্রা লঙ্ঘয়ীত যথাবিধি ॥ ২২২

প্রবল ও তরুণ লঙ্ঘন দ্বারা মলশ করিতে ও অপাত্ত দো-  
ষের চিহ্নের অভাব প্রযুক্ত যথা বিধি লঙ্ঘন করা উচিত । ২২২

আনাশয়স্থোহভ্রাগ্নিঃ সান্নমার্গান্ পিধাপয়ন্ ।

বিদধাতি জ্বরন্দোষস্ত স্নানলঙ্ঘন মাচরেৎ ॥ ২২৩

জ্বরী ব্যক্তি লঙ্ঘন করিলে, কারণ আনাশয়স্থ দোষ ও  
ভ্রাতাদি স্থায়ী কারণে দুই হয়। সান্নদোষ অর্থাৎ অন্ন অপক-  
তসমুক্ত হইল ও অগ্নিসক্তি করিয়া রস পথকে অচ্ছাদনকরিত নদো-  
ষের বিধান করিলে তদ্বিনিষ্ট জ্বরী লঙ্ঘন করিলেক । ২২৩

চতুপ্রকারাসংশুদ্ধিঃ পিপাদা মারুতাতপে ।

পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনং ॥ ২২৪

বনন, বিরেচন, বস্তি ও শিষ্ণাবিরেচন এই চারি প্রকার  
শোধন । পিপাদা সঙ্কীর্ণতা, বায়ুস্পর্শ, রৌদ্রস্পর্শ, পাঁচন  
উপবাস ও ব্যায়াম এই সকল লঙ্ঘন দ্রব্য । ২২৪

আনক্কাশ্চিতিদৌর্বে যাবন্তং কালমাতুরঃ ।

কুর্ষাদনশনস্তাবৎ ততঃ সংসর্গমাচর্যেৎ ॥২২৫

যাবৎকাল পান্যন্ত রোগীর মলাদির শুদ্ধি না হয়. অর্থাৎ দৌর্বে থাকে, তাবৎ কাল উপবাসকপ লঙ্ঘন করিলে পরে মলাদি শুদ্ধি হইলে ঔষধাদির ব্যবহার করিবে । ২২৫

লঙ্ঘনেন ক্ষয়ংনীতে দৌর্বে সঙ্কুক্ষিতেহমলে ।

বিজ্বররূপং লঘুভুক্ষকু কৈকাস্যোপজায়াতে ॥ ২২৬

লঙ্ঘন দ্বারা প্রবৃত্ত নোষ ক্ষয়প্রাপ্ত, অগ্নিদীপ্ত শরীর হইবে ও লঘুতা হইলে হৃদয়ের ক্ষয় হয় । ২২৬

বাত মুত্র পুরীষাণাং বিনর্গে গাত্রলাঘবে

হৃদরোদগারকথাস্য শুক্লোতক্রাক্রমেগতে

শ্বেদেজাতে রুচৌচাপি কুৎপিপাসা সহো-

দয়ে । কৃতংলঙ্ঘনমাदिश্যৎ নিব্যাথে চোদ-

রাত্ননি ॥ ২২৭

বায়ু, মুত্র, বিষ্ঠার ত্যাগ ও শরীরে লঘুতা হইলে এবং হৃদয়ের শুষ্কি উদগার শুদ্ধি, কক্ষ ও মুখের প্রকৃত রসতা, নিদ্রার ব্যাঘ্র, জ্ঞানি হ্রাস, জ্ঞাপ্ত, চিন্তা, ঘমাগন, ক্ষুধা ও পিপাসা এই সকল লক্ষণ এককালে উদয় হইলে ব্যাধি শূন্য হয় এবং লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া শেষ হইলে আহারাদি ব্যবহার করিবে ॥ ২২৭

নৃদৌজ্বরে লঘোদেহে প্রচলেষু মলেষু চ ।

পকং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরেদেয়ং  
তদৌষধং ॥ ২২৮

মৃদু জ্বরে অর্থাৎ জ্বরের কোপ হ্রাস হইলে এবং মূত্র পুরীষ  
বাহান হইতে প্রচলিত ও দেহ লঘু হইলে দোষ পক জানিয়া  
জ্বরে ঔষধ দিবে । ২২৮

জ্বরোব্যতীতে ষড়্বেজীর্ণইতু্যচ্যতেবুধৈঃ ।

দশরাত্রাৎ পরংজীর্ণমাহুরন্যেননীষিণঃ ॥ ২২৯

কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন ছয় দিবস অতীত হইলে  
জ্বর জীর্ণ হয়, মতান্তর বাদীরা কহেন যে দশ রাত্রির পর জ্বরকে  
জীর্ণ জ্বর কহিতে হইবে । ২২৯

বাতিকে সপ্তরাত্রৌ দশরাত্রৌ পৈত্তিকে ।

শ্লেষ্মিকে দ্বাদশাহৌ জ্বরেযুজীত ভেষজং ॥ ২৩০

রাত্রি শব্দে দিবস বুঝিতে হইবে সপ্তম দিনে বাতিক  
জ্বরে ঔষধ দিবে, দশরাত্রির পর পৈত্তিক জ্বরে ভেষজ দিবে  
আর দ্বাদশ দিবসে কফ জ্বরে ঔষধ দিবে । ২৩০

সপ্তরাত্রৌ পচ্যন্তে সপ্তধাতু গতাংলাঃ ।

নিরামস্তততঃপ্রক্টোজ্বরঃপ্রায়োর্কমেহনি ॥ ২৩১

সপ্তম দিবসে সপ্ত ধাতু \* প্রাপ্ত দোষ পরিপাক হয়, পরে

---

\* সপ্ত ধাতু অর্থাৎ শুক্র, শোণিত, মেধ, মজ্জা, বায়ু,  
পিত্ত ও কফ এই সপ্ত ধাতুতে দেহ নির্মিত হয় ।

দিরাম হয়, অতএব প্রায় অষ্টা দিবসে জ্বর বিরাম হয় তা-  
হাতে ঔষধ দিবেক । ২৩১

পৈত্তিকেবা জ্বরেদেয়ম্পকাল সমুখিতে ।

অচির জ্বরিতস্যাপি তৈষজ্যং দোষপাকতঃ ॥২৩২

অম্পকাল জনিত পৈত্তিক জ্বরে দোষ পাক করিয়া ঔষধ  
দিবেক সেই প্রকার দশ রাত্র অপেক্ষা না করিয়া অচির জ্বরিত-  
তের ও পৈত্তিকের দোষপাক দর্শনে ঔষধ দ্যবস্থ  
করিবে । ২৩২

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুতঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমাদিবং ।

দোষ প্রবৃত্তিরুৎসাহো নিরাম জ্বরলক্ষণং ॥২৩৩

ক্ষুধা হয়, শরীরের ক্ষীণতা ও লঘুতা, জ্বর মৃদু, দেহের স্ফ-  
মার্গে গমন ও উৎসাহ দিরাম জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয় । ২৩৩

জ্জেষঃ পঞ্চ বিধঃকালো তৈষজ্য গ্রহণেনৃণাং ।

তত্রানুক্তে প্রতাতং স্যাৎ কষায়েষু বিশেষতঃ ॥২৩৪

নবুষদের ঔষধ সেবনের পাঁচ প্রকার কাল নিরূপিত  
হইয়াছে ; তাহাতে নির্দ্ধারিত কাল অনুক্রম হেতু প্রাতঃকাল  
উত্তম সময় বিশেষত কষায় পানের, তুক্র পূর্বে, কোন ঔষধ  
ভোজন সময়ে, কোন ঔষধ সায়ংকালেও কোন ভেষজ রাগিতে  
শয়ন সময়ে ইত্যাদি । ২৩৪

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনি যথা ।

তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মমৃতং যথা ॥২৩৫



যে প্রকার, বিষ আর যে প্রকার অস্ত্র, এবং যে প্রকার  
অগ্নি অথবা যে প্রকার বজ্র, ঔষধ অবিজ্ঞানে অর্থাৎ রোগের  
বিশেষ জ্ঞান না করিয়া এবং দ্রব্যের গুণাগুণ না জানিয়া যে  
ঔষধ প্রয়োগ করা তাহা সেই প্রকার হয়, কিন্তু জানিয়া ঔষধ  
প্রয়োগে যাদৃশ অমৃত তাদৃশ ঔষধ । ২৩৫

যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তম তেষজংতবেৎ ।

তেষজ্ঞাপি দুৰ্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষং ॥ ২৩৬

যোগেতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রদান করিলেও উত্তম ঔষধ হয়, ঐক্ল-  
প ঔষধ দুৰ্ব্বৃত্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ তুল্য হয় অতএব উত্তমরূপে  
রোগ জানিয়া দোষের ভাগ বিবেচনা পূর্বক আর ঔষধ দ্রব্যের  
গুণাগুণ উত্তমরূপে বিবেচনা করিবে অর্থাৎ রোগানুযায়িক  
ঔষধ দিবেক । ২৩৬

অতক্তং পূর্বতক্তঞ্চ মধ্যতক্তং সতক্তকং ।

ভক্তোপরিষ্ঠাৎ সান্নদগং তক্তয়ে রন্তরে পিচা ॥

গ্রাসে গ্রাসান্তরে বাপি মুহুমুহুরিতিস্মৃতঃ ॥

কালাদশৈতে ধীমন্তি রৌষধস্য প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৩৭

ভোজন রহিত করিয়া ঔষধ সেবন করিবে অর্থাৎ অনাহা-  
রী ঔষধ সেবন আর আহারের পূর্বে ঔষধ ভক্ষণ করিবে, আর  
ভোজনের মধ্যে ভক্ষণ, ভোজনের সহিত ভক্ষণ, ভোজনোপরি  
ভক্ষণ, এবং কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া অর্ধেক ভোজনের পর  
ঔষধ ভক্ষণ, তৎপরে অর্ধেক ভোজন এবং গ্রাসে ভক্ষণ,  
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভক্ষণ । ঔষধ ভক্ষণের এই দশ প্রকার সময়  
নিরূপিত হইয়াছে । ২৩৭

ভবতিচ বহুবীৰ্য্যং ভেষজং তক্তহীনং  
হ্যপনযতিচ রোগান্ ক্ৰিপ্রমাবদ্ধমূলান্ ।  
মৃদুশিশুযুবতীনাং ক্ষীণবৃদ্ধা সহানাং  
জনয়তি বলহানিং গ্লানি মঙ্গস্যথৈদং ॥ ২৩৮

আহার শূন্য ঔষধ ভক্ষণে ঔষধের বহুবীৰ্য্য হয়, এবং  
আবদ্ধমূল রোগ সকলকে শীঘ্র বিনাশ করে, মৃদু ব্যক্তি, শিশু  
ব্যক্তি, যুবতী স্ত্রী, ক্ষীণ ব্যক্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তি, অসহনশীল ব্যক্তি  
ইহাদের বল হানি, গ্লানি, এবং দেহের দুঃখ হয়, অতএব  
ইহার। কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ঔষধ সেবন করিবে । ২৩৮

তন্নিম্নরূপে ক্ষুভ্রুষণ মুখশোষ সমন্বিতৈঃ ।  
নকার্য্যং গতির্নীবাল বৃদ্ধহর্বল ভীকৃতিঃ ॥  
নক্ষয়ান্ন শ্রমক্রোধ কামশোক ভয়জ্বরে ॥ ২৩৯

অনশনরূপ লঙ্ঘন অতিবৃদ্ধ ও বায়ু প্রধান জ্বরির  
কর্তব্য নহে বায়ু প্রধান এখানে নিরানয় বায়ু, সামবায়ুতে  
লঙ্ঘন কর্তব্য । তৃষিত, ক্ষুধিত, মুখশোষ বিশিষ্ট ও শ্রম যুক্ত  
জ্বরির কর্তব্য নহে । গতির্নীব, বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল, ভীকৃ, ক্ষয়  
প্রাপ্ত, পথশ্রম, ক্রোধ, কাম, শোক, ভয় প্রাপ্ত ও জ্বরির অনশন  
নিষেধ । ২৩৯ ।

কফপিত্ত দ্রব ধাতৌ সহতে লঙ্ঘনং মহৎ ।  
আমক্ষয়াদুদ্বমপি বায়ুনসহতে ক্ষণং ॥ ২৪০

কফ ও পিত্ত দ্রব ধাতু প্রযুক্ত মহৎ লঙ্ঘন সহে কিন্তু বায়ু  
রস ক্ষয়ের পর ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহে না । ২৪০

অতি লজ্জিতঞ্চ তৎদৃষ্টা তস্য সম্ভর্ষণং হিতং ।

দ্রাক্ষা দাড়িম খজ্জুর পিয়ালৈঃ সপুরুষকৈঃ

তর্পনাহেতু কৰ্তব্যং তর্পণ জ্বর সান্তয়ে । ২৪১

অতিশয় লজ্জিত লোককে বিবেচনা পূর্বক তৃপ্তি জনক দ্রব্য খাওয়াইবে ; যথা—দ্রাক্ষা, দাড়িম, খেজুর, পিয়াল ও পালসা ফল এই কয়েক দ্রব্য সমভাগ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ একত্র করিয়া দিবে ইহাকে তর্প । অর্থাৎ তৃপ্তিজনক কহে । তর্প । যোগ্য ব্যক্তিকে জ্বর শান্তির নিমিত্ত তর্প । অতি হিত জনক । ২৪১ ।

পর্বতেদোহঙ্গমর্দশ্চ কাসঃ শোষণে মুখস্য চ ।

ক্ষুৎপ্রণাশোহরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্বল্যং শ্রোত্রে নৈত্রয়োঃ

মনসঃ সম্ভ্রম স্তীক্ষ্ম মূৰ্দ্ধবাত স্তমোহদি ।

দেহাগ্নি বর্লহানিচ্চ লজ্জনেহিতিকৃতে তবেৎ ॥ ২৪২

অতিশয় লজ্জম হইলে অর্থাৎ লজ্জম প্রয়োজন অতিক্রম হইলে নিম্ন লিখিত উপদ্রব হয় ; যথা—সকল পর্বতে ভ্রমণ বেদনা, বোধ, অঙ্গ বেদনা, কাস, মুখের শোণ, ক্ষুধার নাশ, অরুচি তৃষ্ণা, শরীরের দুর্বলতা, কর্ণ ও নেত্রের দুর্বলতা, অর্থাৎ অঙ্গ শ্রবণ ও অঙ্গ দর্শন এবং অন্তর্যগে নিরন্তর ভ্রম, উজ্জগত বায়ু উদগার, বাহুলা, অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ, শরীর অগ্নিবর্ণ, বলের হানি, অতএব লজ্জম প্রয়োজন পূর্বক বলের অবিরোধ করাইবে । ২৪২

তন্মা বলীয়সী ঘোরা সদ্যপ্রাণ বিনাশিনী ।

তন্মাদেয়ং ত্বার্থায় পানীয়ং প্রাণধারণং ॥ ২৪৩

হারীত মুনি বলেন, যে তৃষ্ণা অতিশয় বলবতী তন্মানকা, ও সদ্য প্রাণ নাশিনী সেইহেতু তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণ ধারণা-নুরূপ জলপান করাইবে । ২৪৩

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুক্ততি ।

অতঃ স্বর্ক্বাশ্ব বাস্থাসু নবারি বারয়েৎ ॥ ২৪৪

চরক কহেন যে তৃষ্ণায় মোহ হয়, মোহেতে প্রাণ বিনাশ হয়, অতএব তৃষ্ণার্ভ ব্যক্তি জ্বরীই হউক বা না হউক, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলাবস্থাতে কেহই বারি বারণ করিবে না । ২৪৪

জ্বরে নেত্রাময়ে কুষ্ঠে মন্দাগ্নাবুদরে তথা ।

অরোচকে প্রতিশ্যায়ৈ প্রসেকৈ স্বয়মৌক্ষয়ে ।

ব্রণেচমধুমেহেচ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ ॥ ২৪৫

জ্বর রোগে, নেত্র রোগে, কুষ্ঠ রোগে, অর্থাৎ বোলতা দংশনের ন্যায় গাত্রে মণ্ডলাকার অথচ রক্তিম, মন্দাগ্নি ও উদ-রাগ্নিরোগে, অরুচিতে, প্রতিশ্যায় রোগে, প্রাসক রোগে, শোথে, ক্ষয়রোগে, ব্রণরোগে, এবং মধুমেহে জলপান করিবে । ২৪৫

অতিযোগেন সলিলং ত্ব্যতেহপি প্রয়োজিতং ।

প্রয়াতি শ্লেষ পিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ ॥ ২৪৬

তৃষাণ্ডর জরীকৃতি অতিশয় জলপান করিলে পিত্ত শ্লেষ্মা  
প্রাপ্ত হয় । ২৪৬

বাতশ্লেষ্ম জরার্তায় হিতমুষণ্মু তৃষ্যতে ।

দীপনং স্যাৎ ককচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনং ॥

তন্নিমাদবহুদোষ শ্রোতসাং শীত মন্যথা । ২৪৭

বাতশ্লেষ্মা জর যুক্তব্যক্তিকে উষ্ণ জল পান করাইলে হিত  
কর্য এবং তৃষিতে ও হিত হয়, অগ্নি-দীপ্তকারক, কক বিচ্ছেদ  
কারক, বায়ু পিত্তের অয়লোম কারক দোষ ও নাড়ী সকলের  
মৃদুতা কারক হয়, কিন্তু শীতল জলপানে তাহার বিপবীত  
হয় । ২৪৭

তৃষণ্যাং প্রাপ্ত মুষণ্মু পিবেদাত কফজ্বরে ।

তৎকফং বিলয়ং নীত্বা তৃষণামাশু নিবর্তয়েৎ ॥

উদ্দীপ্য চাগ্নিঃ শ্রোতাঃ সিম্বদুরুত্যবিশোধয়েৎ ।

বাতপিত্তকফষেদং সঙ্কম্মত্রাণি সারয়েৎ ॥ ২৪৮

পিপাসাতে ও বায়ু ককজনিত রোগে তপ্ত জল পান  
করিবে কারণ সেই কককে লয় করিয়া তৃষ্ণা শীঘ্র নিবারণ  
করে আর অগ্নিকে উদ্দীপন করিয়া শ্রোতোপথ সকলকে  
মৃদু করিয়া বিশেষ সোধন করে এবং বায়ু, পিত্ত, কক ঘর্ম্ম-  
মল ও মূত্রকে নিঃসরণ করে । ২৪৮

ত্রিপাদশেষঃ সলিলঃ ত্রীণ্যে শরদিশস্যতে ।

হিমের্দশেষঃ শিশিরে তথা কষাবসন্তয়োঃ ॥ ২৪৯

ত্রিতায়াদ্রশেষ জল গ্রীষ্মকালে স্নান শরৎকালে প্রশস্ত,  
হেমন্তে, শিশিরে, বর্ষাতে ও বসন্তে অর্দ্ধশেষ ভাল । ২৪৯

পাদশেষস্ত তৎতোয় আরোগ্যাম্বুতদুচ্যতে ।

আরোগ্যাম্বু সদাপথ্যং কাসশ্বাস কফাবহং

সদ্যোজ্বরহরংগ্রাহি দীপনং পাচনং লঘু ।

অনাহপাণ্ডুশূলার্শো গুল্মশোথোদরাপহং ॥২৫০

পাদাবশেষ যিক্ত জলকে আরোগ্য জল কহে অসরোগ্য জল  
সর্বদা স্রোত নাড়ী পাথে রহিত অর্থাৎ নাড়ী পরিস্কার থাকে  
কেন হয় না শ্বাসকাস কফ নাশক, সদ্য জ্বর নাশক, গ্রাহক  
অগ্নিদীপক পাচক লঘু অনাহ রোগ অর্থাৎ শায়নমুক্ত পিত্ত্যরোধ  
পাণ্ডুরোগ, শূল, অর্শ, গুল্ম, শোথ, উদররোগ ইত্যাদির না-  
শক হয় । ২৫০

হেমন্তে শিশিরে চাম্বু সারসং বাতড়াগজং ।

বসন্তগ্রীষ্ময়োঃকৌপং বাপ্যস্থানির্বরং হিতং ॥২৫১

হেমন্তে আর শিশির ঋতুতে সরোবরের, জল আর বড়  
দীর্ঘাকার অর্থাৎ মাছের উচ্চতট আছে তাহার জল, বসন্ত আর  
গ্রীষ্মে কূপের জল দীর্ঘাকার ও বারনার জল হিতকারি । ২৫১

নদেয়ং বারিনাদেয়ং বসন্ত গ্রীষ্ময়োবুধৈঃ ।

বিষবৎপত্রপুষ্পাদি দুষ্কনির্বরযোগতঃ ॥২৫২

নদের জল বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে দিবেক না কার্য্য বিষতুল্য  
পত্র, পুষ্পাদি ও নির্বার যোগ হেতু নদের বার্নার জলের সহিত  
যদি পুষ্পাদি পড়িয়া পড়ে এহেতু পান নিষেধ । ২৫২

স্বতং শীতং পুনস্তপ্তং তেয়ং বিষমং তবেৎ ।

নির্যুহোপিতথা শীতঃ পুনস্তপ্তবিষোপমঃ ॥২৫৩

শীতল পাকজল পুনরায় তপ্ত করিলে বিষতুল্য হয় কা-  
খাদি শীতল হইলে পুনর্বার তপ্ত করিয়া গ্রহণ করিলে বিষ-  
তুল্য হয় । ২৫৩

মূচ্ছাপিত্তৌষদাহেষু বিষেরক্তেমদাত্যয়ে

ভ্রমশ্রমপরীতেষু তমকেবমথৌতথা

ধূমোক্ষার বিদক্ষেহ্নে শোষেচমুখকণ্ঠয়োঃ ।

উর্দ্ধগে রক্ত পিত্তেচ শীতমন্তঃপ্রশস্যতে ॥ ২৫৪

মূচ্ছারোগে পিত্তকৃত উষ্ণতাতে, দাহ রোগে, বিষজনিত  
রোগে, রক্তদোষ মাত্রে মদাত্যয় রোগে, ভ্রম, শ্রমপ্রাপ্তে, তমক  
শ্বাসে, বমিতে, ধূমোক্ষার বিশিষ্টে, বিকৃত পাকপ্রাপ্ত অম্নে  
অর্থাৎ দরকচা, মুখকণ্ঠ শোষে ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে, শীতল জল  
প্রশস্ত অর্থাৎ কাঁচাজল, খাইবেক । ২৫৪

প্রাক্কর্ম বমনং চাস্য কার্য্যমাস্থাপনং তথা

বিরেচনং তথা কুয়্যাৎশ্বেদ নিঃসরণং তথা ॥ ২৫৫

অস্তির প্রথমই বিরেচন, কোন অবস্থায় বমন, শ্বেদ নিঃ-  
সরণ অর্থাৎ ঘর্ম ও মূত্রাদির নিঃসরণ । ২৫৫

ক্রমেণ বলিনে দেয়ং বমনং শ্লৈষিকে অরে ।

পিত্তপ্রায়ে বিরেচন্ত কার্য্যংপ্রশিথিলাশয়ে ॥২৫৬

শ্লেষ্মাধ্বরে বমনকারক ঔষধ দিয়া অরের প্রকোপ কমাইবে  
ও বিরোচক ঔষধ দিবেক । ২৫৬

বমিতং লজ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো লজ্জিতং নতু বাময়েৎ ।

বমনং ক্লেশবাহুল্যাৎ হন্যাল্লজ্জন কর্ষিতং ॥ ২৫৭

বিজ্ঞচিকিৎসক বমনকারি রোগীকে লজ্জন করাইবে ও লজ্জন  
কারিকে বমনকারক ঔষধ দিবেক না কারণ ক্লেশ বাহুল্য  
হেতু লজ্জনকৃশিত ব্যক্তি বমনদ্বারা বিনাশ হয় । ২৫৭

স্নিক্খোষ্ণং মারুতে শস্তং কফরুক্ষোষ্ণ মীষ্যতে ।

অনুপানং হিতং বারি পিত্তে মধুর শীতলং ॥ ২৫৮

বায়ুরোগে ঔষধের অনুপান স্নিক্খ ও উষ্ণ, পিত্তেতে মধুর  
শীতল ও প্রশস্ত এবং কফরোগে রুক্ষ ও উষ্ণ দিবে । ২৫৮

যথা জলগতং তৈলং ক্লেণেনৈব প্রসর্পতি ।

তথা তৈষ জ্যমঙ্গেষু প্রসর্পত্যনুপানতঃ ॥ ২৫৯

জলগত তৈল যেমন ক্লেণমাত্রে প্রসারিত হয়, অনুপান  
সংযোগে ঔষধ পান করিলে সেই প্রকার প্রসরণ হইয়া ব্যা-  
পিত হয় । ২৫৯

ঔষধং খল্লিং নিক্ষিপ্তা দণ্ডেন গাঢ়মর্দনাৎ ।

প্রসন্নবদনো ভুক্ত্যারোগো মুঞ্চতি নিশ্চিতং ॥ ২৬০

ঔষধ খলেতে নিক্ষেপ করিয়া দাঁটিতে উত্তমরূপে মাড়িয়া  
প্রসন্নবদনে ভক্ষণেতে নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য হয় । ২৬০



দশরত্তিক মাষেণ গৃহীতং তোলকবয়ং ।

দত্বান্বুষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশোষিতং ২৬১

পাঁচন দ্রব্য সমুদায়ে দশরতি প্রমাণে মাষার হিসাবে ২ দুই তোলা লইবে জল তাহার বোলগুণ। অর্থাৎ ৩২ তোলা পাক শেষ ৮ তোলা সকল পাঁচন মাত্রেই এই বিধি। ২৬১

এতিমাত্রাং প্রকুর্বন্তি যত্নতঃ পাচনাদিষু ॥

আরুখধ গ্রন্থিকমুস্ত তিক্তা হরীতকীভিঃ

কুথিতঃ কষায়ঃ । সাম্যে সপ্তলে কফবাত

পিত্তে জ্বরে হিতোরেচন পাচনঞ্চ ॥ ২৬২

সোঁদালু আটা, পিপুল মূল, মুখা, কটকী ও হরীতকী ইহাদের প্রতি ৩২ রতি পূর্ণোক্ত প্রমাণে নিদ্ধ করিয়া একাথে সোঁদালু আটা দিবেক। ২৬২

জীর্ণজ্বর গরুচ্ছদ্দি গুল্ম প্লীহোদরিষু চ ।

শূলে শোথে মূত্রাঘাতে ক্রিমিরোগে

বিরেচয়েৎ ॥ ২৬৩

জীর্ণজ্বরে দূষিত, বিবপনে, গুল্মরোগে, প্লীহাতে, উদরীতে, শূলরোগে, শোথে, মূত্রাঘাতে ও ক্রিমিরোগে বিরেচন করাইবে ইহাতে সাময়িক পিত্তজ্বর ও বৈদনাযুক্ত জ্বরনিবারণ হয়। ২৬৩

অনন্তা বালকং মুস্তং নাগরং কটুরোহিণী

পিষ্টা। মুখান্বনা কলকং পারয়েদক্ষ

সম্মিতং । কঙ্কঃ স্বপ্নেকালেন হন্যাৎ  
সর্বজ্বরাময়ং । বিদধ্যাৎ কোষ্ঠদংশুকি  
দীপয়েচ্ছ হৃতাশনং ॥ ২৬৪

অনন্তমূল, বালা, মুখা, শুষ্ঠী ও কটকী এই কএক দ্রব্য  
২ দুই তোলা জলে বাটিয়া পরে উষ্ণজলে গুলিয়া খাইলে  
শীঘ্র সকল জ্বর নষ্ট হয় ও কোষ্ঠ শুষ্কি এবং অগ্নি দীপন  
হয় । ২৬৪

গুড়ুচ্যাদি ক্কাথ ।

গুড়ুচীধান্য কারিষ্ঠ পল্লকং রক্তচন্দনং ।  
এষাং ক্কাথঃ সুপ্রসিক্তঃ সর্বজ্বর হরঃস্মৃতঃ ।  
দীপনোদাহহ্লাস তৃষ্ণাছর্দিরুচীহরেৎ ॥ ২৬৫

গুলঞ্চ, ধনে, নিমছাল, পল্লকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন মিলিত  
২তোলায় পাচনদ্রব্য ক্কাথ পানে সর্বজ্বর নাশ হয় । আর অগ্নি  
দীপনকারক, দাহ, হ্লাস, তৃষ্ণা, ছর্দি ও অরুচিহারক  
হয় । ২৬৫

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধ্যানকং বৃহতীদ্বয়ং  
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্বং জ্বরিতেভ্যোজ্বরা-  
পহং ॥ ২৬৬

শুষ্ঠী, দেবদারু, বহেড়া তদাভাবে বেনারমূল, ব্যাকুড় ও  
কণ্টকারী প্রমাণ প্রত্যেকে ৩২ রতি মিলিত ১৬০ রতি অশী-  
তি রস্তুক তোলক প্রমাণ জল ৩২তোলা পাদ্য শেষ কর্তব্য

পাঁচনের সর্বত্র এই প্রমাণ । নাগরাদিকাথ সর্বদ্বরে দেওয়া-  
যায় । ২৬৬

হৃষ্টীর বিলবর্ষাভু পয়ঃসৌদক মেবচ

পচেৎ কীরাবশেষন্ত পেয়ং সর্বদ্বরাপহং ২৬৭

শ্বেত পুনর্নবা, বেলমূলের ছাল, রক্ত পুনর্নবা মিলিত  
২ দুই তোলা শুদ্ধ ১৬ তোলা দুগ্ধবশেষ দ্বরীপান করিলে  
বিবিধ প্রকার দ্বর নাশ হয় । ২৬৭

পথ্যাদি পাচন ।

পথ্যারম্ভধতিক্তাত্রিহৃদামলকৈঃশূতংপেয়ং ।

পাচন সারকযুক্তং মুনিতিজীর্ণ জ্বরেদ্যমে ॥ ২৬৮

হরীতকী, সোঁদালুআটা, কটকী, তেউড়ী মূল ও আম-  
লকী সকলে ২ দুই তোলা এবং জল পূর্বমত । ঐ কাথে সারক  
যোগ করিবে অর্থাৎ এর শু তৈল, তেউড়ি, চূর্ণ, রেউচিনি,  
শোণামুখি চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ॥ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিবে  
সাম জীর্ণদ্বর ও নবদ্বরে প্রযোজ্য । ২৬৮

নারীচ রস ।

মৃতগন্ধকয়োস্তল্যংসূত তুল্যঞ্চ তুথকং ।

টকণং পিপ্পলীশুষ্ঠী ঘো ঘো ভাগৌ বি-

মিশ্রিতৌ । সর্ববতুল্যানি বীজানি দন্তি

নাংচূর্ণমেবচ । মুহীকীরেণ সংযুক্ত

মর্দয়েদ্বিবস জ্বরং ॥ নারিকেলোদকেস্থাপ্যং  
মন্দ মন্দানলেন চ । তৎ কলকং পাচয়েৎ  
ক্ষিপ্তং তুল্যনিধাপয়েদ্বিবক্ । অনেন  
নাভিলেপেন রাজযোগ্য বিরেচনং ॥ ব-  
টিকা লেপমাত্রাণ দশবার বিরেচনং ॥ ২৬৯

পারা ১, গন্ধক ১, তুঁতে ১, মোহাগা ২, পিপুল ২ ও শুষ্ঠী দস্তী-  
বীজ ৯ নয় মনসার আটাতে তিনদিবস মর্দন করত পরে নারি-  
কেল হলে স্থাপন করিয়া পাক করিবে পরে এই ঔষধ না-  
ভির চ রি পাশ্বে লেপদিলে দশবার রেচন হইবেক ।

ইহা রাজ যোগ্য ঔষধ । ২৬৯

### নরাচরস ।

জয়পালং সমংসূতং ব্যোষং টঙ্কণ গন্ধকং ।  
নরাচস্য রসোমাষা মাত্রা সর্পিঃ সিতায়ুতং ॥  
হস্তি গৃহ্মানং আমোদোষোদ্ভবং জ্বরং ।  
বিনাজ্বর বিরেকেণ শীতান্নুনা নিষেবনং ॥ ২৭০

জয়পালচূর্ণ ১, পারা ১, ত্রিকটু ৩, মোহাগা ১ ও গন্ধক ১, জলে  
মর্দন করত এই নরাচরস নামক ঔষধ ২ দুই আনা মাত্রা সেবনে  
মল মুত্ররোধক রোগ এবং আমদোষোদ্ভব জ্বর নষ্ট হয় । জ্বর  
তির অন্য বো গে শীতল জল অনুপান । ২৭০

### ভৃগুার্থে ।

ভৃগুর্ষিতে বাতকফে জ্বরার্থে সম্বাসকাশারুচৌ ।  
চিতংজনং দীপনঞ্চ পটোলশুষ্ঠী যবপিপ্পলীনাং ২ ১১

বাতলেয়াঙ্করে তৃষ্ণার্থে পলতা, শুট, যব ও পিপুল,  
এই কএক দ্রব্য সিদ্ধ জল অতি হিতকারী । ২৭১

### বৃহৎপঞ্চমূলি ।

বিল্বশোণাক গান্তারী পাটলা গণিকারিকা ।

স্বতংশীতংজলং দদ্যাৎ ভৃঙ্ দাহজ্বরশান্তয়ে ॥২৭২

বেল ও শোণা, পারুল, গান্তারী ও গণিয়ারী, এই সকলে  
মিলিত দুই তোলা পাক ও তল ৪ সের শেষ ২ সের থাকিতে  
নামাইয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, ও জ্বর শান্তি পায় । ২৭২

ভূনিম্বকরবী তিক্তা বচা কটফলজংরুজঃ ।

এষামুদ্বর্ষণং গাত্রৈঃ সন্ততে শ্বেদসংশ্রবে ॥ ২৭৩

চিরেতা, কৃষ্ণজীরা, কটকী, বচ ও কটফল ইহাদের চূর্ণ  
ষষ্ঠ্যাগমে গাত্রে মাখাইবে । ২৭৩

গোস্তনীকুরসং ক্ষীরং যষ্টিমধু মধুসহ ।

পেষিতং ধারয়েদাস্যে তৃষ্ণাশাম্যতি দারুণা ॥২৭৪

কিশ্‌মিস্, ইকুরস, দুগ্ধ ও যষ্টিমধু একত্রে পেষণ করিয়া  
মুখে ধারণে দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ হয় । ২৭৪

### গুড়ুচ্যাদি পাচন ।

গুড়ুচি নিম্ব ধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনং ।

এষাং ক্বাথো জ্বরংহন্তি গুড়ুচ্যাদি সুদীপনং ॥

হুল্লাসারুচকচ্ছর্দি পিপাসা দাহনাশনং ।

দাহে ত্বে মধুক্লেপং চন্দনং কটুকাষয়ং

বন্ধকোষ্ঠেহতিবাস্তেচ পদ্মকো মধুযষ্ঠিকা ॥ ২৭৫

গুলঞ্চ, নিম, ধন্যা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন প্রতি ৩২ রতি  
পূর্ববৎ ক্কাথ সেবনে ছল্লাস, অরুচি, হৃদি, পিপাসা ও দাহ  
নাশ, কিন্তু দাহ এবং পিপাসাতে মধু ও রক্তচন্দন স্থানে  
কটকী পরিবর্ত্ত করিয়া দিবে এবং বন্ধকোষ্ঠ ও অতিবমনে পদ্ম-  
কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে যষ্টি মধু দিবে । ২৭৫

করবীরস্য পত্রাণি চন্দনং শারিবাতিলং ।

তৃষ্ণাদাহ শিরোলেপিচারালেন পে-

বিতং । ২৭৬

রক্ত করবীর পত্র, রক্তচন্দন, অমল মূল ও তিল কাঁজিতে  
বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয় । ২৭৬

রক্তং করবীরমূলং পুষ্পং কুষ্ঠধাত্রিকলং সধন্যশু ।

কল্ককোষলেপাৎ জ্বরশিরোরুজাং জয়তি ॥ ২৭৭

লাল করবীর মূল ও পুষ্পকুড় আমলকীর কল, ধনে ও  
চাল, যথা বিধি পাচনবৎ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ শিরে লেপনে জ্বর  
ও শিরো ব্যথা আরোগ্য হয় । ২৭৭

কালীয় চন্দনানন্তা যষ্টিবদরকাজিকৈঃ ।

সংযুক্তং স্যাৎশিরোলেপোন্তৃষ্ণাদাহোত্ত-

শান্তয়েৎ ॥ ২৭৮

অগুরু, কৃষ্ণচন্দন, অমলমূল, যষ্টিমধু ও কুল কাঁজির সহিত  
বাঁটিয়া মস্তকে লেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ নাশ হয় । ২৭৮

হন্যাৎগোতক্রসংসিদ্ধশীতলীকৃতবানসা ।

দ্রাক্ষামালককক্কেন কবলোত্র হিতেমতং ২৭৯

তক্রে সংসিদ্ধ শীতল বস্ত্রে দাহ নষ্ট হয় । এবং দ্রাক্ষা ও আমলকী বাটিয়া কুল্লি করিলে উক্ত রোগ বিনাশ হয় । ২৭৯

পথ্যাতৈল স্ততক্ষৌদ্রির্নিহনদাহ জ্বরাপহং ।

কাশাসূক পিত্ত বিসর্পান্‌নি হস্তিচবমীনপি ২৮০

হরীতকী, তিল তৈল, স্নাত ও মধু একত্র অবলেহ করিয়া সেবনে কাস, রক্তপিত্ত, বিসর্প ও বমনাদি রোগ নিবার্য হয় । ২৮০

উত্তান মুপ্তস্য গভীরতাম্রকাংস্যাদি পাত্রং

বিনিধায় নাভৌ । তত্রান্বুধার্য বহুলং

পতন্তী দাহং নিহস্যাত্ত্বরিতং সুশীতলা ॥ ২৮১

উত্তান শয়ান ব্যক্তি অর্থাৎ চিৎ হইয়া শুইয়া নাভিতে গভীর তাম্রপাত্র কিম্বা কাংশ অভাবে মৃত্তিকা পাত্রে অনেক জল ধারা পতন করিলে শীঘ্র দাহ ও জ্বর নিবার্য হয় । ২৮১

বিদারীদাড়িমংলোধুংকপিথংবীজপুরুকং

এতিঃ প্রদিস্থ মূর্দ্ধানং তৃত্তংদাহার্ভশ্চদেহিনঃ ২৮২

ভূমি কুয়াণ্ড, দাড়িম, লোধ, কতবেল ও টাৰা নেবু এই ক-  
এক দ্রব্য বাটিয়া শিরে লেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশ

পটোল যবানীকাথো মধুনা মাধুরীকৃতঃ ।

তীব্র পিত্ত জ্বরহৃদিদাহতৃষ্ণাবিনাশনং ॥ ২৮৩

পলতা ১ যবের চাল ১ উভয়ে মিলিত করিয়া পাচনবৎ  
কাথ মধু সংযোগে ভক্ষণে তীব্র পিত্ত, জ্বর, হৃদি, তৃষ্ণা ও  
দাহ নাশ হয় । ২৮৩

পিত্তার্থে জনয়েদাহংলেপং তস্যপ্রদীয়তে

পলাশস্য বদর্যাবা বিশ্বস্য মৃদুলানবৈঃ । অম্প

পিষ্টপ্রলেপোয়ং হন্যা দাহযুতং জ্বরং । ২৮৪

পলাশ বৃক্ষের কোমল পত্র, কুলের কচি পত্র ও নিমের মৃদু  
পত্র কোন অল্প দ্বারা বাটিয়া গাড়ে মাখিলে দাহ যুক্ত জ্বর  
নাশ হয় । ২৮৪

অমৃতায়। হিমক্লাতঃ সশীতঃ পৈত্তিকং জ্বরং

বাসায়ান্ত স্তথা কাসরক্তপিত্ত জ্বরং জয়েৎ ২৮৫

গুলঞ্চ কাথ চিনি যুক্ত করিয়া রাখিয়া সেবন করিলে পৈ-  
ত্তিক জ্বর নাশ হয় । বাসকের ক্বাথে কাশ রক্ত যুক্ত জ্বর নাশ  
হয় । ২৮৫

হ্রীবের চন্দনোশীরঘনপর্পটসাধিতং ।

দদ্যাৎ সুশীতলং বারিতৃট্‌হৃদি জ্বর দাহহৃৎ ২৮৬

বালা, রক্তচন্দন, বেনারমূল, ক্ষেতপাপড়া ও ইহাদের পাঁচন  
সুশীতল করিয়া খাইলে তৃষ্ণা, হৃদি ও দাহযুক্ত জ্বর নাশ  
হইবেক । ২৮৬



গুড়ুচ্যামলকীযুক্তা কেবলোবাপি পর্পটং

পিত্তজ্বরংহরেত্ত্বং দাহশোষভ্রমারিতং ২৮৭

কোমল ক্ষেতপাপড়া কিম্বা গুলঞ্চ ও আমলকী যুক্ত পাঁচন  
পিত্ত জ্বর, দাহ, মুখশোষ ও ভ্রমাক্ত ক্লেশ শীঘ্র নাশ  
করে । ২৮৭

পটোলযবধান্যাকং কষায়ং মধুসং যুতং

হন্তি পিত্তজ্বরংদাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমাথিনীং ২৮৮

পল্লতা, যব, ধন্যা মিলিত ২ তোলা পাঁচন মধু ৥০ তোলা  
দিয়া ভক্ষণে পিত্তজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা নাশ হয় । ২৮৮

বিশ্বাম্বু পর্পটোশীরং ঘনচন্দন সাধিতং ।

দদ্যাৎ সুশীতলংবারিত্ত্বহৃদিজ্বরদাহনুৎ ॥ ২৮৯

শুষ্ঠী, মুগা, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধবেণা, শ্বেতচন্দন, এষাং  
প্রত্যকে ৩২ রতি ও জল পূর্ববৎ সূত শীতল হইলে সেবন  
করিলে পিপাসা, দাহ ও হৃদি জ্বর নাশ হয় । ২৮৯

কলিদং কটফলংপাঠা কটুক রোহিনী ।

পক্‌সশক্করংপীতং পাচনংপৈত্তিকেজ্বরে ॥ ২৯০

ইন্দ্রযব, কটফল, মুগা, আকনাদি ও কটকী ইহার প্রত্যেক  
৩২ রতি ও জল পূর্ববৎ পিত্তজ্বর নষ্ট করে । ২৯০

দ্রাক্ষা কুচন্দনংমুস্তাভয়া তিত্তা যুতাপিচ ।

ধাত্রীবালমূশীরঞ্চ লোধেন্দ্রযবপর্পটি ॥

পক্‌ষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসবাসকস্তথা ।

মধুকং কুলকংচাপি কিরাতং ধান্যকংতথা ॥

এবাং ক্রাথোনিহন্তেব জ্বরং পিত্তসম্বিতং ।

তৃষ্ণাদাহ প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমং ॥

মূচ্ছাচ্ছর্দিংতথাশূলং মুখশোষমরোচকং ।

কাশং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্রসংশয়ঃ ২৯১

কিসমিস্, রক্তচন্দন, মুখা, হরীতকী, কটকী, গুলঞ্চ; আম-  
লকী, বালা, বেণামূল, লোধকাষ্ঠ, ইন্দ্রধনু, ক্ষেতপাপড়া  
পুন্নাস ফল, প্রিয়দ্রু দুর্লভা, বাকসমূল, যষ্টিমধু, পলতা,  
চিরেতা ও ধন্য। ইহাদের প্রতি নিলিত ২তোলা পাঁচনবৎ  
কাথে পিত্তসম্বত জ্বর নষ্ট হয়, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত,  
ভ্রম, ক্লম, মূচ্ছা, বমি, বেদনা, মুখশোষ, অরুচি, কাশ,  
শ্বাস ও উপস্থিত বমন, এই সকল নাশ করে । ২৯১

কটফলং পুষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ ।

শ্বাস কাশজ্বরহরোলেহঃ কফবিনাশকঃ ॥২৯২

কটফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল সন্ভাগ চূর্ণ মধুরসহ  
অবলেহ করিলে শ্বাসকাশ ও রক্তবৃদ্ধ জ্বর নাশ করে । ২৯২

কটফলং পুষ্করং শৃঙ্গী কটুকং মুস্তকন্তথা ।

শঠীমর্কসমশ্চেব সূক্ষ্মচূর্ণানিকারয়েৎ ॥

তৎসাদ্রকংরসংক্ষৌদ্রংলেহ্যাৎ কফবিনাশনং ২৯৩

কটফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, কটকী, মুখা ও শুঠ এই দ্রব্য সম-  
ভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ আদার রস ও মধু অবলেহ করিলে কফ বিনাশ  
হয় । ২৯৩

কিরাত তিক্তমৃতাংদ্রাক্ষা আমলকী নাবী

নিম্পীড়্য সততংকাথংবাতপিত্তজ্বরে পিবেৎ ॥২৯৪

চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী, শঠী এষাং প্রতি ৩২ রতি জল পূর্ববৎ প্রক্ষেপ চিনি ॥০ অর্জতোলা। বাতপিত্ত-জ্বরে পান করিবেক। ২৯৪

গুড়ুচি পর্পটংমুস্তং কিরাতংবিশ্বভেজং ।

বাত পিত্তজ্বরেদেয়ং পঞ্চভদ্র মিদং শুভং ॥২৯৫

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও শুষ্ঠী ইহাদের প্রতি ৩২ রতি ও জলাদি পূর্ববৎ বাতপিত্তজ্বরে দিবেক।

এই পঞ্চ ভদ্র কাথ অতি শুভদায়ক। ২৯৫

ত্রিফলা শাল্মলী রাস্না বাষ্বক্ষাটবাসকৈঃ

শৃতমম্বু হরত্যাশু বাতপিত্ত ভবংজ্বরং ॥২৯৬

হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, শিমুল ছাল, রাস্না, সোদাল কুলের সাঁশ ও বাকস এষাং প্রতি ২৩ রতি ও জলাদি পূর্ববৎ এই কাথ বাতপিত্তোদ্ভব জ্বরকে নাশ করে। ২৯৬

বিশ্বামৃতাঙ্গা ভূনিম্বৈ পঞ্চমূলী সমন্বিতং

কৃতংকষায়ং হস্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরং

হল্লাসারোচকচ্ছর্দি পিপাসা দাহ নাশনং ॥২৯৭

শুষ্ঠী, গুলঞ্চ, মুখা, চিরতা, সালপানি, চাকল্যা, কণ্ঠি কারী ব্যাকুড় ও গোক্ষুরী এই নয় দ্রব্য প্রতি পৃথক ২০ রতি ও জলাদি পূর্বমত ইহাতে বাত, পিত্ত জ্বর, হল্লাস, অরুচি, ছর্দি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট করে। ২৯৭

মধুকং শারিবা দ্রক্ষা মধুকং চন্দনোৎপলং ।  
 কাশ্মরীফলকং লোধুংত্রিফলা পদ্মকেশরং ।  
 পঞ্চকং মৃণালঞ্চ ক্ষিপেৎ সংচূর্য্য বারিণা ।  
 নিষেবিতংসিতাক্ষৌদ্রোলাজ যুক্ত্বা তৎপিবেৎ ।  
 বাত পিত্তজ্বরংদাহং তৃষ্ণামূছা রুচি ভ্রমান্ ।  
 শময়েদ্রক্তপিওঞ্চ জীমূতমিব মাক্ততঃ । ২৯৮

যক্ষিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, মউল, পুষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গামার ফল, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মের কেশর, পলাশ ফল, বেনা মূল এষাং প্রতি ১১৥০ রতি ও জলাদি পূর্ব্বাৎ শেষ ১ পল জলে মধু ৥০ তোলা ও খই চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা দিয়া খাইবেক অথবা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু, চিনি ও খই চূর্ণ সকল একত্রে ৮তোলা ও ৮তোলা জলে গুলিয়া খাইবেক । বাতপিত্ত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূছা, অরুচি ও ভ্রম নাশ করে । যেমন বায়ু নেঘকে নাশ করে ইহাও তদ্রূপ । ২৯৮

মুখশোষ প্রলাপান্তর্দাহমূছা ভ্রম প্রণুৎ ।  
 পিপাসা রক্তপিত্তানাং শমনোভেদকোমতঃ ২৯৯

দ্রাক্ষা, হরিতকী, মুখা, কটুকী, হাকরমালি মূল, ও ক্ষেত পাপড়া সকলে মিলিত ২ তোলা এই পাচন পিত্তজ্বর নাশক, মুখ শোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূছা, ভ্রমনাশক, পিপাসা, রক্ত-পিত্তের শমন কারক এবং ভেদক ।

ইহাকে দ্রাক্ষাদি পাচন কহে । ২৯৯ ।

দ্রাক্ষাতয়া পপটিকাক তিক্তাক্কাথঞ্চ সম্পাক-  
ফলং বিদদ্যাৎ । প্রলাপ মূচ্ছা ভ্রম দাহশোষ  
তৃষ্ণান্বিতে পিত্ত ভবেজ্বরে ॥ ৩০০

কিস্মিস্, হরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, মুখাওকটুকী ইহার। প্রত্যেক  
৩২ রতি, জল পূর্ববৎ ও সোঁদালের ফলের শাঁস ৩২ রতি।  
প্রলাপ, মূচ্ছা, ভ্রম, দাহ, মুখশোষ ও তৃষ্ণার সহিত পিত্ত  
জ্বর নাশ হয়। ৩০০

পপটৌবাসক শ্চিত্তা কৈরাতং ধন্যাসকঃ ।

বিপকশ্চ কৃতঃক্কাথ এষাং শর্করায়ুতঃ ।

পিপাসাদাহপিত্তাস্রযুক্তং পিত্তজ্বরং হরেৎ ৩০১

ক্ষেতপাপড়া, বাসক, কটুকী, চিরতা, দুরালভা এষাং  
প্রত্যেক ৩২ রতি ও জল পূর্ববৎ । অনুপানচিনি অর্দ্ধ তোলা।  
পিপাসা, দাহ ও রক্তপিত্ত বৃদ্ধ জ্বর নাশ করে। ৩০১

সশীতোনিশিপর্যুষিতঃ প্রাতর্ধন্যাকতগুলক্কাথঃ  
পীতসময়ত্যচিরাদন্তদাহং জ্বরং পৈস্তং ॥ ৩০২

ধন্যার চালেরকাথ চিনি বৃদ্ধপর্যুষিত সেবন করিলে অন্ত  
দাহ বৃদ্ধ জ্বর বিনাশ হয়। ৩০২

ভূনিষাতি বিষালোধু মুস্তকেন্দ্রষবাম্বতাঃ ।

বালকং ধান্যকং বিলু কষায়ো নাক্ষিকান্বিতঃ

বিভ্ভেদস্বাসকাসাংশ্চ রক্তপিত্তজ্বরং হরেৎ ৩০৩

আতাইচ, শোথ, মুখা, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ, বাল্য, ধন্যে, বেল  
শুঠা মিলিত পাচন মধুবুজ খাইলে ভেদ, শ্বাসকাস, ও  
রক্তপিত্ত যুক্ত জ্বর নাশ হয় । ৩০৩

একঃ পর্পটকৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্ত জ্বরবিনাশনঃ ।

কিংপুনর্যদ্যুজ্জৈত চন্দনোশীর বালকৈঃ । ৩০৪

কেবল একাত্র কেতপাশড়াই পিত্তজ্বর নাশক কিন্তু রক্ত  
চন্দন, বেগুনুল ও বাল্যুক্ত করিলে আর কথা কি । ৩০৪

যমানী পিপ্পলী বাসা তথাস্থথন্য বল্কলং ।

এবাংকাথং পিবেৎ কাশেশ্বাসেদককজে জ্বরে ॥ ৩০৫

যমানী, পিপুল, বাকন ও অস্থখহাল সকলে মিলিত ২ তো-  
লা ও জলাদি পূর্ণাং কান ও শ্বাস যুক্ত কক জ্বর নষ্ট হয় । ৩০৫

সিদ্ধুবার দলকাথং কণাদ্যং ককজে জ্বরে ।

জজ্ঞয়োশ্চ বলেক্ষীণে কণেচ পিহিতে পিবেৎ ॥ ৩০৬

নিষিদ্ধা পত্র ২ দুই তোলা ও পিপুল চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ তোলা ই-  
হাদের পাচন্যং কাথ কর জ্বরে, জজ্ঞযয়ের বল হানিতে ও  
কর্ণ কুহরের রুদ্ধতা থাকিলে নাশ হয় । ৩০৬

মহানিষ পরগ্রাহী কষায়ো রুদ্ধ এবচ ।

ককপিত্ত জ্বরচ্ছর্দি ত্রণছল্লাস কুষ্ঠমুৎ ॥ ৩০৭

ধারক কষায় রন অতি রুদ্ধ তজ্জন্য ককজ্বর, পিত্তজ্বর  
ছর্দি, ব্রা, বক বেদনা ও গলিত কুষ্ঠ নাশ করে । ৩০৭

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী ।

নাগরং চিত্রকং চ্যব্যং রেণু কৈলা যমানিকা ॥

সর্বপংহিঙ্গু ভাগীচ পাঠৈন্দ্রযব জীরকঃ

মহানিম্বশ্চ মূৰ্খাচ বিষা তিত্তা বিড়ঙ্গকং ।

পিপ্পল্যাদি গণছেষঃ কফমারুতনাশনং ।

গুল্মশূলারুচিহরো দীপনশ্চাম পাচনঃ ॥ ৩০৮

পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, গজ পিপুল, শুঁঠ, চই, চিতা  
রেণুকা, যমানী, সর্বপ, হিঙ্গু, বাননহাটী, আকনাদি,  
ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম্ব, মূরগা, আতাইচ, কটকী ও বিড়ঙ্গ  
এই বিংশতি দ্রব্য প্রত্যেক প্রতি ৮ অটরতি ও জল ৩২  
বত্রিশ তোলা শেষ ৮ তোলা ক্বাত সেবনে বাত,  
শ্লেষ্মা, গুল্ম, বেদনা ও অরুচি নাশক, অগ্নি বীপক ও আমপা-  
চক হয় । ৩০৮

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গি যমানী কারবিস্তথা ।

কটুত্রয়ঞ্চ সর্করাণি সমভাগানি কারয়েৎ ॥

আদ্রকস্য রসৈলিহু মধুনাচ কফজ্বরে ।

শ্বাসকাশসরুচিচ্ছর্দিশে ঞ্চাগিচ নিবর্তয়েৎ । ৩০৯

কটফল, কুচ, কাঁকড়াশঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু এই সকল  
দ্রব্য সমভাগ স্বক চূর্ণ আনার রস মধুসহ অগ্নিলেহ করিলে কফ  
জ্বর, শ্বাসকাশ, অরুচি, গমি ও বাতশ্লেষ্মা আরোগ্য হয় । ৩০৯

দীপনং কফবিচ্ছেদী বাত পিত্তানু লোমনং ।

অবঘ্নং পাচনং ভেদী শূতং ধন্যা পটোলকং ॥ ৩১০

ধন্য ১ তোলা ও পলতা ১ তোলা ইহার পাঁচন অগ্নি-  
দীপক, কফ, বিচ্ছেদ কারক বায়ু পিত্তের অনুলোম  
কারক, জ্বর নাশক এবং পাচক ও ভেদক । ৩১০

পটোলং চন্দনং মূৰ্ব্বা তিক্তা পাঠা মৃতাগণঃ ।

পিত্তশ্লেষ্মা রুচিহৃদি বিষকণ্ড জ্বরূপনিহঃ ॥ ৩১১

পলতা, রক্তচন্দন, মূরগা, কটুকী, আকনাদি ও গুলঞ্চ  
মিলিত ২ তোলার কাথ পিত্তশ্লেষ্মা ও অরুচিজনক জ্বর  
নাশক ॥ ৩১১

নাগরোশীর বিষ্রাদ ধান্য মোচর সানুতিঃ ।

রুতক্কাথো ভবেৎঘলকী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরূপহঃ ॥ ৩১২

শুষ্ঠী, গন্ধবেনা, বিলু, মুখা, ধন্য ও মোচরস এই সকলে  
মিলিত ২ তোলা কাথ করিয়া তাহাতে ঐ সিটি বাটিয়া  
গুলিয়া খাইলে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর নাশ হয় ॥ ৩১২

অমৃতা কটুকারিষ্ঠ পটোলং ঘন চন্দনং ।

নাগরৈন্দ্র যবক্ষে তদ মৃতাষ্টক মীরিতং ॥

কথিতং সকণাচূর্ণং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরূপহং ।

হস্তাসারোচ কহর্দি তৃষ্ণা দাহ নিবারণং ॥ ৩১৩

গুলঞ্চ, কটুকী, নিম, পলতা, মুখা, রক্তচন্দন, শুষ্ঠী, ইন্দ্র-  
যব এবং সকলে মিলিত কাথ পিপুলচূর্ণ অনুপানে অগ্নি-  
দীপক, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, হৃদি ও পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট  
করে । ৩১৩



গুড়ুচী নিম্ব ধন্যা কশ্চন্দনং কটুরোহিণী ॥

গুড়ুচ্যাদি রয়ং কাথঃ পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ ।

তৃণাদাহা রুচি ছর্দিপিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরূপহং ॥ ৩১৪

গুলঞ্চ, নিম্ভাল, ধন্যা, রক্তচন্দন ও কটকী এষাং মিলিত  
কাথ তরুণে তৃণা, দাহ, অরুচি ও ছর্দির সহিত পিত্তশ্লেষ্ম  
জ্বর অপহরণ করে । ৩১৪

সরোহাং পুষ্পা বাসায় রসং ক্ষৌদ্র সিতারুতং  
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরং হস্তিসাম্পিত্তং সকামলং ॥ ৩১৫

বাসক পুষ্পরস ২ তোলা, মধু ১ তোলা ও চিনি ১ তোলা  
মিলিত তরুণে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর অরুচিপিত্ত এবং কামলার সহিত  
নষ্ট করে । ৩১৫

ভাগীগদং গোকুরং পশুপনী উভে বৃহতো ।

ঘননা গর কাথং পিবেৎ পিত্তকফ জরয়ী শ্বাস

কাশারুচিপার্শ্ব শূলী ॥ ৩১৬

বাগন হাটী, কুড়, গোকুরি, চাকুলো, কাণ্টকারী, ব্যাকুড়  
মুখা ও শুষ্ঠী এষাং কাথ পিত্ত ও কফজ্বর নাশক, শ্বাসকাস,  
অরুচি ও পার্শ্বশূল নাশ করে ॥ ৩১৬

পিপ্পল্যাদিগণ কথ্যং পিবেৎ বাতকফজ্বরী ।

নাতঃপরং কিঞ্চিদস্তি জ্বরে ভেষজ যুক্তমং ॥ ৩১৭

পিপ্পল্যাতির কাণ বাতশ্লেষ্ম জ্বরী পান করিবেক ইহার  
পর ঔষধ বাতশ্লেষ্ম জ্বরে নাই ॥ ৩১৭

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চ চিত্রকনাগরং ।

বচাসা তিবিষাজাজী পাঠাবৎসকরেনুকং ॥

কিরাত তিত্তকো মূর্ব্বাসর্ষপং মরিচা ।

কট্ফলং পুষ্করং তার্গী বিড়ঙ্গ পর্পটা হৃদয়ং ॥

শুষ্কমূলং বৃহৎ সিংহা শ্রেয়সী স দুরালতা ।

দীপকশর্জা মোদা চ কাকনাসা সহিঙ্গুকা ।

এতানি সমভাগানি গণ এষোহষ্ট বিংশতি ।

এষাং ক্রাথো নিপীতঃ স্যাৎ দ্বাতশ্লেঘাজ্বরোপহা ।

হস্তি বাতং তথা শীতং প্রশ্বেদ মতিবেপথুং ।

প্রলাপঞ্চাতিতন্দ্রাঞ্চ লোমহর্ষেহরুচৌ তথা ।

মহাবাতেহপতস্ত্রে চ শূলস্ত্রে সর্ব্বাণ্যত্রজে ।

পিপ্পল্যাদি মহাক্রাথো জ্বরে সর্ব্বত্রপূজিতঃ ॥ ৩১৮

পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতা মূল, শুঠ, বচ, আতাইচ, জীরা, আকনাদি, কুরচি ছাল, রেণুকা, চিরতা, মূরগা, সর্ষে, মরিচ, কটফল, কুড়, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, ক্ষেতপাপড়া, বৃহতী কণ্ঠিকারী, গজপিপুল, দুরালতা, যমানি, বনয়মানি, কেকেকড়া, হিঙ্গু ও শুষ্ক মূল। এই অষ্টাদশ দ্রব্য সকলে মিলিত ২ তোলা পাঁচন বাতশ্লেষ্মা জ্বর নাশক, বায়ু শীত এবং অগ্নি ও অতিশয় কফনাশ করে এবং প্রলাপ ও অতিশয় তন্দ্রা নষ্ট করে। লোমাঞ্চ শরীরে, অকুচিত্তে, মহাবায়ুতে, অপতন্দ্র বাত ব্যাধিতে, বেদনাশূলে, সকল শরীর প্রাপ্ত বেদনাতে ও সকল জ্বরেতেই প্রশস্ত হয় ॥ ৩১৮

দশমূলী রসঃ পীতঃকর্ণায়ুক্তকফানিলে  
জ্বরেৎ বিপাকে নিদ্রায়াং পার্শ্বরুক  
শ্বাসকাসকে ॥ ৩১৯

দশমূলের কাথ ও পিপুল চূর্ণ ১০ তোলা দিয়া ঝাইবেক,  
বাতশ্লেষ্মাজ্বরে, অবিপাকে, নিদ্রাধিকে, পার্শ্ব বেদনাতে এবং  
শ্বাসকাসে প্রশস্ত হয় । ৩১৯

কিরাত বিখ্যাত বল্লী সিংহিকা কণামূল  
রসো নসিংহকৈঃ । কৃতঃ কষায়ো বিনিহন্তি  
সত্ত্বরং জ্বরং সমীরং সকফংসচ্চিহ্নতং ॥ ৩২০

চিরতা, শুঁট, গুলঞ্চ, দুবালতা সকলে মিলিত ২ তোলা ।  
পাঁচন বাতশ্লেষ্মাজ্বর, অরুচি, হৃদী, দাহ ও মুখশোষ নাশ  
করে । ৩২০

ভূনিম্বা মৃতদারুশ্চ কটফলং কটুকো বচা  
কষায়ং পায়ুয়েদাশ্চ বাতশ্লেষ্ম জ্বরোপহং ॥ ৩২১

দেবদারু, গুলঞ্চ, চিরতা, কটফল, কটুকী ও বচা এষাং  
মিলিত পাঁচন বাতশ্লেষ্মা জ্বর নাশ করে । ৩২১

কফ বাতজ্বরে পীতং হিক্কাশ্বাস গল গ্রহান  
শ্বাস কাশ ভ্রমো মোহন্যা হৃদ্যাধমনমেবচ  
মাত্রাকৌদ্র মৃতাদীনাং স্নেহে কাথেষু  
চূর্ণবৎ মাসৈকং হিঙ্গু সংচূর্ণং যবনাদ্যস্ত  
শালিকা ॥ ৩২২

দেবদারু, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটী, বচ, ধন্য, কটফল, হরীতকী, শুঁট ও বহেড়া এষাং কাথ হিঙ্গু ও মধু সহিত তক্ষণে কফ, বাতজ্বর, হিকা, শ্বাস, গলরোগ, শ্বাসকাশ, ভ্রম, মোহ ও বমি নাশকরে । এই পাঁচন চূর্ণ বাটিয়া মধু যুক্ত থাইবেক । ৩২২

কিরাতং তিত্তকং বিলং শুড়ূচী বিশ্বভে-  
ষজং । চতুর্ভদ্র মিদং খ্যাতং বাত শ্লেষ্ম  
জ্বরাপহং ॥ ৩২৩

চিরতা, কটকী, শ্রীফল, গুলঞ্চ ও শুষ্ঠী এষাং মিলিত কাথ ২ তোলা, ( চতুর্ভদ্র নাম ) বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট করে । ৩২৩

রসং গন্ধকং বিষকৈব প্রত্যেকং সমভা-  
গিকং । দ্বিভাগং ধুস্ত্রবীজঞ্চ ত্রিকটু  
তদ্বিভাগিকং ॥ জঘীরণাং রসৈর্মদ্য  
বটীগুঞ্জাবয় স্তথা । কণাচূর্ণং পিবেৎচাল  
বাত শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ ॥ ৩২৪

পার। ১, গন্ধক ১, অমৃত ১, ধুস্ত্রবীজ ২ ত্রিকটু তিন ভাগ গোড়ালেবুর রসে মাড়িয়া বটী ২ রতি অনুপান পিপ্পল চূর্ণ । বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট করে । স্বপ্নজ্বরংকুশ । ৩২৪

পঞ্চমূলী কিরাতাদির্গণো যোজ্যস্ত্রিদোষজে  
পিত্তোং কটেচ মধুনা কণাযুক্তং কফোং-  
কটে ॥ ৩২৫

পঞ্চমূলী এবং কিরাতাদিগা একত্রে এই নব অঙ্গ পাঁ-

চন ত্রিদোষে দিবেক কিন্তু পিত্তোৎ কটে মধু ও কফোৎকটে  
পিপুল চূর্ণ অনুপান দিবেক । ৩২৫

কিরাততিক্ত বিশ্বঞ্চ গুড়ুচীমুস্তকস্তথা ।  
কিরাতাদিগণং যোজ্যং চিকিৎসাসু বি-  
জানতা ॥ ৩২৬

চিরতা, শুঁট, গুলঞ্চ ও মুথা চিকিৎসক এই কিরাতাদিগণ  
জানিবেন । ৩২৬

চিরত্বরে বাত কফোলুণে বা ত্রিদোষ  
জেবা দশমূলমিশ্রং । কিরাততিক্তাদি-  
গণং প্রযোজ্যং শুক্লানি নেবা ত্রিবৃত্তাবি  
মিশ্রং ॥ ৩২৭

চিরত্বরে, বাত ও কফউরণে এবং ত্রিদোষে দশ মূল সহিত  
কিরাতাদিগণ অর্থাৎ দশমূলীর ১০ দশ দ্রব্য শুঁট চিরাতা  
গুলঞ্চ ও মুথা এই ১৪ চরুদ্রব্য মিলিত ২ তোলা পাঁচনের  
জল অথবা তেউড়ি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবে । ৩২৭

দশমূলী কষায়ন্ত পৌষ্করেণাবচুর্ণিতং ।

সন্নিপাতত্বরে দেয়ং কাশশ্বাসতৃষাণিতে । ৩২৮

দশমূলী পাচন ও কুড় চূর্ণ ৪০ রুতি সহিত সন্নিপাত  
ত্বরে ও কাশ শ্বাস তৃষাণুক্ত রোগিকে দিবেক । ৩২৮

দশমূলীকণাধান্যং পিত্তশ্লেষ্মোন্তবে ত্বরে ।

দদ্যাৎ পাচনকং পূর্বং যমশুদ্ধং সনাগরৈঃ ॥ ৩২৯

দশমূলী শূঁচ ও ধন্য। এই দ্বাদশ দ্রব্যের পাঁচন পিত্ত  
শ্লেষ্মোত্তর সন্নিপাতে দিবেক । ৩২৯

যাসকৈরাতঘননাগরকণ্টিকারী ভার্গী ছ-  
রালতা পম্পট রোহিণীচ । পথ্যাকণা  
গজবৃহতী কষায়ো দেয়ত্রিদোষ শমনে  
কণয়া বিনিশ্রং ॥ ৩৩০

দুরালতা, চিরেতা, মুখা, শূঁচ, কণ্টিকারী, বামনহাটি, ক্ষেত  
পাপড়া, বটকী, হরীতকী, পিপুল, গজপিপুল ও ব্যাকুড় এই  
১৩ ত্রয়োদশ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা কষায় ত্রিদোষ নাশক  
প্রক্ষেপ করিয়া পিপুল চূর্ণ ৪০ চল্লিশ রতি দিবেক । ৩৩০

বিল্বশোণাকগান্তারী পাটলা গণিকারীকা  
দীপনং কফপিত্তঘ্নং পঞ্চমূলীমিদংমহৎ ॥ ৩৩১

ত্রীকলমূল, শোণাঝু মূল, গান্তারীমূল, পারুল মূল ও গনি-  
য়ারি মূল এই বৃহৎ পঞ্চমূলী অগ্নিদীপক ও কফপিত্ত রোগ  
নাশক । ৩৩১

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরং  
বাতপিত্ত হরং বিশ্বং কণীয়ঃ পঞ্চমূলকং ॥ ৩৩২

শালপাণি, চাকুল্যা, কণ্টিকারী, ব্যাকুড় ও গোক্ষুরি এই  
স্বল্প পঞ্চমূলী বাতপিত্ত রোগ নাশক । ৩৩২

উভয় দশমূলন্ত সন্নিপাত জ্বর্যাপহং ।

কাশেষ্বাসেচ তদ্ব্রায়াং পার্শ্বগূলে চ স-  
শ্যতে ॥ ৩৩৩

পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্ত কণ্ঠ, হৃদ, গল ও গ্রাহান এই দশ  
মূলী একত্রে পান করিলে সন্নিপাতজ্বর কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা ও  
পার্শ্বশূল নাশ হয় কিন্তু পিপ্পলী চূর্ণ সংযোগ কণ্ঠ, হৃদ  
ও গল রোগ নাশ করে । ৩৩৩

দ্বিপঞ্চমূলী ষড়গ্রন্থি বিশ্বগ্রন্থি নখীদ্বয়ং ।

কফ বাতহরং ক্কাথং সান্নিপাত হরং  
পরং ॥ ৩৩৪

দশমূলী, বচ, শুঠ, পিপ্পলমূল ও আদা এই ১৪ চতুর্দশ  
দ্রব্যের ক্কাথ কফ, বাত ও সন্নিপাত নাশ করে । ৩৩৪

ক্রষণ দশমূল শটী ভাগীছিন্নোদ্ধবা ভবেচ্চ

ক্কাথঃ । পিত্ত শময়তি সহসা জ্বরং চান্যং  
সন্নিপাতঞ্চ ॥ ৩৩৫

ত্রিকটু, দশমূলী, শটী, বামনহাটী ও গুলঞ্চ এই ষোড়শ দ্রব্য  
মিলিত ২ দুই তোলা পিস্তোৎকট জ্বর এবং সন্নিপাত নাশ  
করে । ৩৩৫

ভূনিষদারু দশমূল মহৌষধাদ্ তিষ্ঠে-

ন্দ্রবীজ ধনিকে তকণা কষায়ঃ ।

তন্নাশ্রণাপকাশারুচিমোহদাহশ্বাসাদি

যুক্ত মথিলং জ্বর নাশুহস্তি ॥ ৩৩৬

দশমূল, দেবদারু, চিরেতা, শুঁঠ, মুখা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধন্যা ও গজ পিপুল এই ১৮ অষ্টাদশ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পাঁচন তরুণে তন্না, প্রণাপ, কাশ, অরুচি, মোহ, দাহ, শ্বাসাদি ও সন্নিপাত জ্বর নাশ হয় । ৩৩৬

মুস্তপর্পটকোশীর দেবদারু মহৌষধঃ ।

ত্রিফলা ধন্ব্যাসশ্চ নিম্বাচ গুণ্ডরোহিণী ।

ক্রতপ্তীতিক্তকং পাঠা বাল্য কটুক রোহিণী ।

মধুকং পিপ্পলী যুক্ত মেতস্বা সান্নিপাতনুঃ ।

পিত্তজ্বরে সন্নিপাতে হিতক্షোক্তং মনীষিভিঃ ।

মন্যস্তম্ভ উল্লগঞ্চ উরুপৃষ্ঠ শিরোগ্রহঃ ॥

বঙ্গকোষ্ঠনিহন্যাশু মুখ্যাদফ্যঙ্গনামকঃ ॥ ৩৩৭

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

মুখা, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধবেণা, দেবদারু, শুঁঠ, ত্রিফলা, ধন্যা, দুর্লাভা, নিম্ব, কেশুর্ভে, হরীতকী, তেউড়ী, চিরেতা, আকনাদি, বাল্য, কটকী, মধু ও পিপুল প্রক্ষেপ করিয়া এই অষ্টাদশ দ্রব্য মিলিত দুই তোলা কাথ পিত্তজ, সন্নিপাতিক স্তম্ভ, উল্লগ ও উরুপৃষ্ঠ, শিরোগ্রহ ও বঙ্গকোষ্ঠ এই মুখ্যাকদশাঙ্গ নামক পাঁচন পানে আরোগ্য হয় । ৩৩৭

দশমূলীশটি শৃঙ্গী পুষ্করং সছরালতা ।

ভার্গি কুটজবীজঞ্চ পটোল কটুরোহিণী ॥



অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেবং সন্নিপাত স্বরূপং ।

কাশহৃদগ্রহ পার্শ্বাতিশ্বাস হিকা বমিৎ হরেৎ ॥

জরে চৈব তিসারে চ শোথে গ্রহণীগদে ॥ ৩৩৮

দশমূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্র-  
যব, পলতা ও কটকী এই অষ্টাদশ দ্রব্য সকলে মিলিত ২ দুই  
তোলা ও পাকার্থে জল অর্দ্ধ শের শেষ অর্দ্ধ পোয়া কাথ  
সেবনে সন্নিপাত জ্বর, কাশ, বক্ষবেদনা, পার্শ্ব পীড়া, শ্বাস,  
হিকা ও বমি প্রভৃতি আরোগ্য হয় । ইহা জরে, অতিসারে,  
শোথে এবং গ্রহণী রোগে বিশেষ ফল দৃষ্ট হয় । ৩৩৮

শটীকুষ্ঠামৃতাভ্যাত্মী শৃঙ্গীয়াসকটুম্বরঃ ।

বিলুপাঠা কিরাতঞ্চ শট্যাতি সন্নিপাত হা ॥

কাশহৃদগ্রহ পার্শ্বাতি নিদ্রা তন্ত্রাবিনা-

শনং । ৩৩৯

শটী, কুড়, গুলঞ্চ, কণ্টকারি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কটকী,  
ত্রীকল, আকনাদি ও চিরেতা এই দশ দ্রব্য মিলিত ২ দুই  
তোলা কাথ পূর্ববৎ সেবনে সন্নিপাতজ্বর, কাশ, বক্ষবেদনা,  
পার্শ্ব পীড়া, অতি নিদ্রা ও তন্ত্রা নাশ হয় । ৩৩৯

বৃহতীপুষ্করঃ শৃঙ্গী শটী ভাগী দুরালভা ।

বৎসকস্য চ বীজানি পটোল কষ্টুরোহিণী ॥

বৃহত্যাদিগণ প্রোক্তং সন্নিপাত স্বরূপং ।

কাশাদিষু চ সর্বেষু দেয়ং সুপ্রদরেষু চ ॥ ৩৪০

ব্যাকুড়, কুড়, কঁকড়াশুঙ্গী, শটী, দুবালতা, কুরচি ছাল, ইন্দ্রধনু, পলতা ও কটকী এই দশ দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা কাথ পূর্ববৎ সেবনে সন্নিপাত, কাশ ও প্রদর রোগ আরোগ্য হয় । ৩৪০

অশ্বথবল্কলং শুষ্কং ছক্ষুঃ নিৰ্বাপিতং  
জলে । তজ্জল পান মাত্রেণ দুষ্টি হৃদিদ  
নিবৰ্ত্ততে ॥ ৩৪১

অশ্বথের শুষ্কছাল দক্ষ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান মাত্রে দুষ্টি হৃদি নিবারণ হয় । ৩৪১

জাতীপত্রং বিল্বপত্রং সরসং মধুনা সহ ।  
রক্তহৃদি বিনাশায় রক্তবাস্তি তথা নবা ॥ ৩৪২

জাতীপত্র রস ও বিল্বপত্র রস মধুসহ অালেহন করাইলে রক্তহৃদি ও রক্তবমন নিবারণ হয় ॥ ৩৪২

ছতাসন রস ।

নাগরুঃ কৰ্ষমাত্রাস্যাঃ কৰ্ষমাত্রা টক্ৰণং ।  
মরিচঃ সার্কিকৰ্ষস্যাত্তাবদক্ষ বরাটকং ॥  
বিষং কৰ্ষচতুৰ্থাং শংসৰ্ষমেকঞ্চ চূর্ণয়েৎ ।  
রসো ছতাসনো নাম্না সদ্যোগুঞ্জা মিতো  
জ্বরে ॥ ৩৪৩

শুঁঠ ২ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, মরিচ ৩ তোলা  
কড়িতম্ব ৩ তোলা ও বিষ ১০ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ

করিয়া অর্ধরতি মাত্রায় এই হুতাশন নামক ঔষধ ভক্ষণে  
সদাঙ্গুর আরোগ্য হয় । ৩৪৩

### ত্রিশুরাতৈরব রস ।

তাম্রভস্ম বিষং হৈম্য শতধা ভাবিতং রসৈঃ ।

গুঞ্জার্কি নাশয়েচ্চৈববিবিধানশ্চনবজ্জরান্ ॥ ৩৪৪

তৈষজ্য তন্ত্র ।

তাম্রভস্ম ১, শৃঙ্গিবিষ ১৩ ধুস্তুরবীজ ১ এইতিন দ্রব্য কণক  
ধুরার রসে ভাবনা দিয়া এক রতিমাত্রা বটিকা ভক্ষণে বিবিধ  
প্রকার নবজ্বর নাশ হয় । ৩৪৪

### প্রচণ্ড রস ।

অমৃতং পারদং গন্ধকং মর্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ং ।

সিকুবারি রসে পশ্চাৎ ভাবয়েদেক বিংশতি ॥

তিল প্রমাণঞ্চ দদ্যাৎ নবজ্বর বিনাশনং ।

উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রশৈচব প্রদাপয়েৎ ৩৪৫

রত্নাবলী ।

অমৃত ১, পারদ ১ ও গন্ধক ১ ইহা দুই প্রহর মর্দন করিয়া  
নিবিদ্ধা পত্র রসে একবিংশতি ভাবনা দিয়া তিল প্রমাণ  
ঔষধ যথা সম্ভব অনুপানে ও কেহ কেহ মধু অনুপান লেখে ।  
ইহাতে নাঙ্গুর আরোগ্য হয় এবং উদ্বেগে মস্তকে তৈল ও তক্র  
দিবে । ৩৪৫

### জ্বরমুরারি রস ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং গন্ধকং টঙ্গণং নাগরাতয়া ।

জৈপাল সমচূর্ণঃ সদ্যজ্বর বিনাশনং ।

আদ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েৎভিষক্ ।

জ্বরমুরারি নামোহয় মেকগুঞ্জা প্রমাণতঃ ॥ ৩৪৬

সারকৌমুদী ।

হিঙ্গুল, বিষ, গন্ধক, সোহাগা, শুষ্ঠী, হরীতকী ও শোধিত জয়পাল বীজ সর্ব দ্রব্য সমভাগ আদার রসে মর্দন । মাত্রা এক রতি প্রমাণ বটিকা সেবনে সদ্য জ্বর নাশ হয় ৩৪৬ ।

### উদকমঞ্জরীর ।

মৃত গন্ধকঃ সোষণশ্চ সর্বৈস্তল্যঃ

শর্করা মৎস্যপিষ্টৈঃ । ভূয়োভূয়ো মর্দ-

য়েত্ত ত্রিরাত্রং বল্লোদেয়ঃ শৃঙ্গবের দ্রবেণ ॥

তোয়েশীতং বীজনৈস্তকৃতকৃত্বত্বাদ্যং

পথ্যমেৎ প্রদিক্ষৎ । অহ্নৈবোত্রং হন্তি সদ্য-

জ্বরন্তু পিত্তাধিকং মুক্তি তৌয়ঞ্চদদ্যাৎ ॥ ৩৪৭

রস প্রদীপ ।

শুক পারা ১, গন্ধক ১, ভূট সোহাগা ১ ও মরিচ ১ এই সকলের সমান চিনি ও শোধিত রোহিত মৎস্যের পিষ্ট চ তোলায় পুনঃ পুনঃ মর্দন করিয়া ত্রিরাত্র পরে ছোলা প্রমাণ বটিকা আদার রস অতুপানে সেবন করিলে এক দিবসে উগ্র জ্বরকে নাশ করিবে । ঔষধ সেবন করাইয়া মস্তকে জল সেক দিবে ও বাজনদ্বারাশীতল ও জল তরু অন্ন ও বেঙ্গল পাত তি

পথ্য দিবে । ইহা পিত্তজ্বরেই উপকার দর্শে কিন্তু জ্বরে নিষ্ফল  
ও অপণ্ডগ হইবেক । কেহ ইহাকে চন্দ্রশেখর রসওকহেন । ৩৪৭

### নবজ্বরহরী বটী ।

রসোগন্ধো বিষং শুষ্ঠী পিপ্পলী মরিচানিচ ।  
পথ্য বিতীতকং ধাত্রী দন্তীবীজঞ্চ শোধিতং ।  
চূর্ণমেবাং সমাংশানাং দ্রোণ পুষ্পীরসেঃ  
পুটে ১ বটীং মাষনিতাংকুর্য্যাভক্ষয়ে-  
ন্নতন জ্বরে ॥ ৩৪৮

রস রত্নাকর ।

পারা ১, গন্ধক ১, শুল্কী বিষ ১, শুষ্ঠী ১, পিপ্পলী ১, মরিচ ১,  
হরীতকী ১, বহেড়া ১, আমলা ১, দন্তীবীজ ১ এষাং প্রতি  
সমভাগ ঘোলঘসা পত্র রসে মর্দন, বটী এক মাষা । মাত্রা মধু,  
কেশুর্ভিয়া, অথবা বিল্বপত্র রসে যথাসম্ভব দিবেক । ৩৪৮

### জ্বরঘ্ন বটিকা ।

রসং গন্ধকং দরুদং জৈপালং ক্রম বর্দ্ধিতং ।  
দন্তি রসেন সংস্পিষ্ট্য বটী গুঞ্জামিতাকৃত্য  
প্রভাতেশিতয়া সার্কমসিতাশীতবারিণা ।  
একেন দিবসেনৈষা নবজ্বর হরাভবেৎ ॥ ৩৪৯  
ভৈষজ্য তন্ত্র ।

পারা ১, গন্ধক ২, হিজল ৩ ও জয়পাল বীজ ৪ দন্তিমূল  
রসে পিষিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা প্রাতঃকালে চিনি ও শী  
তল জল অনুপানে এক দিবসে নব জ্বর আবেগা হয় । ৩৪৯

## কণ্টিকার্যাদি ।

কণ্টিকার্য। মৃতাতাগী বিশ্বমিল্লযবা-  
শুকং । ভূনিম্ব চন্দনং মুস্তংপটোলং কটু-  
রোহিণী ॥ বিপায্যং পায়িয়েৎ ক্বাথং  
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহং । দাহ তৃষ্ণারুচি  
হৃদ্বি কাশশূলং নিবারণং ॥ ৩৫০

কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁট, ইন্দ্রযব, দুরালভা,  
চিরতা, রক্তচন্দন, মুখা, পলতা ও কটকী এষাং ক্বাত ২ তোলা  
সেবনে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নাশ হয়, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, হৃদ্বি,  
কাশী ও শূল নিবারণ হয় । ৩৫০

বাত শ্লেষ্ম জ্বরে দেয় মৌষধং নবমেহহনি । ৩৫১

বাতশ্লেষ্ম জ্বরেতে ঔষধ নবম দিবসে দিবেক । ৩৫১

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চইচিতাক নাগরৈঃ  
দীপনীয়ঃ শ্রুতো বার্গা বাতশ্লেষ্ম জ্বরা-  
পহং ॥ ৩৫২

পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা  
পাঁচন ভক্ষণে অগ্নিবৃদ্ধি কারক হয় এবং বাতশ্লেষ্ম জ্বর  
নাশক হয় ৩৫২ ।

পিপ্পলী তিঃশূতংতোয়মনতিষাদী পাচনং ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরং হন্তি সেবিতং প্লীহনাশনং ৩৫৩

পিপূল ২ তোলা ও জল ১০৥০ সের, শেষ ১/০ পোয়া  
ভক্ষণে শ্রোত্রাদির ক্রেন হয় না, নাড়ীর পথ পরিষ্কার করে,  
বাতশ্লেষ্মা দ্বর নাশক এবং স্ত্রীহা নাশ করে । ৩৫৩

### নবজ্বরাকুশ ।

ক্রমেণ রূক্ষা রসগন্ধ হিঙ্গুল নিকুন্ত বীজা  
নখদন্তী বারিণা । পিষ্টস্য গুণ্ণাভিনব-  
জ্বরপহাবলেন চাহুশিতয়োঃ প্রযোজিতাঃ ৩৫৪

তৈষজ্য তন্ত্র ।

রস ১, গন্ধক ২, হিঙ্গুল ৩ ও দন্তীবীজ ৪ দন্তিমূল রসে  
মর্দন করিয়া এক ১ রতি মাত্রায় বটিকা সেবনে নবজ্বর আ-  
রোগ্য হয় শীতোপচার করিলে বলবান রোগীকে অন্ন  
পথ্য দিবে । ৩৫৪

### শীত ভূঞ্জিত রস ।

রসহিঙ্গুল গন্ধক জৈপালশচ ত্রিভিঃ সমঃ  
দন্তীকাথেন সংমদ্য রসজ্বরহরং পরং ।  
আদ্রকস্য রসেনাপি দাপয়েৎ রক্তিকাদ্বয়ং ।  
নবজ্বরে মহাবোরে নাশয়েৎ যামমাত্রকঃ ।  
শর্করা দধি ভুক্তঞ্চ পথ্য দেয়ং প্রযত্নতঃ ।  
ইক্ষুতোয়ং সদা পথ্যং মুদ্রাসিতা পিবেদনু ।  
শীতভূঞ্জীরসো নাম সর্বজ্বরকুলাঙ্কৃত ॥ ৩৫৫

তৈষজ্য তন্ত্র ।

রস ১, হিঙ্গুল ১, গন্ধক ১ জয়পাল বীজ ৩ দন্তিমূল  
কাথে মর্দন করিয়া ২ দুই রতি মাত্রায় বটি করিয়া। আদার  
রসে সেবনে ঘোর নবহ্বর ১ এক প্রহরে নষ্ট হয় । পথ্য দধি,  
চিনি, ইক্ষু, মুদগা, অক্ষুর ও শীতল দিবে ইহাতে সর্ষ জ্বর  
নাশ হয় । ৩৫৫

### মহাজ্বরাক্কুশ ।

শুক্লমূতবিষং গন্ধকং ধূস্ত্রবীজ স্ত্রিতিঃ সমং ।  
চূর্ণানাং দ্বিগুণ ব্যোষং বটীং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতং ॥  
আত্রকস্য রসে ভাব্যং জম্বীরস্য রসে ন বা ।  
মহাজ্বরাক্কুশং নাম্নাসর্ববিনাশনং ॥  
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকং ।  
বিষমরাত্রিজংবাপি জ্বরংহন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫৬  
তৈষজ্য তন্ত্র ।

শুক্ল পারা ১, গন্ধক ১, বিষ ১, ধূস্ত্রাবীজ ৩, শুঁচ, পিপুল  
ও মরিচ আদার রসে কিষা গোঁড়া নেবুর রসে মর্দন করিয়া চূর্ণ  
অথবা বটী ২ দুই রতি প্রমাণ এই মহা জ্বরাক্কুশ নানক ঔষধ  
সেবনে সর্ষ প্রকার জ্বরনাশক, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক  
চাতুর্থক, বিষমহ্বর ও রাত্রি জ্বরনাশ হয় ৩৫৬ ।

### চণ্ডেশ্বর রস ।

সমাংশ পেষয়েৎ সর্বং রসগন্ধশিলা বিষং ।  
নিগুঠ্যারসে ভাব্যং ত্রিফলায়াঃ কাথে পুনঃ ॥



ছায়াশুকং দ্বিগুঞ্জায়ং দেয়ং পথ্যাদনং  
দধি ।

রসচণ্ডেশ্বরোনাম জ্বরংহন্তি মহাদ্রুতং ॥ ৩৫৭

খরনাদ ।

রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও অমৃত প্রত্যেক সমভাগ । নিগু-  
ষ্ঠী ও ত্রিফলা কাথে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ২ রতি  
মাত্রা সেবনে সর্বপ্রকার জ্বরকে দ্রুতনাশ করে । পথ্য দধি ও  
অন্ন দিবেক । ৩৫৭

শীতারি রস ।

সূতকং টঙ্কণং গন্ধকং প্রত্যেকং সমভা-  
গিকং ।

সূতশ্চে দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং ঔষ-  
বর্জিতং ॥

সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চা বঙ্গধৈব সশর্করা ।  
সর্বেষাং চূর্ণয়েৎ থলে মর্দয়েৎ জম্বীরা-  
ম্বুনা ॥

দ্বিগুণং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষজ্বরোপহং ।

রসশীতারি নামাহং শীতজ্বর হরংপরং ॥ ৩৫৮

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

পার্ল ১, সোহাগা ১, গন্ধক ১, বিষপত্র বর্জিত জৈয়পাল  
ফল ২, সৈন্ধব ২, মরিচ ২, তিস্তিহী ছাল ভস্ম ২, বঙ্গ ভস্ম ২,

ও চিমি ২ জম্বীর রসে মর্দন, চূর্ণের মাত্রা ২ রতি । অনুপান উষ্ণ জল । বাতশ্লেষ্মা ও শীত জ্বর আরোগ্য হয় । ৩৫৮

### তরুণ জ্বরান্নি ।

জৈপাল গন্ধকঃ বিষপারদঞ্চ তুল্যং কুমারিকা-  
রসেন ভাব্যং । অস্য দ্বিগুণ্ণহি শীতোদ-  
কেন খাদেৎ সৰ্ব্ব জ্বরাপহরঃ । দাতব্য  
এষোহহনি পঞ্চনে বা ষষ্ঠে হথ বা সপ্তমে  
বাপি জাতে বিবেক জ্বরবিজিত জ্বরস্যাত্  
পটোলমৃগদ নিষে বনেন ॥ ৩৫৯

জয়পাল ১, গন্ধক ১, বিষ ১ ও রস ১ ইহা ঘটকুমারীর রসে  
মর্দন করিবে, বটি ২ রতি । অনুপান শীতল জল । সৰ্ব্ব জ্বর  
নষ্ট করে, ৬ দিনে বা ৫।৭ দিনে ঔষধ দিবেক জ্বরকে অবশ্য  
জয় করিবেক । পথ্য পটোল ও মুগাক্ষুর ইত্যাদি । ৩৫৯

### ত্রৈলোক্যো দুষ্ণর রস ।

সত্যক গন্ধক শিলা জৈপাল তিক্তা পথ্যা  
ত্রিবৃদ্ধি ষাতি শ্লুকজং লোধং সমাসং ।  
সংমর্দা বজ্র পয়সা মধূনা দ্বিগুণ্ণং ত্রৈলো-  
কোহুষ্ণর ভবোহভিনব জ্বরঘ্নং ॥ ৩৬০

পারা, তাম্র, গন্ধক, মনহাল, শুল্ক, হরীতকী, তেউড়ী  
আতিইচ, গাবহাল ও লোধ প্রমাং প্রতি সমভাগ মন-

সার আচাতে মাড়িয়া বটী ২ রতি । অনুপান মধু । নবজ্বর  
নাশক । ৩৬০

### নবজ্বরেভ সিংহরস ।

শুক্ৰ সূতং তথা গন্ধাৎ লৌহতা মুঞ্চাসীসকঃ ।  
মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগানি কারয়েৎ ।  
অৰ্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দয়েৎ দিবসদ্বয়ং ।  
শৃঙ্গভাগং বিশ্বং দত্ত্বা মর্দয়েৎ দিবস দ্বয়ং  
শৃঙ্গবেরানুপানে দদ্যাৎ গঞ্জাদ্বয়ং তিষক্  
নব জ্বরং মহাঘোরং নাশয়েৎ নাএ সং-  
শয়ঃ । ৩৬১

শুক্ৰপারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপ্পলী,  
ও শুঁচ এই সকল দ্রব্য সমভাগ ও শৃঙ্গীবিষ অৰ্দ্ধ ভাগ সকল  
দ্রব্য জলে মাড়িয়া ২ দুই দিবসান্তে ২ দুই রতি প্রমাণ বটী  
অনুপান আদার রস ইহাতে মহাঘোর নবজ্বর আরোগ্য  
হয় । ৩৬১

### জ্বরারি রস ।

দরুদঘনর সান্নাৎ শুল্লনাগাভ্রকান্নাৎ ।  
শুল্লগবিটশি লান্নাৎ সর্বমেকএ যোজ্যং ।  
বিপিননৃপদলোঠৈ শোধয়েন্তাবয়েত্তং ।  
দিবসদশ সমাস্তৌরতি কৈ কাপিকার্য্য ॥  
গুঞ্জাপ্রমানতঃ লেষ্ঠুং মর্দয়েৎ ধুনাদ্রকে ।

সর্বশূল বিনাশায় কফশোথ বিনাশনং ।

দত্বা নবজ্বরংহন্তি জ্বরারিষ্টং নিগদ্যতে ॥ ৩৬২

রত্নাকরী ।

হিঙ্গুল, মুখা, পারা, তাম্র, সীসা, অভ্র, খদির, বিটলবণ ও মনহাল সর্বদ্রব্য সমভাগে বনসৌদালুর রসে ১০ দিবস মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান আদার রস ও ঘনু। সর্ব প্রকার শূল, কফ, শোথ ও নবজ্বর নষ্ট করে। ৩৬২ ।

জ্বরারি রস ।

রসবলিস্ত্রিকটুকং জয়পাল ময়ত্বচং ।

কৈরাতং তিত্তুকং মুস্তংসমভাগ প্রকলপয়েৎ ।

নিগুষ্ঠ্যাদ্র রসে তাব্যংভুক্তয়েৎ রত্তিকষয়ং ।

আচ্ছাদয়েৎ ক্লুতবস্ত্রে যাবদঘর্মঃ প্রজায়তে ।

যামাঙ্কে দেহিন তীত্রং জ্বরোমুঞ্চতি নি-

শ্চিতং । ৩৬৩

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

রস, গন্ধক, ত্রিকটু, জয়পালবীজ, গুড়ত্বক, চিরতা ও মুখা, এষাং প্রতি সমভাগ নিসিন্দা রসে ও আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। আদার রসে সেবন করাইয়া গাত্রে গুরু ও উষ্ণ বসনাবৃত করিয়া রোগীকে রাখিতে হইবে যাবৎ ঘর্ম দর্শন না হইবে। এবম্প্রকারে ৪ দণ্ডের মধ্যে তীত্র নবজ্বর আরোগ্য হইবে। ৩৬৩

## মহাঙ্ঘরাক্ষুশ রস ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেবচ ।  
 বঙ্গং লৌহ মাংসিকঞ্চ খর্পরঞ্চমনঃ শিলা ॥  
 যতাব্রং গৈরিকং চৈবং টঙ্গনং দন্তিবীজকং ।  
 সর্বান্যেতানি দ্রব্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥  
 জম্বিরে বিজয়া চিত্রৈ তুলসী তিস্তিড়ি রসৈ ।  
 এতির্দিনত্রয়ং ভাব্যনির্জ্জলেং রৌদ্রসংকুলে ॥  
 চনামাত্রা বটিংকৃত্বা ছায়াশুক্লঞ্চ কারায়েৎ ।  
 মন্দাগ্নি দীপনীক্ণেব সর্বঙ্ঘর বিনা শিনী !  
 সর্বঙ্ঘর নিহন্ত্যাশু ভাস্করং তিমিরং যথা ।  
 নাতংপরং শ্রেষ্ঠং ঙ্ঘরনাশায়চ মহৌষধং ।  
 মহাঙ্ঘরাক্ষুশনাম রসোয়ংমুনি ভাষিতং ॥ ৩৬৩

হারীত ।

রস, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণ-  
 মাংসিক, খাপর, মনঃশিলা, অত্র, গৈরিমাটি, মোহাগা ও দন্তিবীজ  
 এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, গোঁড়ানেবু, বিজয়া, চিতা-  
 মূল, তুলশী ও তেউড়ীর রস এই সকল দ্রব্য তিন দিবস  
 নির্জ্জলে ভাবনা দিয়া রৌদ্র সংকুলে শুক করিয়া চনা প্রমাণ  
 মাত্রা । এই মহাঙ্ঘরাক্ষুশ ঔষধ হারীত মুনি অগ্নিমান্দ্য ও বিবিধ  
 প্রকার ঙ্ঘরে ব্যবহৃত দিয়াছেন । সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন  
 নাশ হয় এ ঔষধ তক্রূপ ঙ্ঘর নাশক হয় । ৩৬৩

## একাবটী ।

লৌহমভ্রংবিষংরক্তং দারুবয়ং মনঃশিলা ।  
 শ্বেতাক্করবী মূলং জৈপালঞ্চতথা সমং ॥  
 সর্বতুল্যং রসং গন্ধং ভাবয়ে দাদ্রকরসে ।  
 জম্বীরাণাংরসে দেয়ং দ্বিবল্লা সর্বরোগহা ॥  
 নবজ্বরে সান্নিপাতে বাতশ্লেষ্মে কফোর্জ্জকৈ ।  
 অগ্নিমান্দ্যে বিষমে চ ধাতুস্থং মজ্জকেষু চ ॥  
 দাহ পূর্বে দপ্রজে চ ত্রয়োজিতরসোত্তমঞ্চ ।  
 জ্বরকুলান্তকো নাম্না ক্ষণে মুঞ্চতিনিশ্চিতং ।  
 শীতোপচার কৰ্ত্তব্যং পথ্যঞ্চ স্বীয়-  
 দাপয়েৎ ॥ ৩৬৫

লৌহ, অভ্র, শৃঙ্গী, বিষ, হিঙ্গুল, শেঁখ, গোদন্তা, মনঃশিলা,  
 ধেত আকন্দ মূল, করণীর মূল ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগে  
 যত কজ্জলি তত আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী । গোঁড়া  
 নেবুর রস অনুপান দিবে । ইহাতে সকল রোগ নষ্ট হই-  
 বে, নবজ্বরে, সান্নিপাতে, বাতশ্লেষ্মাদিজ্বরে, কফউর্জ্জক, অগ্নি-  
 মান্দ্য, বিষম ধাতুস্থ, মজ্জাগত, পূর্বদাহ ও দক্ষ জ্বরে এই জ্বর  
 কুলান্তক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষণমাত্রে নিবারণ হয় । রো-  
 গীকে শীতোপচার করিবেক । ৩৬৫

## মকরেধ্বজ বটীকা ।

সুবর্ণং রক্ততং লৌহং কস্তুরী মৌক্তিকং

তথা । জাতিফলঞ্চ সর্বেষাং প্রত্যেকং  
 তুল্য ভাগিকং ॥ লৌহঞ্চ দ্বিগুণং দেয়ং  
 তন্ম সূতং ত্রিগুণবৈ । তন্তুল্যং চন্দ্রসং-  
 জ্ঞঞ্চ প্রবালঞ্চ তথৈবচ ॥ সহস্র পুটিতং  
 চাত্রং লৌহং চতুগুণং যতং । সর্ব-  
 দ্রব্য সমং দেয়ং মকরেশ্বরজ চূর্ণিতং ॥  
 বারিণা বটীকাং কৃত্বা তক্ষয়েচ্চ বিধানতঃ ।  
 সর্বরোগ হরুর্হেষ নাস্তি কার্য্য বিচারণা ॥  
 বাতপিভোক্তবং বাপি শ্লেষ্মানাঞ্চ বিশে-  
 ষতঃ । আদ্র'কস্য রসশ্চানু সন্নিপাত  
 বিনাশনঃ ॥ প্রাকৃতং বৈকৃতং দ্বন্দং ত্রি-  
 দোষঞ্চ বিশেষতঃ । উন্মাদং বিবিধং  
 মুচ্ছা অজ্ঞানং বাক্যরোধকং ॥ কান্তি  
 পুষ্টিকরুর্হেষঃ । বলীপলিত নাশনং ।  
 মকরেশ্বরজ বটী খ্যাতা স্বনাম্না ভাবিত্য  
 স্বয়ং ॥ ৩৬৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃগনাভি, মুক্তা ও জায়ফল এই কয় দ্রব্য  
 প্রত্যেক ১ তোলা, পারদতন্ম, কপূর ও প্রবাল প্রত্যে-  
 ক ২ তোলা এবং সহস্র পুটিত অত্র ৪ তোলা সর্ব দ্রব্য  
 সম মকরেশ্বরজ ১৭ তোলা ইহা জলে মর্দনান্তর ১ রতি  
 মাত্রাবটী এবং অমুপান বিশেষে সেবনে সকল প্র-

কার রোগ নাশ হয়, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, শ্লেষাজ্বর, সান্নিপাতজ্বর, প্রাকৃত জ্বর, বিকৃত জ্বর, হৃদজ্বর ও ত্রিদোষ জ্বর এই সব ব্যাধি আদ্রক রস সহ সেবনে নাশ হয় । এবং বিবিধ প্রকার উন্মত্ত, মূচ্ছা, অজ্ঞান ও বাক্যরোধ নাশ পাইয়া কান্তি, পুষ্টি, জ্বর ও দেহ লোলিত সকল নিবারণ হয়, এই মকরেশ্বর নাম ঔষধ স্ব নামে কামদেবের উক্তি । ৩৬৬

### হেমাঙ্গি রসসিদ্ধি ।

পলং মূহু স্বর্ণ দলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্ঠকং  
যোড়শ গন্ধকস্য । শগৈঃ সুকার্পাস তব  
প্রসূনৈঃ সর্বং বিমদ্যাথ কুমারিকান্তিঃ ॥  
তৎকাচ কুস্তে নিহিতং সুগাঢ়ে মৃতপর্প-  
টৈস্তদ্বিবস ত্রয়ঞ্চ । পচেৎ ক্রমাগৌ  
সিকতাথ্য যন্ত্রে ততোরজঃ পল্লবরাগরম্যং ।  
নিগৃহ্য চৈতস্য তমর্দ্ধরক্তিং রোগান্নিহন্তি  
মকরেশ্বরজাথ্যং । মদোন্মাদানাং প্রমদা  
শতানাং গর্বাধিকত্বং ল্লেখ্যত্যাগশ্যং ।  
মৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং গুড়গি মাং-  
সানি সমস্তকানি । মাষান্ন পিষ্টানি  
ভবন্তি পথ্যমানন্দদায়িন্যপ রাগি চাত্র ।  
বলীপলিতনাশনস্তনুভূতাং বয়স্তন্তন



ଅଗ୍ନିଃ ପ୍ରଚୁରରୋଗ ପକ୍ଷୀନଃ ।

ରତିକାଳେ ରତ୍ୟନ୍ତେ ବା ପୁନଃ ସେକୋ ରସୋ-  
ଦ୍ରବ୍ୟଃ । ମାନହାନିଂ କରୋତ୍ୟାଶୁ ପ୍ରମଦ-  
ନାଂ ସୁନିଶ୍ଚିତଂ ॥ ଯଥା ସ୍ୱତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୋହତ୍ୟା  
ସାମ୍ବତ୍ୟୁଂ ଜୟତି ଦେହିନାଂ ।

ସ୍ୱାସ୍ୟଂ ସାଧକେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଜରାମରଣ ନାଶନଃ ॥ ୩୬୭

ତୈଷଜ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ।

ସୋମାର ପାତ ୪ ତୋଳା, ପାରା ୬୪ ତୋଳା, ଗନ୍ଧକ  
୧୨୪ ତୋଳା, ଏବଂ ସହସ୍ର ଖୁଟୀତ ଅଦ୍ର ୪ ତୋଳା, ଶୋଣ  
କାପାସ ପୁଷ୍ପ ରସେ ଘାଡ଼ିଆ ପରେ ସ୍ୱତକୁମାରୀର ରସେ ଘା-  
ଡ଼ିଆ, ବୋତଲେ ପୁରିଆ। ସେହି ବୋତଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାତେ ଲେପିଆ।  
ବାଲୁକା ଯନ୍ତ୍ରେ ୨୪ ଗ୍ରହର ପାକ କରିଲେ ମନୋହର ଲାଲ ଆକୃତ  
ରଞ୍ଜଃ ଔଷଧ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେବନ ଅର୍ଜ୍ଜ ରତି ପ୍ରମାଣ ଏହି ଚକ୍ରଧର  
ଔଷଧି ସେବନେ ଯଦନୋନ୍ମତ୍ତ ଶତ ପ୍ରମଦା ରମଣୀ ରମଣ କରିଲେ  
ଆୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ବର୍ଜିତ ହୁଏ। ଉକ୍ତମ ଦେହ  
ହୁଏ, ଜରା ହୁଏ ନା, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ନାଶ କରେ, ଏବଂ ଶିବ ସ-  
ଦୃଶ ଶୁଣ ଓ ଅତି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅନୁପାନେ ନାନା  
ରୋଗ ନାଶ ହୁଏ । ୩୬୭

ସୂର୍ଯ୍ୟାଶେଷର ରସ ।

ସୂତକଂ ଟିକ୍ତଂ ଗୁଣଂ ଗୁଣଂ ଗୁଣଂ ଗୁଣଂ ସମଂ ସମଂ ।

ଦ୍ୱିଗୁଣଂ ସୂତକାଦେୟଂ ଜୈମିନୀକୃତସତତ୍ତ୍ୱିତଂ ॥

ସୈନ୍ଧବଂ ମରିଚଂ ଚିକିତ୍ସାହକକ୍ତୃରଂ ଶର୍ବରାମୁଚ ।

প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাজ্জম্বীরৈর্মর্দয়েদ্বিনং ॥

সূর্যশেখর নামোহয়ং গুণ্ণাধয়মিতং তথা ।

ভক্ষিতং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মাঙ্গরাপহা ॥ ৩৬৮

রত্নাবলী ।

রস ১, ভাজা সোহাগ ১, গন্ধক ১, ভাজা জৈপাল বীজ  
২, সৈন্ধব ১, মরিচ ১, তেঁতুল ছালের ক্ষার ১, বংশলোচন ও  
চিনি ১ গোঁড়ানেবুর রসে মাড়িয়া বটী ২ রতি প্রমাণ তপ্ত  
তলানুপানে বাতশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট হয় । ৩৬৮

জ্বরারিবটী ।

রসং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ তাম্রংভস্ম তথা সমং ।

লৌহপাত্রে তথা ভাব্যং লৌহ দণ্ডে বিম-

র্দয়েৎ ॥

কেশরাজে ভৃঙ্গরাজে নিগুণ্ঠী সরসে তথা ।

প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাং রোগনাশনং ॥

প্রথগ হৃন্দঞ্চ সর্বঞ্চ ভূত জ্বর বিনাশনং ।

চির জ্বরঞ্চ কাশঞ্চ শূলং সর্বং গদং

জয়েৎ ॥ ৩৬৯

ভৈষজ্য তত্ত্ব ।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগে কেশুরের  
রসে, ভীমরাজের রসে, নিসিদ্ধাপত্র রসে, পর পর মর্দন করি-  
য়া সর্ষপ প্রমাণ বটীকা যথানুপানে সেবনে বালকদিগের স-  
কল রোগ নাশ করে বিশেষ বাত পিত্ত, কফ ও হৃন্দজ তিন

প্রকার অর, ত্রিদোষ অর, ভূতঅর, চির অর, কাশ ও শূলাদি  
সকল রোগ নাশ হয় । ৩৬৯

### বীরভদ্র রস ।

ক্র্যষণং পঞ্চলবণং শতপুষ্পা বিজীরকং ।  
ক্ষারদ্বয়ং সমায়ুক্তং চূর্ণমেবাং পলদ্বয়ং ।  
শুক্লসূতং মৃতাজ্ঞঞ্চ গন্ধকঞ্চ পলংপলং ।  
আদ্র'কস্য দ্রবৈঃ খল্লৈ দিনমেকং বিমর্দয়েৎ ॥  
বীরভদ্র রসঃ খ্যাতঃ সন্নিপাত নিসুদনং ।  
চিত্রকাদ্র'কলবণং অনুপান জলেষুচ ।  
পথ্যংক্ষীরোদনংদেয়ং তথা সিতা সম-  
ম্বিতা ॥ ৩৭০

সারকৌমুদী ।

ত্রিকুট, পঞ্চলবণ, শলুকা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সর্জ্জরিকা ও  
যবক্ষার এষাং প্রতি তিন পান রস, অন্ন ও গন্ধক এষাং প্রতি  
১ এক পান সর্ব দ্রব্য একত্রে আনার রসে মর্দন করিয়া এক  
দিবসান্তে ১ রতি প্রমাণ বটী আদা, চিত্র, সৈন্ধব ও জলানু-  
পানে সেবনে সন্নিপাত নাশ হয় । পথ্য দুগ্ধ, অন্ন ও  
চিনি । ৩৭০

### অগ্নি রস ।

দ্বিকষং গন্ধকম্যাপি শুক্ল সূতংতথৈবচ ।  
তাবয়েৎ কুশলে বৈদেয়া হংসপাদীরসে

দিনং ॥ শুকচূর্ণং কৃতং যত্রাং নিক্ষিপেৎ কাচ  
ভাজনে । কৰ্ষৈকং মহিষং পিত্তং ক্ষিপ্ত-  
বস্ত্রং নিরোধয়েৎ ॥

ততস্ত্ব হণ্ডিকা যন্ত্রে বালুকাতিঃ প্রসূরয়েৎ ।  
অহোরাত্রং পাচয়ে দ্বৈদ্যো মন্দ মন্দানলে চ ॥  
স্যাৎক্ষীণশীতলাতি কৃত্বা রসং তত্র সমুদ্বরেৎ ।  
তোলার্দ্ধমমৃতং দত্ত্বা মরিচং তোলাকং তথা ॥  
তক্ষয়েৎ গুঞ্জামানঞ্চ সর্বরোগ বিনাশনং ।  
সন্নিপাতং তথা বাতশূলমন্দানলং জয়েৎ ॥  
নাশয়েৎ গ্রহণীদোষাং গুল্মপাণ্ডু ক্ষয়ং  
তথা ॥ ৩৭১

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

রস ৪ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা হংসপাদীলতা রসে এক  
দিবস মর্দন করিয়া কাচকপি মধ্যে পূবিত করিয়া ২ তোলা  
প্রমাণ মহীষ পিত্ত দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া বালুকা যন্ত্রে দিবা-  
ভাগ মন্দানলে, রাত্রিতে দীপ্তানলে পাক সমাপ্ত করিয়া অতি  
শীতল হইলে ঔষধি উদ্ধার করিয়া তাহাতে অমৃত ১০ তোলা  
মরিচ ১ তোলা দিয়া সেই চূর্ণ ঔষধি ১ রতি মাত্রা সেবনে  
সর্ব রোগ নাশ করে, বিশেষ সন্নিপাত বাতশূল মন্দাগ্নী, গ্র-  
হণী, গুল্ম, পাণ্ডু এবং ক্ষয়রোগ বিনাশ হয় । ৩৭১

মৃতং তাত্রং মৃতং লেহং মৃত অভক্ষ  
টঙ্গণং । খর্ণরং ত্রিকটুং তুল্যং অর্ক-

ক্ষীরেণ মর্দয়েৎ । গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যং নাম্না  
চাকৈশ্বরং রসং । অজাক্ষীরযুতং নস্যং  
সন্নিপাত হরং পরং ॥ ৩৭২

তাম্র ১, লৌহ ১, অত্র ১, মোহাগা ১, খর্পর ১ ও ত্রিকটু ৩  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে আকন্দ আঠাতে মর্দন করিয়া এই  
অকৈশ্বর রস ঔষধ ১ রতি প্রমাণ মাত্রা নস্যদানে সান্নিপা-  
তিক জ্বর নাশ হয় । ৩৭২ ঐন্দ্রাটী ।

রস গন্ধক করোমাংসং প্রত্যেকং কজ্জলী-  
কূতে । শক্রঞ্চ কৃষ্ণজীরঞ্চ ধুস্তুরকেশ-  
রাজকং ॥ দেবদালী জয়ন্তী চ তথা  
মস্তক পর্নিকা । এষাং পত্র রসেনৈব  
মর্দয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ রতিমাত্রা প্রয়োগেণ  
সন্নিপাত হরং পরং । ত্রিদোষজ জ্বরং  
হস্তি নাস্তি কার্য্য বিচারাণা ॥ নারিকেল  
জলং দেয়ং বটিকা বীৰ্য্য বন্ধিনী ॥ ৩৭৩

রস, গন্ধক, প্রত্যেক ১ এক মাষা কজ্জলী করিয়া কুরচীর  
ছাল, কৃষ্ণজীরা, ধুস্তূবা, কেশুর্ভে, মহীষলতা, জয়ন্তী ও থলকুড়ী  
এষাং প্রতি কজ্জলীর সমরসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ১ রতি  
প্রমাণ বটিকা সেবনে ত্রিদোষ জ্বর নাশ করে । ৩৭৩

রবিমুন্দর রস ।

দ্বিভাগ তালেন রসঞ্চ গন্ধকং, বিষঞ্চ তাত্রঞ্চ  
সমং প্রদেয়ং । নিগুণ্ড্য নিম্বস্য দলেন

মর্দনং, গুঞ্জিকং প্রমাণ পিবেৎ সশক্রং ।

অরাকুশোহয়ং রবিমুন্দরাখ্য, অরং হর-

ত্যেব বিধং সমগ্রং ॥ ৩৭৪

হরিতাল, রস, গন্ধক, অমৃত ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিক্কা ও নিম্ব পত্র রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটি এই রবিমুন্দর রস নাম ঔষধ চিনি অনুপান সেবনে সকল অরকে নাশ করে । ৩৭৪

প্রতাপলক্শেশ্বর ।

শুদ্ধ সুতাত্রভস্মোপি গন্ধতাল মনঃশিলা

ক্র্যবণং ধূস্ত্রবীজঞ্চ কালকূটং মৃতং সমং

ভাবয়েৎ চার্ক মূলেণ কৃষ্ণসার রসে ৭ চ

কফং হস্তি যথা সিংহো রসলক্শেশ্বরো-

মহান্ নিহন্তি চানুপানেন আদ্রকং মধুনা

সহ । ৩৭৫

রত্নাবলি ।

রস, অত্র, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, ত্রিকুট, ধূস্ত্রবীজ, কালকুট ও অমৃত এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ আকন্দ মূলের রস দ্বারা মর্দন কবিয়া পরে মনসাসিজ পত্র রসে মাড়িয় বটি ১ রতি প্রমাণ এই প্রতাপ লক্শেশ্বর ঔষধি আদ্রক সর মধু অনুপান সেবনে সিংহ সদৃশ কক্ষকে নাশ করে । ৩৭৫

প্রাণেশ্বর রস ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং শুতার্কং যোজিত বিধং ।

মর্দয়েৎ মৃষনীমুহী ক্ষীরিকায়া রসেন বা ॥  
 পুরয়েৎ কুপিকাযস্ত্রে মুল্লিপন বিধানতঃ ।  
 বস্ত্রেন বেষ্ঠয়িত্বা তু পুঃটেং গজপুটেংতিষক ॥  
 ততঃ পুঃগীন্তুরেণৈব শার্কং শীতং সমুদ্ধরেৎ ।  
 গ্রহীত্বা কুপিকামধ্যে মর্দয়িত্বা দিনত্রয়ং ॥  
 অজাজী জীরকং হিঙ্গু কপোত টঙ্কণংতথা ॥  
 গুগ্গুলং পঞ্চলবণং যবক্ষারং যমানিকা ॥  
 মরিচং পিপ্পলীকৈব প্রত্যেকঞ্চ সমাংশতঃ ।  
 এতিদদ্যাৎ পুনঃস্তু সপ্তধা ভাবয়েৎ পুনঃ ॥  
 নাগবল্লীদলেনৈব পঞ্চগুঞ্জা রসেশ্ববং ।  
 দদ্যাৎ নবজ্বরে তীত্রে চোষবারি পিবেদনু ॥  
 প্রাণেশ্বর রসো নাম সন্নিপাত বিনাশনং ।  
 শীতজ্বরে দাহপূর্বে গুল্মমশ্লে ত্রিদোষজে ॥  
 বাঙ্গিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাদ্ভন্দন  
 লেপনং ॥ ৩৭৬

রস ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া রসের অর্দ্ধেক অমৃত  
 দিয়া তালমুলীরসে মনসাক্ষীরে এবং ক্ষীরাইলতার রসে  
 মাড়িয়া কুপিকা যন্ত্রে পুরিত করিয়া উক্ত যন্ত্রে মৃত্তিকা তদন্তে  
 মৃত্তিকাও খণ্ডবস্ত্রাবৃত করিয়া গজপুট দিবেক । শীতল  
 হইলে কুপিকা হইতে ঔষধ উদ্ধার করিয়া মর্দন করিবেক,  
 পরে কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্গুল, সাজিমাটি, মোহাগা, গুগ্গ-  
 গুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পলী প্রত্যে-

কে সমভাগ রসের সমান লইয়া সকল একত্রে পানরসে সপ্ত  
ভাবনা দিয়া পুনঃপুন মর্দন করিবে এই প্রাণেশ্বর ঔষধ  
৫ রতি প্রমাণ বটিকা উষ্ণোদকানুপানে সেবনে তীব্র নবজ্বর,  
সন্নিপাত, শীতজ্বর, দাহপূর্বজ্বর, গুল্ম, শূল এবং ত্রিদোষ নাশ  
করে । ঔষধ সেবনান্তে বাঞ্ছিত পথ্য এবং গাত্রে চন্দন  
লেপন করিবেক ॥ ৩৭৬

### মহোদধি রস ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাটিনা  
তাম্রকং বজ্রতন্ম্যপি ব্যোমঞ্চাপিসন্নাংসকৈঃ ।  
কটুত্রয়ং তদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গং নাগকেশরং ।  
বিল্বকং রজনীকৈব পিপ্পলীমূল মেঘচ ।  
এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দয়িত্বা চ যত্রতঃ ।  
ভাবনা তত্র দাতব্যং গজপিপ্পলিকামূলিভিঃ ।  
চনকং পরিমাণঞ্চ বটীং মাত্রা প্রকীর্তিতাং ।  
শ্বাসহিক্কাতথা কাশ গ্রহণ্যর্শো ভগন্দরং ।  
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগ কপালিকে ।  
জঠরস্যাক্ষথা রোগং প্রমেহো বিংশতিতমা ।  
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ সন্নিপাত জ্বরং জয়েৎ ।  
মহোদধি রসং নাম প্রসিদ্ধং মুনিভা-  
ষিতং ॥ ৩৭৭



রস, গন্ধক, লৌহ, অমৃত বিষ, কড়িতম্ব, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা ত্রিকটু, নাগর মুখা, বি-  
ড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, বেলশুষ্ক, হরিদ্রা ও পিপ্পলী মূল এই কয়  
দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব দ্রব্য একত্রে মিলিত করিয়া  
গজপিপ্লীর কাথে মর্দন করিয়া চনক পরিমাণ বটী । এই  
মহোদধিরস ঔষধি সেবনে শ্বাস, হিকা, কাশ, গ্রহণী, অর্শ,  
ভগন্দর, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কর্ণ রোগ কপালিকা, অষ্ট  
প্রকার জঠররোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ  
ও পাথুরি রোগ এবং সন্নিপাত জ্বর বিনাশ হয় ॥ ৩৭৭

### প্রতাপ মার্ত্তণ্ড রস ।

রুনাক্টকং বিষং সপ্তং বড় গন্ধ ষট্ চ  
তালকং । দস্তী বীজানি বড় ভাগং পঞ্চ-  
ভাগঞ্চ টঙ্কণং ॥ চতুর্থং ধূস্ত্র বীজানী  
বোধ ত্রিগুণ মেবচ । জয়পাল সমায়ুক্তং  
বহিত্রিগুণ মেবচ ॥ আদ্রকস্য রসেনৈব  
ভাব্যমেকং ত্রিসপ্তধা । একগুণা প্রমাণেন  
বটীকাং কারয়েত্তিষক্ । আদ্রকস্যানু  
পানেন সর্ব জ্বর বিনাশনং । তিলাদি-  
লেপয়েৎ গাত্রে তথা স্নানং প্রকম্পয়েৎ ॥  
ভুক্তঞ্চ দীয়তে তক্রং দধ্যমঞ্চ বিশেষতঃ ।  
প্রতাপ মার্ত্তণ্ডো নাম জ্বরং সর্বং বিনা-  
শয়েৎ ॥ ৩৭৮

তৈষক্য তত্র ।

রস ৮, অমৃত ৭, গন্ধক ৬, দন্তীবীজ ৬, সোহাগা ৫, ধুতুর-  
বীজ ৪, ত্রিকুট ৩, জয়পাল ৩ ও চিতাত এই সকল দ্রব্য  
অনুক্রমে প্রত্যেক ভাগ চূর্ণ করিয়া আদ্র'ক রসে ২১ ভাবনা  
দিয়া ১ গুঞ্জা মাত্রা বটি এই প্রতাপ মার্ভগু রস ঔষধ আ-  
দার রস জলানুপানে সেবনে সর্বপ্রকার জ্বর নাশ হয় ।  
ঔষধ সেবনান্তে তিল ও চন্দন অঞ্জে লেপন করাইয়া স্নান  
করাইবেক । ঘোল পথ্য । ৩৭৮

### মৃত্যুঞ্জয় রস ।

দরদং বৎস্যানাভঞ্চ পার্শ্বতী চন্দ্র শেখ  
রৌ । মরিচং চপলা টঙ্গণং সমভাগং  
বিচূর্ণয়েৎ । আদ্র'কস্য রসে নৈব বটি  
মুগদা প্রমাণতঃ দধ্যুদকানুপানেন বাত  
জ্বর বিনাশনং । আদ্র'কং মধুসং-  
যুক্তং সান্নিপাত জ্বরং জয়েৎ । মৃত্যুরূপং  
সান্নিপাতং ক্ষণে মুক্ষতি দারুণং । অজা-  
জী চূর্ণ সংযুক্তং জীর্ণজ্বর নিবর্তয়ে । ৩৭৯

হিঙ্গুল, অমৃত, গন্ধক, রস, মরিচ, পিপ্পলী ও সোহাগা এই  
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ আদ্র'ক রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ  
মাত্রা এই মৃত্যুঞ্জয় রস ঔষধ-দধির জলানুপানে সেবনে  
বাতজ্বর নাশ হয়, আদ্র'ক ও মধু অনুপানে মৃত্যুরূপ সান্নিপা-  
তিক জ্বরসহ বিনাশ হয় ও জীরাচূর্ণ সহিত সেবনে জীর্ণ  
জ্বর নষ্ট করে । ৩৭৯

### সচ্ছন্দ ভৈরব রস ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ সমংসমং ।  
 ক্রীবের মাংসৌ ঐন্দ্রীয় ধাত্রীঞ্চৈব তথৈবচ ॥  
 বিষকণ্ঠ্যালিকৈর্ভাব্যং মুগ্ধামাত্রা প্রমাণতঃ ।  
 অজাজী চাদ্রকেনৈব সন্নিপাত বিনাশনং ॥  
 সচ্ছন্দভৈরবো নাম সূতিকা রোগ নাশনং ১৩৮০

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, বালা, জটামাংসী, নিসিন্দা ও  
 আমলকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে পানমরিচের রসে মাড়িয়া  
 মুগ প্রমাণ বটী জীরাচূর্ণ ও আদার রস সহ সেবনে সান্নিপা-  
 তিক রোগ নাশ হয় । এই সচ্ছন্দ ভৈরব ঔষধিতে সূতিকা  
 নাশ হয় । ৩৮০

### মৃত্যুসঞ্জীবনী রস ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং লৌহ মল্লঞ্চ মাক্ষিকং ।  
 তালকং রক্তকং তাম্র মল্লকঞ্চ মনঃ শিলা ॥  
 গন্ধতুল্যঞ্চ সর্বেষাং মর্দয়েৎ বাসর দ্বয়ং ।  
 তথৈবান্ন বেতসৈশ্চজম্বিরৈশ্চান্ন রৈস্তথা ॥  
 ইন্দ্রাণী মুরসে ভাব্যং শোষণেৎ আতপেনচ ।  
 কাচ কপূদরে স্থাপ্যং বালুকাযন্ত্রিতং পচেৎ ।  
 চতুর্ধামং ক্রিয়ান্তেচ বহিষ্কাথে বিমর্দয়েৎ ।  
 রক্তিকৈরাদ্রক রসৈশ্চন্দ্র হিঙ্গু বোষৈযুতৈঃ ।

নিহন্ত্যগ্র ত্রিদোষঞ্চ দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকং ।  
ভূতজং ভয়জং মুচ্ছাং দাহমোহভ্রমং ক্রমাৎ ॥  
প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি সততং সমুত্ততং তথা ॥  
জ্বরং বিষম ধাতুস্থং বিবিধ দোষসমুত্তবং ॥  
দ্বৌকালং সমকালঞ্চ চিরজ্বরং বিনাশনং ।  
কৃতান্ত স্যান্তকোহেবোহমৃতঞ্চৈব রসায়নং ॥  
মৃত্যু সঞ্জীবনী নাম্না মৃতং সঞ্জীবয়েৎ যতঃ ।  
অপ্রকাশ্য মিদং সিদ্ধং মৃত্যুঞ্জয় সুতা  
ষিতং ॥ ৩৮১

রসেন্দ্র চিন্তামণিঃ ।

রস ১, গন্ধক ২, লৌহ ২, অভ্র ২, স্বর্ণমক্ষিক ২, হরিতাল ২, হিঙ্গুল ২, তাম্র ২, অমৃত ২ ও মনঃশিলা ২ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অক্ষচিহ্ন ক্রমে তৌল করিয়া অল্পবেতস রসে, গোঁড়া নেবুর রসে আমরুলের রসে নিষ্ঠুৰ্ণী রসে প্রত্যেকে দুই দুই দিবস মাড়িয়া শুষ্ক করিবে পরে কাচকুপি মধ্যে স্থাপন করিয়া বালুকা যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিবে । ক্রিয়ান্তে চিতার কাথে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ আর্দ্রক রস কপূর হিঙ্গু ও ত্রিকটু এই সকল অনুপানে সেবনে মহা ঘোরতর ত্রিদোষ জ্বর, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক ও ভূতজাত, ভয়জাত, মুচ্ছা, দাহ, মোহ, ভ্রমাদি উপদ্রব সহিত জ্বর, বিকৃত বা প্রকৃত এবং সতত সমুত্ত জ্বর বা বিষম ধাতুস্থ বা নানা দোষোদ্ভব দ্বৌকালীন বা সমকাল, গত জ্বর ও চির জ্বর নাশ হয় । অন্ত-

কের অন্তক তুল্য অমৃত সদৃশ রসায়ন এই মৃত্যুসঙ্ঘীবনী নাম  
ঔষধ মৃত্যুসম ব্যক্তিকে সজীবতী করেন অতি গুহ্য । এই সিদ্ধ  
ঔষধি মহাদেবের কথিত ॥ ৩৮১

### বেতাল রস ॥

রসং গন্ধকায়তং তালং মরিচঞ্চ সমাংশকৈঃ ।  
মর্দয়েৎ চূর্ণয়েৎ খল্লে যাবন্ন স্যাচ্চ কঙ্কলী ॥  
গুপ্তার্দ্ধঞ্চ প্রমাণেন আদ্রকস্য রসেনচ ।  
সাধ্যা সাধ্যং নিহন্ত্যাশু সান্নিপাত ত্রিদোষজং  
ঈশানোক্ত গুহ্যতমং বেতালাত্ম্য মহারসং ।  
অবশেদ্ভিন্ন সংস্থানে বেতালং তত্র যোজয়েৎ ॥  
স্থানেষু দোষ দৃষ্টেষু মোহগ্রস্তেষুরোগিষু ।  
দাতব্যমিতি বেতালং যমদূত নিবারকং ॥ ৩৮২  
রত্নাকরী ।

রস, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল ও মরিচ এই কয় দ্রব্য প্র-  
ত্যেকে সমভাগ মর্দন করিয়া কঙ্কলীভ করিবে পরে আদ্রক  
রসে মর্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটিকা আদ্রক রসানুপানে  
সেবনে সাধ্য, অসাধ্য ও সান্নিপাত ত্রিদোষনাশ করে । শিব উক্ত  
এই বেতাল রস নাম ঔষধ অতি গুহ্য । ইন্দ্রিয় অবসাদযুক্ত  
হইলে এবং দোষ দৃষ্ট স্থানেও মোহগ্রস্ত রোগে এই ঔষধ  
দান করিবেক ইহাতে যমদূতকে নিবারণ করে ॥ ৩৮২

### শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস ।

গন্ধকং পারদং লৌহং ত্র্যম্বণং জীরকদ্বয়ং ।

শৃঙ্গী শর্ঙ্গী যমানী চ পুষ্পকং রামঠং তথা ।  
 মৈন্ধবং যবশুষ্কঞ্চ টঙ্গণং গজপিপ্পলী ।  
 জাতী কোষাজমোদাচ বচা যাস লবঙ্গকং ।  
 ধুস্তুরং কনকবীজঞ্চ কটফলং চব্যচিত্রকং ।  
 প্রত্যেকং তোলকং চৈবাং সুক্ষ্মচূর্ণানি  
 কারয়েৎ ॥ পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টা  
 পাষণ মুদ্বারে । বিলম্বল রসং দত্ত্বা অর্ক  
 চিত্রক দন্তিকা ।  
 শীগ্রঞ্চ ফঞ্জিকা বাসা নিগুণ্ডী গণিকারীকা ।  
 ধুস্তুর কৃষ্ণজীরঞ্চ পারিতদ্রক পিপ্পলী ।  
 কণ্টকার্যাদ্রকং তত্র মূলান্যেতানি চাহরেৎ ।  
 এতেষাঞ্চ রসং দত্ত্বা ঘৃষ্টা মাতপ  
 শোষিতং । গুঞ্জা প্রমাণ বটিকাং কারয়েত্তু  
 চিকিৎসকঃ ॥ ততশ্চতুর্বাটিং খাদেৎ  
 নিত্য মাদ্রক সংযুতং । উষ্ণ তোয়া-  
 নুপানেন সর্ব ব্যাধি নিরুচ্ছতি । বিংশ-  
 শতি শ্লেষ্মিক শৈবঃ সান্নিপাত সুদারুণং ।  
 প্রমেহ বিংশতিশৈব গুল্মশ্চাপি বিশে-  
 যতঃ । পঞ্চ পাণ্ডু ময়ং হস্তি কুমি শূলা-  
 ময়াপহা । সর্বরোগহরং শ্রেষ্ঠং সো-  
 দাবর্ত জ্বরপহা । শ্লেষ্মা ময়কৃতং হস্তি

রসেন্দ্রমুনি ভাষিতং । যথা শুক্ণ মূলে  
বহ্নিস্থথা চাণ্মি বিবর্দ্ধনং । শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র  
আথোৎসং রসেন্দ্র গুটীকা মৃতং ॥

গন্ধক, পারা, লৌহ, ত্রিকটু, জীরা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, শঠী  
যমানী, কুড়, হিঙ্গু, সৈন্ধব, সোরা, সোহাগা, গজপিপ্পলী  
জায়ফল, জৈত্র, বনযমানী, বচ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুস্তুরবীজ,  
কনক ধুস্তুর বীজ, কটফল, চই ও চিতা। এই সকল দ্রব্য  
প্রত্যেক মুচূর্ণিত ১ তোলা প্রমাণ লইয়া পাষাণ খলে  
রাখিয়া পাষাণ মুদার দ্বারায় মর্দন করিবে ত্রীকল মূল রসে  
আকন্দ মূল রসে, চিতামূল রসে, দন্তিমূল রসে, ধুস্তুরমূল রসে  
নিসিন্দামূল রসে, সজিনামূল রসে, কৃষ্ণজীরক কাথে, পালিতা-  
নাদার শিকড়ের রসে, পিপুল মূল রসে, কণ্টিকারীমূল রসে ও  
আদ্রক রসে এই সকল রসে ভাবনা দিয়া শুক্ণ করিয়া ১ এক  
গুঞ্জ প্রমাণ বটী। এই ঔষধের পূর্ণ মাত্রা চারি বটী। আদ্রক  
রসানুপানে সেবনানন্তর কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল সেবন করাইবে  
ইহাতে বিবিধ রোগ নিবারণ হয় বিশেষ বিংশতি প্রকার  
শ্লেষ্মিক রোগ, দারুণ সান্নিপাতিক রোগ, বিংশতি প্রকার  
শ্রমেহ রোগ, গুল্ম রোগ, পঞ্চ প্রকার পাণ্ডুরোগ, কৃমি রোগ  
শূলরোগ, আমরোগ ও জ্বর আরোগ্য হয়। এই শ্লেষ্মা শৈলেন্দ্র  
রস ঔষধ সেবনে শুক্ণবৃক্ষ মূলে ও অগ্নি বর্দ্ধন হয় ইহাতে মনুষ্য  
দেহের অন্য কি কণা। ৩৮৩

## মূচীপত্র ১

|                                    |       |       |     |
|------------------------------------|-------|-------|-----|
| মূত্রস্থানম্                       | ..... | ..... | ১—৬ |
| রোগোৎপত্তি                         | ..... | ..... | ৭   |
| নাড়ী পরীক্ষা                      | ..... | ..... | ১১  |
| জিহ্বা পরীক্ষা                     | ..... | ..... | ৬১  |
| মূত্র পরীক্ষা                      | ..... | ..... | ৬৬  |
| অরাদিকাব                           | ..... | ..... | ৭৩  |
| সন্নিপাত                           | ..... | ..... | ৮৭  |
| নাসাজ্বর লক্ষণ ও জীর্ণ জ্বর লক্ষণ  | ..... | ..... | ১০৮ |
| জ্বরের চিকিৎসা                     | ..... | ..... | ১০৯ |
| গুড়ুচ্যাди কাথ                    | ..... | ..... | ১২৩ |
| পথ্যাди পাচন ও নারীচ রস            | ..... | ..... | ১২৪ |
| নরীচ রস ও তৃষ্ণার্থে               | ..... | ..... | ১২৫ |
| বৃহৎপঞ্চমূলি ও গুড়ুচ্যাди পাঁচন   | ..... | ..... | ১২৬ |
| জ্বরারি রস                         | ..... | ..... | ১৫৭ |
| মহাজ্বরাকুশ রস                     | ..... | ..... | ১৫৮ |
| একাবটী                             | ..... | ..... | ১৫৯ |
| হেমাঙ্গি রসসিন্দূর                 | ..... | ..... | ১৬১ |
| স্বর্ঘ্যশেখর রস                    | ..... | ..... | ১৬২ |
| জ্বরারি বটী                        | ..... | ..... | ১৬৩ |
| বীরভদ্র রস ও অগ্নি রস              | ..... | ..... | ১৬৪ |
| মহোদধি রস                          | ..... | ..... | ১৬৯ |
| প্রতাপ মার্ভণ্ড রস                 | ..... | ..... | ১৭০ |
| মৃত্যুঞ্জয় রস                     | ..... | ..... | ১৭১ |
| সচ্ছন্দ ভৈরবরস ও মৃত্যুসঞ্জিবনী রস | ..... | ..... | ১৭২ |
| পেতাল রস ও স্নেয়শৈলেন্দ্র রস      | ..... | ..... | ১৭৪ |



## গ্রাহকদিগের নাম ।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এই পুস্তকের সমস্ত  
ভাগ লইবার জন্য স্বাক্ষর করিয়া আমাদের সহা-  
য়তা প্রদান করিয়াছেন ।

নাম

থগু

|  |   |
|--|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সরকার, L. M. S. চোরবাগান                   | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার, বিডেন স্ট্রীট                      | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, বেচুচাটুর্ঘ্যের স্ট্রীট             | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার M. D. শাঁকারীটোল                  | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার, বামাপুকুর লেন                       | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ী ঘোষ L. M. S. বেচুচাটুর্ঘ্যের স্ট্রীট         | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দে M. D. গ্যামহারেস্ট স্ট্রীট           | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু স্বর্ষ্যকুমার সর্বাধিকারী ডাক্তার ওয়েলিংটন স্ট্রীট | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল দত্ত, অকুর দত্তের লেন                 | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল ঘোষ L. M. S. মেছুয়াবাজার স্ট্রীট           | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু মনিলাল দে L. M. S. সিদুঁরিয়াপাটা                   | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধবমুখোপাধ্যায়, L.M.S. জোড়াসাঁকো              | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু L.M.S. করন্টওয়ালিস থেং হল              | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দাস L. M. S. শঙ্কর ঘোষের লেন             | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া                   | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া                 | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া                      | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দে, মেডিকেল কলেজ                           | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় B.L. চডকডাঙ্গা স্ট্রীট   | ১ |

|  |   |
|--|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু অমদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মদনমিত্রের লেন   | ১ |
| শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দাস রায় বাহাদুর, মেডিকেল কলেজ        | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর, চোরবাগান     | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোড়াসাঁকো            | ৫ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোড়াসাঁকো              | ৫ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মানিকতলা                | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কবিরাজ, যোড়াসাঁকো               | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন কবিরাজ, শিমুলিয়া                  | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, মদন মিত্রের লেন          | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দাস N. D. মানিকতলা ফ্রীট          | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেন, কয়লাঘাটা                 | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস ঘোষ, চোরবাগান                      | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র পাল V. L. D. চিতপুর লক্‌হাঁসপাড়া | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস সেন, চোরবাগান                      | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ দাস N. D. চাকদহ                    | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দত্ত, ই. আই, আর আফিস                | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দাস, সত্যধরবাগান ফ্রীট          | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত, চিতপুর                    | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি দত্ত, কলুটোলা                       | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভট্ট, মেসার্স রেলি ব্রাদার্স আফিস   | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দে, মানিকতলা ফ্রীট                   | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু জগেশচন্দ্র দত্ত, রামবাগান                   | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, গার্ডেন লেন         | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকিঙ্কর মিত্র, রামকৃষ্ণ বাগজীর গলি       | ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর মিত্র, নন্দরাম সেনের ফ্রীট         | ১ |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ কবিরাজ, নেমুতলা নেড়াগুজা                | .....   | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ,                                | ঐ       | ..... ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ মুখোপাধ্যায়,                           | ঐ       | ..... ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য,                      | ঐ       | ..... ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র কবিরাজ,                             | ঐ       | ..... ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার কবিরাজ,                               | ঐ       | ..... ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত,                            | ঐ       | ..... ১ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা প্রসাদ সেন গুপ্ত কবিরাজ, কুমারটুলী        |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত রায় কবিরাজ, হাতিবাগান                | .....   | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু হারকানাথ সেন গুপ্ত, নয়ানচাঁদ দত্তের ফ্রীট      |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন কবিরাজ, ঘোড়াসাঁকো                       | .....   | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর সেন কবিরাজ, আইরীটোল                    | ...     | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ কবিরাজ, দর্জীপাড়া                       | ....    | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র সেন গুপ্ত, তারকচাটুর্ঘ্যের লেন    |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মিত্র, কুমারটুলী                         | .....   | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র, অপর চিতপুর রোড মেংহল          |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমারদত্ত, শ্যামবাজার ফ্রীট বেঙ্গল মেংহল |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু ধর্মদাস বসু, গুপীকৃষ্ণ পালের লেন                | ....    | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু বাঁড়য্যো এবং কোম্পানি, মৃজা মেডিকেল হল         |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়,                        | ..... ঐ | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রাজা নবকৃষ্ণের ফ্রীট  |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল সেন, L. M. S. দরমাহাটা                | ....    | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চক্রবর্তী, মানিকতলা ফ্রীট               | .....   | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি দে, চিতপুর রোড.....                      |         | ১       |
| শ্রীযুক্ত বাবু মোহিম চন্দ্র সেন গুপ্ত, গুপ্তপ্রেস              | .....   | ১       |









